মুদ্রাকর—শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ

ডায়মণ্ড প্রিণ্টিং হাউস

১৯।এ।এইচ২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

কণ্ঠহার

(নাটক)

শ্রীগৌর চন্দ্র ভড় প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ

চোরবাগান সৌখীন সম্প্রদায়ে অভিনীত।

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫, রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬

শ্রীসূর্য্যকুমার শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

———

সন ১৩২২ সাল।

প্রথম সংস্করণ]   [মূল্য তিন টাকা।

ভূমিকা

পূর্ব্ব বাংলায় শত্রুজিৎপুর নামে একখানি গ্রাম ছিল। যেখানে মুকুন্দরামের বীর পুত্র শত্রুজিতের ছিন্নশির পড়েছিল…সেখানকার অধিবাসীরা সেই স্থানের নাম দিয়েছিল শত্রুজিৎপুর।

ইতিহাসের ছায়া অবলম্বন করে কিম্বদন্তি অনুসারে শত্রুজিৎকে লক্ষ্য ক'রেই আমি কাহিনীটি নাটকে রূপায়িত করেছি।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বহু হিন্দু রাজকর্ম্মচারী উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিল—তাই দেখে আমি কালীনাগকে করেছি বাংলার সিপাহ্‌শালার। তার ভয়াল চরিত্র চিত্রণে বোঝাতে চেয়েছি—হিংসা লোভ আর ব্যভিচারের পরিণাম।

মহাপাপী কালীনাগের অনুশোচনার অশ্রু কি হিংসাপরায়ণ মানুষের মন হ'তে হিংসার আগুন নেভাতে পারবে না?

অনন্ত চতুর্দ্দশী

গ্রন্থকার।

হুগলী জেলায় ২৭এ তারাপুর লেন

শ্রীরামপুরনিবাসী কল্যাণীয় স্নেহাস্পদ জামাতা

শ্রীবৈদ্যনাথ সেনের

কর-কমলে—

(মোর)

দিনান্তের ক্লান্ত রবি পড়বে যেদিন ঢলে,
চুকিয়ে ফেলে হিসাব নিকাশ যেদিন যাব চলে।
ভুলবে সেদিন বিশ্ব আমায়, নীরব হবে বীণ,
তোমার মনের আসন 'পরে রইব নিশিদিন।
শুনবে না মোর কথা সেদিন, দেখবে শুধু লিখা,
তব স্মৃতির তলে জ্বলবে আমার প্রীতির দীপশিখা।

কুশীলবগণ

—পুরুষ—

মুকুন্দরাম রায়	...	...	ফতেজঙ্গপুরের রাজা। (বর্ত্তমান ফরিদপুর)
বজ্রজিৎ	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
শক্রজিৎ	...	...	ঐ মধ্যম পুত্র।
শান্তজিৎ	...	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
মহানাদ	...	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
তোরাব	...	...	ঐ রণসর্দ্দার।
উল্টো	...	...	ঐ ভৃত্য।
সায়দ খাঁ	...	...	বাংলার নবাব।
কালীনাগ	...	...	ঐ সিপাহশালার।
সুন্দর	...	...	ঐ ফৌজদার।
জনাব আলি	...	...	রাজমহলের অধিবাসী।
কালাম	...	...	কালীনাগের ভৃত্য।

—স্ত্রী—

সুনয়না	...	...	মুকুন্দরামের পত্নী।
দৌলত	...	...	নবাবকন্যা।
শিবানী	...	...	সুন্দরের ভগিনী।
ধরণী	...	...	কালীনাগের পত্নী।

নর্ত্তকী।

॥ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নাটক ॥

বাপ্পাদিত্য যশস্বী নাট্যকার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। সুপ্রসিদ্ধ আর্য অপেরার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ভগবান একলিঙ্গকা দেওয়ান বাপ্পাদিত্য কে—কি তার জন্মরহস্য—কেমন ক'রে জঙ্গলের অন্ধকারে লুকিয়েছিল তার দুর্জয় ক্ষাত্রতেজ—কারই বা অগ্নিমন্ত্রে জেগে উঠেছিল সে সিংহশক্তি—যার প্ররোচনায় মহামায়ার আশীর্বাদী অস্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল মুসলমানের বিরুদ্ধে, তারই বিচিত্র নাট্যরূপায়ণ এই বাপ্পাদিত্য। শুধু তাই নয়। আরও আছে 'শৈশবের খেলাঘরের রাধা' লীলার সঙ্গে বাপ্পাদিত্যের চমকপ্রদ পরিণয়-কাহিনী, অতি ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তাদের বিচ্ছেদের মর্মান্তিক দৃশ্য, কাল-ভুজঙ্গিনী সালিমা ও সামন্তরাজগণের চক্রান্ত, আশ্রয়দাতা মালরাজের হত্যা। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ অপূর্ব নাটক। মূল্য ৩'০০ টাকা।

কান্নার কূলে শ্রীনির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। ভারতীয় রূপনাট্যম্ ও অন্নপূর্ণা অপেরায় অভিনীত। হিন্দু-মুসলমান সমাজের ঘৃণিত এক হতভাগ্যের রোমহর্ষণ কাহিনী। একহাতে অশ্রু মোচন, অন্য হাতে তার ধ্বংসের কৃপাণ। ধার্য্য করলো ব্রাহ্মণদের উপর জিজিয়া কর, হিন্দু-মুসলমানের রক্তে রাঙা হল চন্দ্রপুরের মাটি। ব্রাহ্মণদের চোখের জলে প্লাবিত হল দিল্লির পথ প্রান্তর। দলে দলে হিন্দু আশ্রয় নিল উড়িষ্যায়, বেজে উঠলো উড়িষ্যার বুকে রণ-দামামা। জয় হল কার? কাদের ছবি আপনার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকবে? ফতে খানের মহত্ত্ব, নবাব খাঁর উদারতা, প্রতাপ মিশ্রের নির্ভীকতা, শেখরের বীরত্ব, রাজা সদাশিব গঙ্গের ধর্মানুরাগ, মহম্মদের পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা। আবার সুজাতার দুঃখে আপনার চোখে জল আসবে। মূল্য ৩'০০ টাকা।

রক্ত নদীর ঢেউ জীবনে কত ঘটনাই না ঘটে, জীবন-নদীর তটে কত তান-লয় নিয়ে সুরের মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করে বিধাতার খেয়াল খুসী। অপূর্ব সুন্দর এক নাট্য-কাহিনী ভাবে ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে নবীন নাট্যকার অনিলকুমার দাসের লেখনীতে। দৃশ্যে দৃশ্যে নব পরিকল্পনা ও নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত বৈচিত্র্য প্রয়াসী মনের তৃপ্তি মেটাবে। সৌখীন সম্প্রদায়ের উপযোগী অধুনাতন এমন নাটক দেখা যায়নি। অন্নলোকে অভিনয় হয়। মূল্য ৩'০০ টাকা।

কণ্ঠহার

——:(*):——

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

বন্দুকহস্তে শিকারীবেশে শত্রুজিৎ আসিল।

শত্রুজিৎ। সারা বন তন্ন তন্ন ক'রে একটা পাখীও চোখে পড়লো না। উল্টো বল্‌লে—রাজমহলের অরণ্য হ'লো পাখীর রাজ্য। এখানে এলে শিকার করবার সখ মিটে যাবে। উল্টোর সব "গল্প"। ভোর রাতে ঘুম থেকে তুলে মিছিমিছি আমাকে এত পথ নিয়ে এলো। সেই তো আমাকে অরণ্যের পথ দেখিয়ে বল্‌লে, সে পথের উপর অপেক্ষা করবে। কিন্তু—ওই যে একটা বাচকা আনমনা হ'য়ে গাছের ডালে ব'সে রয়েছে। যাক্, অরণ্য ছেড়ে এসে পথের উপর শিকার মিললো।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে বন্দুকের গুলির শব্দ]

বন্দুকহস্তে শত্রুজিতের পুনঃ প্রবেশ।

শত্রুজিৎ। গুলি খেয়ে পাখীটা ছিটকে পড়েছে। উল্টো! উল্টো!

না, গাধাটার কোন সাড়া শব্দ নেই। দেখি, পাখীটা কোথায় পড়লো। [গমনোদ্যোগ]

ফুলের সাজিহস্তে শিবানী আসিল।

শিবানী। বলি, আপনি কি রকম শিকারী? জঙ্গল ছেড়ে বন্দুক নিয়ে গাঁয়ের পথে বাহাদুরি দেখাচ্ছেন?

শক্রজিৎ। কেন?

শিবানী। আপনার বাহাদুরির ফলটা কি হয়েছে তা জানেন? আপনি তো গুলি ক'রে শিকারের আনন্দে ধেই ধেই করছেন। ওখানে শিকার গিয়ে পড়লো কোথায়, তা কি খোঁজ রেখেছেন?

শক্রজিৎ। আমার শিকার—

শিবানী। আমার জামা কাপড় রক্তমাখা ক'রে শেষে ফুলের সাজিতে গিয়ে পড়েছিল। আমি তাকে পথের পাশে নর্দমায় ফেলে দিয়েছি।

শক্রজিৎ। পাখীটা তোমার ফুলের সাজিতে পড়েছে!

শিবানী। এবার সেই বাঁধা গৎটা আউড়ে ফেলুন।

শক্রজিৎ। বাঁধা গৎ!

শিবানী। আপনার মত ভদ্রলোকের যা পুঁজি। আমি অত্যন্ত দুঃখিত—লজ্জিত।

শক্রজিৎ। হা-হা-হা! [হাসিয়া উঠিল]

শিবানী। আবার হাসছেন! ওঃ, আপনি কি ভীষণ লোক! অন্যায় ক'রে অনুতপ্ত না হ'য়ে হা-হা ক'রে হাসছেন? ওঃ, কি কুক্ষণেই আজ ফুল তুলতে এসেছিলাম।

শক্রজিৎ। তাইতো, ফুলগুলো—

শিবানী। আপনি নষ্ট করেছেন, আপনিই নিন।

[রাগে সাজির ফুল লইয়া শক্রজিতের গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল, ফুলগুলি গায়ে লাগিয়া পায়ের উপর পড়িল]

উল্টো আসিল।

উল্টো। লালবাবু! লালবাবু! ওই যে শিকার পেয়ে গেছ?

শিবানী। কি, আমি শিকার?

শক্রজিৎ। না না, তুমি শিকার নও। উল্টোটা ফাজিল।

উল্টো। ব্যস্, অমনি আমায় ফাজিল ব'লে দিলে!

শক্রজিৎ। তুই এক নম্বরের ফাজিল।

উল্টো। আবার ফাজিল বলছো? ফুল নিয়ে তুমি একে স্বীকার করনি?

শক্রজিৎ। ফুল!

উল্টো। হা-হা-হা, আর অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই লালবাবু!

শিবানী। তুমি উল্টো বুঝেছ।

শক্রজিৎ। উল্টো সবেতেই উল্টো বোঝে।

উল্টো। কিন্তু আজকের শিকার করাটা উল্টো বুঝিনি লালবাবু। সত্যি ক'রে বুকে হাত দিয়ে বল দেখি আমার ধারণা উল্টো না সোজা?

শিবানী। আমি—

উল্টো। না না, তুমি ভুল করনি। যার পায়ে ফুল দিয়েছ, সে হ'লো ফতেজঙ্গপুরের সেজো রাজকুমার।

শিবানী। কুমার শক্রজিৎ?

উল্টো। হ্যাঁ, আমার লালবাবু; শ্রেষ্ঠ বীর, বিখ্যাত শিকারী আর ভীষণ গোঁয়ার।

শত্রুজিৎ। উল্টো!

উল্টো। ধমক দিও না লালবাবু, তোমার গুণের কথা—

শত্রুজিৎ। ঢাক পিটিয়ে জাহির করতে হবে না। ঘোড়া নিয়ে আয়, বাড়ী যাবো।

উল্টো। বা-রে, এর সঙ্গে দেখা করলে আর ফৌজদার মশায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে না?

শত্রুজিৎ। ফৌজদার!

শিবানী। আমার দাদা স্থন্দর রায়। [নত মুখে] আমার নাম শিবানী।

শত্রুজিৎ। তুই এদের চিনিস?

উল্টো। হ্যাঁ। একবার চল না লালবাবু।

শত্রুজিৎ। অন্য দিন যাবো। আজ তুই দেখা ক'রে আয়।

উল্টো। বেশ, তাই যাচ্ছি। তোমার ঘোড়া ওই পথের বাঁকে গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে। হ্যাঁ, যাবার সময় আবার ব'লে যাই লালবাবু, তুমি মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেও না। পূজো নিয়েছ, বর দিও।

[প্রস্থান।

শত্রুজিৎ। আগে প্রাসাদে চল্। তারপর ধাপ্পা দিয়ে আমাকে রাজমহলে শিকার করতে আনার মজা দেখাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যোগ]

শিবানী। আমাকে ক্ষমা করুন কুমার!

শত্রুজিৎ। তুমি অন্যায় করনি। তোমার ফুল নষ্ট ক'রে আমিই অন্যায় করেছি।

শিবানী। ফুল নষ্ট হয়নি কুমার। শিবপূজার ফুলে শিবপূজাই হয়েছে।

শত্রুজিৎ। শিব!

শিবানী। উল্টোর কথাটা উল্টো ব'লে উড়িয়ে দেবেন না কুমার।

শত্রুজিৎ। কোন্ কথাটা?

শিবানী। পূজো নিয়েছেন বর দিয়ে যান।

শত্রুজিৎ। আমি দেবতা নই।

শিবানী। কিন্তু দেবতা ভেবেই আমার ফুল আপনার পায়ে পড়েছে।

শত্রুজিৎ। কি চাও তুমি?

শিবানী। আতিথ্য।

শত্রুজিৎ। কিন্তু—

শিবানী। গরীবের ঘরে আপনার অসম্মান হবে না কুমার?

শত্রুজিৎ। না না, অসম্মানের কথা নয়। আমি ভাবছি পিতার কথা। উল্টোটা এত পাজি, হয়তো উল্টো পাল্টা ক'রে পিতাকে লাগিয়ে তিলকে তাল ক'রে দেবে। আজ আমি তোমার নিমন্ত্রণ রাখতে পারলুম না।

শিবানী। কথা দিয়ে যান আসবেন?

শত্রুজিৎ। আসবো:

শিবানী। আমার প্রণাম নিয়ে যান।

শত্রুজিৎ। আজ প্রণাম নিয়ে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি চ'লে যাচ্ছি শিবানি, এবার যেদিন আসবো সেদিন দেবো—

শিবানী। কি?

শক্রজিৎ। পথের মাঝে জোরে বল্‌লে কেউ শুনতে পাবে। কাছে এস, কানে কানে বলি।

শিবানী। [কাছে আসিয়া] বলুন কি দেবেন?

শক্রজিৎ। বর।

[প্রস্থান।

শিবানী। [আপন মনে বলিয়া উঠিল] একি স্বপ্ন না সত্য! [বৃক্ষশাখায় কোকিল কুহুস্বরে ডাকিয়া উঠিল] ওই যে কুহুস্বরে কোকিল বলছে স্বপ্ন নয়, সত্য।

গীত।

মনে মোর ফাগুন হাওয়ার রং ছড়ায়।
এ হৃদয় যতন ক'রে থরে থরে বাসর সাজায়॥
গানের বাঁশীতে,
মধুর হাসিতে,
প্রেমের মালা সাজায় ডালা মিলন আশায়।

কালীনাগ আসিল। তাহার মুখে সৌখিন চাপ দাড়ী।

কালীনাগ। চমৎকার।

শিবানী। [ফিরিয়া] কে?

কালীনাগ। বাঘ ভালুক নয়, মানুষ।

শিবানী। হ'লেও আসল নয়, নকল।

কালীনাগ। আমাকে চেনো?

শিবানী। হ্যাঁ। আপনি নবাবের সিপাহশালার। দুমাস আগে দিল্লী হতে এসেছেন। গতকাল জনাব আলির অন্ধ বাবার বুকের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে হত্যা করেছেন।

কালীনাগ। তার জন্য আমি দুঃখিত বা অনুতপ্ত নই। কারণ, ওসব জঞ্জাল যত কমে ততই ভাল।

শিবানী। দেশের শান্তিরক্ষার জন্য সম্রাট আপনাকে পাঠিয়েছেন না?

কালীনাগ। হ্যাঁ।

শিবানী। এই বুঝি আপনার শান্তিরক্ষা?

কালীনাগ। একজন অন্ধের মৃত্যুতে দেশের শান্তি নষ্ট হবে না ব'লেই আমার ধারণা।

শিবানী। ধন্যবাদ। পথ ছাড়ুন, আমি যাই।

কালীনাগ। তুমি চ'লে যাবে?

শিবানী। হ্যাঁ।

কালীনাগ। তোমার গান আমার খুব ভাল লেগেছে।

শিবানী। আপনার মুখে আমি তার প্রশংসা শুনতে চাই না।

কালীনাগ। কিন্তু আমি যে তোমাকে চাই সুন্দরি।

শিবানী। চাইলে গৃহস্থের মেয়েকে পাওয়া যায় না, যায় বারাঙ্গনাকে।

কালীনাগ। আমি বারাঙ্গনাকে চাই না সুন্দরি, তোমাকেই চাই।

শিবানী। কি বলবো, কুমার চ'লে গেছে। তা নইলে এর জবাব দিতুম।

কালীনাগ। জবাব! হা-হা-হা—

শিবানী। আপনি দুর্নীতিতে অর্থের প্রাচুর্য্য গ'ড়ে সম্মানের উচ্চাসনে ব'সে শক্তির চাবুক হাতে পেয়েছেন ব'লে দেশটাকে আপনার মত লম্পটের লীলাক্ষেত্র ভাববেন না। ভোগের সামগ্রী ভেবে মেয়েদের গায়ে হাত দেবার আগে একবার মনে করবেন, দেশে

মানুষ আছে। আর মানুষের রক্ষায়, পশুদের শাস্তিবিধানে বিচারকের হাতে আছে ন্যায়দণ্ড।

কালীনাগ। হ্যাঁ, তা আছে বটে, তবে সে আমার জন্যে নয়, তোমার মত গরীবদের জন্য। দেখ না শত অপরাধ ক'রেও টাকার জোরে ধনীরা আইনের শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে, আর নিরপরাধ গরীবরা পায় রাজদণ্ড।

শিবানী। আপনি রাস্তা থেকে সরবেন কিনা জানতে চাই।

কালীনাগ। আমি জানতে চাই তুমি আমার সঙ্গে যাবে কিনা?

শিবানী। না।

কালীনাগ। তাহ'লে জোর ক'রে নিয়ে যাবো।

শিবানী। লম্পট! পশু!

কালীনাগ। হা-হা-হা, ও বিশেষণে আমাকে বিচলিত করতে পারবে না সুন্দরি, সংকল্পে আমি অটল। নির্জ্জন পথে আমি তোমাকে—

[শিবানীর হাত ধরিতে উদ্যত হইলে শিবানী কালীনাগের হাতে কামড়াইয়া দিল]

শিবানী। সাবধান পশু!

কালীনাগ। উঃ!

শিবানী। প্রমাণ নাও লম্পট! দুর্ব্বলা নারী ভেবে যার মাথার মণিহরণে হাত বাড়িয়েছিলে, সে নারী নয়—নাগিনী!

[প্রস্থান।

কালীনাগ। [হাতের রক্ত মুছিয়া] দাম্ভিকা! কালীনাগ তোমার মত কত নাগিনীকে বাধ্য ক'রে তার প্রাণের পিপাসা মিটিয়েছে। আজ সে তোমার কাছে হার মানবে না। তার পশুশক্তির—

গীতকণ্ঠে শোকার্ত্ত জনাব আলি আসিল।

জনাব।—

গীত।

(এবার) হবে অবসান।
বিফলতায় প্রাণের জ্বালায় জ্বলবে দেহপ্রাণ।

কালীনাগ। স্তব্ধ হও জনাব আলি।

জনাব।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

স্তব্ধ মানুষ মুখর হবে কাঁপবে ধরণী,
ক্ষিপ্ত হ'য়ে নীরব আকাশ হানবে অশনি ;
হারিয়ে যাবে জয়ের মালা,
নীরব হবে পাপের ভাষা,
শক্তি লাগাম টানবে যেদিন আল্লা ভগবান।

কালীনাগ। সাবধান জনাব আলি! আমাকে মৃত্যুভয় দেখিও না। গৃহে ব'সে আল্লা ভগবানের কাছে অভিযোগ ক'রো। চোখের জলে পিতৃশোকানল নির্ব্বাণ ক'রে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিও। বিদ্রূপের ভাষায় আমাকে অপমান করতে এসো না।

জনাব। চিরদিন করবো। নবাবকে জানাবো আপনার নিষ্ঠুরতার কথা। দেশের ঘরে ঘরে প্রচার করবো আপনার চরিত্রের কুৎসিত ইতিহাস।

[প্রস্থান।

কালীনাগ। তোমারও কবরের ডাক এসেছে জনাব আলি।
[পিস্তল বাহির করিয়া গুলি করিবার উদ্যোগ]

সহসা সুন্দর আসিল।

সুন্দর। সিপাহ্‌শালার!

কালীনাগ। [পিস্তল যথাস্থানে রাখিয়া] সুন্দর!

সুন্দর। শোকার্ত্ত জনাবকে আপনি হত্যা করছেন সিপাহ্‌শালার?

কালীনাগ। জনাব আমাকে অপমান করেছে সুন্দর।

সুন্দর। পিতৃহন্তা জল্লাদকে কেউ কোনদিন সম্মান দেয় না সিপাহ্‌শালার।

কালীনাগ। কাকে জল্লাদ বলছো সুন্দর?

সুন্দর। একজন লম্পটকে।

কালীনাগ। আমি লম্পট! হা-হা-হা!

সুন্দর। হ্যাঁ। আমার ভগ্নীকে আপনি অপমান করেছেন।

কালীনাগ। তোমার ভগ্নী—

সুন্দর। শিবানী,—ফুল তুলতে এসেছিল, আপনি তাকে কুৎসিত ইঙ্গিত করেছেন।

কালীনাগ। ও, তুমি বুঝি তার কৈফিয়ৎ নিতে এসেছ?

সুন্দর। হ্যাঁ। আমি জানতে চাই—

কালীনাগ। থামো।

সুন্দর। অন্যায় ক'রে চোখ রাঙাবেন না সিপাহ্‌শালার।

কালীনাগ। নবাবের উর্দ্ধতন বিত্তশালী কর্ম্মচারীরা তোমার মত অধস্তন গরীব কর্ম্মচারীদের চিরদিন চোখ রাঙিয়ে পায়ের তলায় ফেলে রেখেছে সুন্দর। তাদের অন্যায়ের চাবুক গরীবরা মুখ বুজে সহ্য করেছে, তোমাকেও সহ্য করতে হবে। তোমাদের পাঁজর ভেঙে গড়তে হবে আমাদের সুখের ইমারৎ। অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে অপ-

মানের ব্যথা ভুলে প্রণামীসহ আমাদের পায়ে দিতে হবে সশ্রদ্ধ নমস্কার' [প্রস্থানোদ্যোগ]

সুন্দর। না।

কালীনাগ। অপমানে ভুলে যেও না সুন্দর, তুমি নগণ্য ফৌজদার, আর আমি মহামান্য সিপ'হশালার।

[প্রস্থান।

সুন্দর। তাইতো, কি করি? লম্পটের হাত থেকে কেমন ক'রে শিবানীকে রক্ষা করি। উল্টো বল্‌লে, কুমার শত্রুজিৎ-এর সঙ্গে আজ শিবানীর আলাপ হয়েছে। প্রথম আলাপেই দুজনে দুজনকে মনে মনে ভালবেসেছে। তবে কি চাকরি ছেড়ে শিবানীকে নিয়ে ফতেজঙ্গপুরে—না না, সেখানে যাবো না। মহারাজকে আমার পরিচয় দিতে পারবো না। সারা জীবন দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছি, আজ এই শয়তানের কাছে হার মানবো না। সত্যকে আশ্রয় ক'রে এগিয়ে যাবো জীবনের পথে। দেখবো, পথের মাঝে কি মেলে, ধ্বংস না প্রতিষ্ঠা?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদের বহির্ভাগ।

মহানাদ ও মুকুন্দরাম আসিল।

মুকুন্দরাম। ধ্বংসের পথে প্রতিষ্ঠা মেলে না মহানাদ। এখনও বলি—ফিরে এস।

মহানাদ। আমি জিজ্ঞাসা করি কাকা, আপনি আমার ন্যায্য পাওনা দেবেন কিনা?

মুকুন্দরাম। দেবো। তুমি আমার অগ্রজের বংশধর। রাজবংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান। তুমি সৎ হ'লে আমি তোমাকে রাজসিংহাসনে বসাবো।

মহানাদ। ওসব আপনার স্তোকবাক্য। মানে—কিছু না দেবার অজুহাত।

মুকুন্দরাম। মহানাদ!

মহানাদ। আপনি শঠ—প্রবঞ্চক।

মুকুন্দরাম। এতবড় কথাটা তুমি আমাকে বল্‌তে পারলে?

বৃদ্ধ তোরাব আসিল।

তোরাব। বলবে বইকি ছোটরাজা, বড়বাবু যে আজ লায়েক হয়েছে।

মুকুন্দরাম। তোরাব! লেঠেলদের শিক্ষা দিতে দিতে তুমি হঠাৎ এখানে এসে পড়লে?

তোরাব। বড়বাবুর নতুন কীর্ত্তির কথাটা তোমাকে বল্‌তে এসেছি রাজা।

মুকুন্দরাম। মহানাদ কি করেছে তোরাব?

তোরাব। কালাবাগ্দির সোমত্ত মেয়েটা কাল অবেলায় নদীতে জল আনতে গিয়েছিল, এমন সময় মদ খেয়ে বড়বাবু সেখানে গিয়ে টাকা দিয়ে তাকে বশ করতে—

মহানাদ। ওস্তাদের সব কথা মিথ্যে।

মুকুন্দরাম। থামো মহানাদ। তারপর তোরাব?

তোরাব। মেয়েটা খুব সেয়ানা। তাই প্রমাণের জন্যে ছল ক'রে টাকগুলো নিয়ে বড়বাবুকে কলা দেখিয়ে পালিয়ে এসে আমাকে সব কথা ব'লে টাকা দিয়ে গেছে। এই সেই টাকা। [একটি টাকার ছোট তহবিল দিল]

মুকুন্দরাম। একি শুনছি মহানাদ?

মহানাদ। যা শুনছেন তা সত্যি নয়।

তোরাব। বেশ, আমার কথা বিশ্বাস না কর, আমি মেয়েটাকে নিয়ে আসছি।

মুকুন্দরাম। থাক্ তোরাব। তোব কথা আমি অবিশ্বাস করিনি। তাকে আনবার প্রয়োজন হবে না।

স্থনয়না আসিল।

স্থনয়না। তাকে আমার প্রয়োজন আছে ওস্তাদবাবা।

তোরাব। তুমি তাহ'লে বড়বাবুর কীর্ত্তির কথা শুনেছ ছোটমা?

স্থনয়না। হ্যাঁ, তুমি তাকে এনো ওস্তাদবাবা, আমি পুরস্কার দেবো।

মুকুন্দরাম। রাণি!

সুনয়না। অশিক্ষিতা ময়না বুদ্ধির খেলায় এই লম্পটের হাত থেকে নিজের মান-মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে নারীজাতির মুখ উজ্জ্বল করেছে মহারাজ। তাই আমি তাকে পুরস্কৃত করবো, আর চরিত্রহীন পশুকে দণ্ড দেবে তুমি।

মহানাদ। দণ্ড! হা-হা-হা!

তোরাব। তুমি হাসছো বড়বাবু? হিন্দু-মুসলমান প্রজারা তোমার বাবাকে পীর আর দেবতা ব'লে ভক্তি করতো, আজ তার ছেলে হ'য়ে তুমি তাদের ঘেন্না কুড়ুচ্ছো? দুগ্‌গা প্রতিমার মত বৌকে ফেলে পরের বৌ-ঝির দিকে নজর দিয়ে নিজেব মান-ইজ্জৎ খোয়াচ্ছো কেন বড়বাবু?

মহানাদ। বেশ করেছি। আমার খেয়াল খুশীমত আমি চলবো, তুমি বলবার কে?

মুকুন্দরাম ও সুনয়না। মহানাদ!

তোরাব। আমি কেউ নয় বড়বাবু, তোমার জাতও নয়, জ্ঞাতও নয়। আমি মুসলমান, তোমাদের চাকর। জোয়ান বয়সে লাঠি আর তলোয়ারের জোরে সাতগাঁয়ের লেঠেলদের খুন ক'রে বে-দখলি নন্দিনীর চরটাকে দখলে এনেছিনু, তাই খুসী হ'য়ে কর্ত্তারাজা আমাকে তোমার বাপ ও কাকার যুদ্ধ শেখাবার রণসর্দ্দার ওস্তাদ করেছেন। আমি তোমাদের তিন পুরুষের লেঠেল বড়বাবু। তোমার বাবা-কাকা থেকে আরম্ভ ক'রে তোমাদের সবাইকে আমি বুকে ক'রে মানুষ করেছি। কাঁধে ক'রে পাঠশালায় দিয়ে এসেছি। দোষ করলে কানমলে দিয়েছি। আব্দার ভাঙতে ঘোড়া হ'য়ে পিঠে ক'রে ঘুরেছি, আবার জোয়ান হ'লে যুদ্ধ শিখিয়েছি। আজ তুমি খারাপ

হ'য়ে যাচ্ছো দেখে দুঃখ হ'লো, তাই দুটো ভাল কথা ব'লে ফেলেছি।

মহানাদ। চাকরের কাছে আমি ভাল কথা শুনতে চাই না।

মুকুন্দরাম। শুনতে হবে মহানাদ। তোমার পিতামহ যাকে আমাদের গুরুর আসন দান ক'রে গেছেন, যার স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসার কোলে রাজবংশধরেরা মানুষ হয়েছে, বংশানুক্রমে আমরা যার কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছি, সেই পরম হিতাকাঙ্ক্ষীকে অপমান করলে আমি তোমাকে কঠের দণ্ড দেবো।

তোরাব। না না, দণ্ড দিও না রাজা। বড়বাবু ছোটবেলায় কাঁধে চ'ড়ে আমার কত কান মলে দিয়েছে। পাঠশালা যাবার সময় জুতো পরাতে দেরী হ'লে আমার পিঠে কত কিল চড় মেরেছে। ছোটবেলার মত আজও আমি অপমান গায়ে মাখিনি রাজা। আমার একটুও দুঃখ হয়নি।

সুনয়না। রক্ত-মাংসের দেহে শোক দুঃখ অভিমান সবই আছে ওস্তাদবাবা। তুমি সহের হিমালয়, তাই মান-অপমান গায়ে মাখ না। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে তাই তুমি ভেঙে পড়নি।

তোরাব। সোরাবের কথা আর তুলো না ছোট মা। সে আমার ছেলে নয় শত্তুর, দুষমন। 'এমন সুখের বেহেস্তে বাস ক'রে সে বেটা মানুষ হ'লো না। মদ ভাং খেয়ে ডাকাতি ক'রে ধরা পড়লো। তোমাদের কয়েদ ভেঙে দেশত্যাগী হ'লো। দুঃখে বৌ বেটী গলায় দড়ি দিলে। ছেলের বৌ-এর শোকে সোরাবের মা পাগল হ'য়ে ম'রে গেল। সাড়ে ছ'গণ্ডা বছর বয়সে আমি রাজবাড়ীতে এসেছি। আজ সাড়ে বাইশ গণ্ডা বছর বয়েস হ'য়ে গেল। এতদিন কারও কথা ভাবিনি ছোট মা, শুধু তোমাদের কথাই ভেবেছি।

তোমার হাত ধ'রে বলছি বড়বাবু, আমার কবরের ডাক এসে গেছে। যে ক'টা দিন আছি, সেই ক'টা দিন যেন তোমাদের সবার মুখে আমি হাসি দেখতে পাই। তোমার জন্তে যেন রাজবাড়ীর সুখের বাতি নিভে যায় না।

[প্রস্থান।

মুকুন্দরাম। এই সর্ব্বত্যাগী নিষ্কাম সাধকের সাধনাকে তুমি ব্যর্থ ক'রো না মহানাদ।

ব্যস্তভাবে শান্তজিৎ আসিল।

শান্তজিৎ। মা! মা! শীগগির এস।

সুনয়না। কেন শান্ত?

শান্তজিৎ। বৌদি বিষ খেয়েছে।

সুনয়না ও মুকুন্দরাম। বৌমা বিষ খেয়েছে?

শান্তজিৎ। বৌদি মেঝেয় প'ড়ে বড্ড ছটফট্‌ করছে মা। মেজোদা বৌদির কাছে ব'সে আছে। বড়দা, তুমি যাও, বৌদি তোমাকে খুঁজছে।

মুকুন্দরাম: যাও মহানাদ!

মহানাদ। না।

সুনয়না। শান্ত, যাও বাবা, কবিরাজকে ডেকে আন।

শান্তজিৎ। যাচ্ছি মা। আমি এখুনি কবিরাজকে ডেকে আনছি।

শত্রুজিৎ আসিল।

শত্রুজিৎ। যেতে হবে না শান্ত, সব শেষ হ'য়ে গেছে।

সুনয়না ও মুকুন্দরাম। বৌমা নেই!

শান্তজিৎ ।—

গীত।

নাই গো সে নাই, ফুরাইল সব আশা।
হলিল মরণ দুখের জীবন নীরব হইল ভাষা।
বলিবার কথা বলা তো হ'লো না,
নিঠুর দেবতা দেখা তো দিল না,
অভিশাপে তাই সাধ মিটিল না, পুড়ে ছাই হবে বাসা।

[প্রস্থান।

মহানাদ। যাক্, আপনা হ'তেই বন্ধন ছিঁড়ে গেছে।

শত্রুজিৎ। কি বলছো দাদা? বিবাহের পবিত্র বন্ধন—

মহানাদ। ছিঁড়ে গেছে ব'লে আনন্দ করছি শত্রুজিৎ।

শত্রুজিৎ। তোমার জন্যই বৌদি মরেছে দাদা।

মহানাদ। আমি অস্বীকার করি না।

সুনয়না। তুমি একি করলে মহানাদ? অবহেলায় অনাদরে উপেক্ষায় বৌমাকে হত্যা ক'রে সুখের সংসারে তুমি দুঃখকে ডেকে আনলে? স্বেচ্ছাচারিতায় মহারাজের শুভ্র ললাটে কলঙ্কের কালী মাখিয়ে দিলে? ওস্তাদ বাবা, তোমার সাধনা পূর্ণ হ'লো না। মহানাদের নিষ্ঠুরতায় হাসির বীণা নীরব হ'য়ে সুখের রাজপ্রাসাদে উঠলো আজ কান্নার হাহাকার। [প্রস্থান।

শত্রুজিৎ। মরবার সময়, বৌদি তোমাকে দেখতে চেয়েছিল দাদা। তুমি গেলে না। কেঁদে কেঁদে বৌদি মারা গেল। শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে বৌদিকে একটিবার দেখবে চল দাদা। বিয়ে [illegible] সোনার বরণ কালি হয়নি, যন্ত্রণায় মুখের হাসি মিলিয়ে যায়নি, মৃত্যুতে চক্ষু দু'টীও মুদে যায়নি; একটিবার দেখবে চল দাদা।

মহানাদ। আমাকে বিরক্ত ক'রো না শত্রুজিৎ ; প্রাসাদে আমি যাবো না।

মুকুন্দরাম। তবে দূর হও। তুমি বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান ব'লে এতদিন আমি তোমার সমস্ত অন্যায় মুখ বুজে সহ্য ক'রে এসেছি। তোমার জন্য কত অপমান মাথা পেতে নিয়েছি, বহু ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করেছি। বৌমার মৃত্যু আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। আমার প্রাসাদ হ'তে বেরিয়ে যাও পশু। যতদিন না মানুষ হও ততদিন প্রাসাদে আর প্রবেশ ক'রো না।

[প্রস্থান।

মহানাদ। আমি পথের কুকুর নই কাকা।

শত্রুজিৎ। তারও অধম তুমি। লজ্জা ঘৃণা মান তোমার কিছু নেই।

মহানাদ। তুমিও আমাকে অপমান করছো শত্রুজিৎ ?

শত্রুজিৎ। অপমান নয়, ধিক্কার দিচ্ছি।

মহানাদ। তা তো দেবেই তুমি যে প্রবঞ্চকের পুত্র।

শত্রুজিৎ। রসনা সংযত কর দাদা।

মহানাদ। কেন, তোমার ভয়ে নাকি ?

শত্রুজিৎ। পুনরায় ও কথা বল্‌লে আমি তোমার জিভ কেটে টুকরো টুকরো ক'রে বিষ্ঠাকুণ্ডে ফেলে দেবো। পিতৃ-অপমানের প্রতিশোধে তোমার হৃদ্‌পিণ্ডটা—

মহানাদ। শত্রুজিৎ! [ছুরি বাহির করিয়া শত্রুজিৎকে হত্যায় উদ্যত]

শত্রুজিৎ। [ত্বরিতে মহানাদের হাত ধরিয়া বজ্রকণ্ঠে বলিল—] তোমার মত পশুর হাত থেকে বাঁচবার শক্তি আমার আছে। [ছুরি

কাড়িয়া লইল] এইবার তোমার ছুরিতে তোমাকেই ঘুম পাড়াতে পারি। কিন্তু তা করবো না। পিতা যাকে ক্ষমা করেছেন আমি, তাকে শাস্তি দেবো না। ছুরি নিয়ে বেরিয়ে যাও শয়তান।

[ছুরি ফেলিয়া দিল, মহানাদ কুড়াইয়া লইল]

মহানাদ। যাচ্ছি। কিন্তু আবার আমি আসবো শত্রুজিৎ। তবে তোমাদের কাছে করুণা ভিক্ষা করতে নয়, আসবো ধ্বংসের জাল বুনতে।

[প্রস্থান।

শত্রুজিৎ। তা'হ'লে মাকড়সার মত নিজের জালে নিজেই বন্দী হবে শয়তান, আমাদের ধ্বংস করতে পারবে না।

নেপথ্যে। চোর—চোর—

দ্রুতবেগে কালাম আসিল।

কালাম। আমি চোর নয়, সত্যি বলছি চোর নয়।

শত্রুজিৎ। কে তুমি ?

কালাম। দেখছ তো মানুষ।

শত্রুজিৎ। কোথা থেকে আসছো ?

কালাম। অনেক দূর থেকে।

শত্রুজিৎ। কি নাম তোমার ?

কালাম। বলবো না।

শত্রুজিৎ। আমি তোমাকে বন্দী করবো।

কালাম। সে শক্তি তোমার নেই।

শত্রুজিৎ। আছে কি না বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কালাম। খবরদার ! আমার গায়ে হাত দিও না।

শত্রুজিৎ। তুমিও পালিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রো না। [কালামের হাত ধরিতে উদ্যত]

বজ্রজিৎ আসিল।

বজ্রজিৎ। একে যেতে দাও শত্রুজিৎ।

শত্রুজিৎ। একে তুমি চেনো মেজোদা?

বজ্রজিৎ। হ্যাঁ।

শত্রুজিৎ। এর পরিচয় কি?

বজ্রজিৎ। তা জেনে তোমার কি হবে? হ্যাঁ, তুমি যেতে পারো।

শত্রুজিৎ। পিতাকে না জানিয়ে আমি একে যেতে দেবো না।

বজ্রজিৎ। পিতা এখন কামার হাটে। তাঁর আসবার সময় নেই। ...তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও।

কালাম। হ্যাঁ, কাজ যখন মিটে গেছে, তখন আর দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই। আসি কুমার, সেলাম।

[প্রস্থান।

শত্রুজিৎ। এর পরিচয় তুমি লুকুচ্ছো কেন মেজোদা?

বজ্রজিৎ। আমার ইচ্ছা।

শত্রুজিৎ। কাজটা কিন্তু ঠিক হ'চ্ছে না মেজোদা।

বজ্রজিৎ। কাজের কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক তা তুমি জান না শত্রুজিৎ। তুমি জান শুধু শিকার করতে। যাও—উণ্টোর সঙ্গে যুক্তি করগে, কোন্ জঙ্গলে গেলে ভাল শিকার পাবে। এসব নিয়ে মাথা ঘামিও না।

[প্রস্থান।
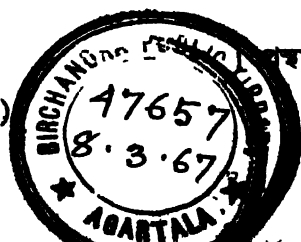
শক্রজিৎ। লোকটা কে? মেজোদা ওর পরিচয় গোপন করলে কেন? দুজনের উদ্দেশ্য কি?

শশব্যস্তে উল্টো আসিল।

উল্টো। লালবাবু,—

শক্রজিৎ। কাল বিকাল থেকে কোথা গেছলি?

উল্টো। রাণীমার কাছে ছুটি নিয়ে রাজমহলে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলুম।

শক্রজিৎ। তোর তিনকুলে তো কেউ নেই। নিমন্ত্রণ করলে কে?

উল্টো। দিদিমণি।

শক্রজিৎ। শিবানী?

উল্টো। হ্যাঁ। সেদিন অনেক ক'রে যেতে বলেছেল। তাই কাল গিয়েছিলুম। কিন্তু একটা খারাপ খবর শুনে এলুম।

শক্রজিৎ। খারাপ খবর?

উল্টো। হ্যাঁ। রাজমহলের নাগমশাই দিদিমণিকে অপমান করেছে।

শক্রজিৎ। কালীনাগ শিবানীকে অপমান করেছে!

উল্টো। অবশ্য দিদিমণিও তার শোধ নিয়েছে কিন্তু।

শক্রজিৎ। কি করেছে শিবানী?

উল্টো। নাগমশায়ের হাত কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে। রেগে নাগমশাই বলেছে, দিদিমণিকে কেড়ে নিয়ে যাবে।

শক্রজিৎ। তা পারবে না।

উল্টো। যাতে না পারে তুমি তার ব্যবস্থা কর লালবাবু। ওরা বড় গরীব। দুবেলা পেটভরে খেতে পায় না। তার উপর

নাগমশায়ের হুম্‌কি। ওরা ভয় পাবে। ওদের কেউ নেই লালবাবু। গরীবদের আজ তুমিই একমাত্র ভরসা। [প্রস্থানোদ্যোগ]

শত্রুজিৎ। একজন মুসলমানকে যেতে দেখলি?

উল্টো। হ্যাঁ, কালো মোষের মত রং। চোখদুটো গুলিখোরের মত লাল, আর ডাকাতের মত চেহারা তো?

শত্রুজিৎ। হ্যাঁ, ওকে চিনিস?

উল্টো। না। তবে রাজমহলে ওকে অনেকবার দেখেছি। বোধহয় নবাবের লোক।

[প্রস্থান।

শত্রুজিৎ। যেই হোক, পিতাকে মেজোদার কথা বলে আজই আমি রাজমহল যাবো। শিবানীর মুখে সব কথা শুনে কালীনাগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। সুন্দরের কাছে আগন্তুকের দেহের বর্ণনা ক'রে জেনে নেবো ও সত্যই নবাব-কর্ম্মচারী না কোন ছদ্মবেশী শয়তান।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

কথোপকথনরত সায়দ খাঁ ও দৌলত আসিল।

সায়দ। শয়তানে দুনিয়া ভ'রে গেছে দৌলত। কালীনাগের মত লক্ষ লক্ষ বিষধর ভুজঙ্গ স্বার্থের জন্য বিষ ঢালছে। ওদের বিষে দেশ সমাজ রাষ্ট্র বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে। ঘরে ঘরে চল্‌ছে স্বার্থের সংগ্রাম। লোভের অট্টহাসিতে মানবধর্ম্ম আজ শঙ্কিত। তোমার পিতা ক'জন শয়তানকে শাস্তি দেবে মা?

দৌলত। যার শয়তানি দেখবে তাকেই তুমি শাস্তি দেবে বাবা।

সায়দ। দণ্ডিত শয়তানে বাংলা আর দিল্লীর বন্দীশালা পূর্ণ হ'য়ে গেছে মা, তবুও দেশে শান্তি ফিরে এলো না।

দৌলত। আর কারাদণ্ড নয় বাবা, তুমি তাদের মৃত্যুদণ্ড দাও।

সায়দ। ওরে পাগলি, অপরাধ করলেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় না। সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে আইনের ধারা অনুসারে অপরাধীকে দণ্ড দিতে হয়। উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে অপরাধী মুক্তি পায়। নিয়মের শৃঙ্খলে বিচারকের হাত বদ্ধ মা।

দৌলত। তবে কি জনাব আলির পিতৃহন্তা শাস্তি পাবে না বাবা?

সায়দ। জনাব আর সিপাহশালারকে আমি ডেকেছি মা।

দৌলত। জনাব আলি এসেছে বাবা, বাইরে অপেক্ষা কর্‌ছে।

বাহিরে সুন্দর ডাকিতে ডাকিতে আসিতেছিল।

সুন্দর। জাঁহাপনা! জাঁহাপনা!

সায়দ। কে, সুন্দর?

সুন্দর। হ্যাঁ জাঁহাপনা!

সায়দ। দৌলত!

দৌলত। আমি পর্দ্দার আড়ালে যাচ্ছি যাবা।

[প্রস্থান।

সায়দ। এস সুন্দর।

সুন্দর আসিল।

সুন্দর। [কুর্ণিশ করিতে করিতে] আপনার চরণে আমি অভিযোগ জানাতে এসেছি জাঁহাপনা।

সায়দ। বল সুন্দর।

সুন্দর। সিপাহ্‌শালার আমার ভগ্নীকে অপমান করেছেন।

সায়দ। কালীনাগ নারীলোলুপ শয়তান!

সুন্দর। শিবানী পূজোর ফুল তুলে বাড়ী ফিরছিল; এমন সময় পথে সিপাহ্‌শালার তাকে কুৎসিত ইঙ্গিত করে।

সায়দ। তোমার অভিযোগ আমি গ্রহণ করলুম সুন্দর।

সুন্দর। শিবানীর মুখে সব কথা শুনে সিপাহ্‌শালারকে বলতে গেলে তিনি বললেন বিত্তশালী ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা গরীব অধস্তন কর্ম্মচারীদের কাছে যা চাইবে অকুণ্ঠচিত্তে তা অর্পণ করতে হবে। অন্যথায় দিতে হবে জীবন।

সায়দ। শয়তান।

সুন্দর। ভগ্নীর নারীত্ব আর নিজের জীবন রক্ষার জন্য আমি আপনার শরণাগত জাঁহাপনা। আমি গরীব, ভাগ্যহীন। অতি শৈশবে পিতামাতাকে হারিয়ে মামার আশ্রয়ে এসেছিলুম। কিন্তু কিছুদিন পরে আমার পিতৃসম্পত্তি গ্রাস ক'রে মামা আমাকে পথে নামিয়ে দিলে। ছোট বোনটির হাত ধ'রে রাজমহলে এসে জাঁহাপনার কাছে চাকরী আর জায়গা নিয়ে বহুকষ্টে একখানি মাত্র খড়ের ঘর তৈরী ক'রে দুঃখে দিন কাটাচ্ছি। আমাদের রক্ষা করবার কেউ নেই জাঁহাপনা।

সায়দ। আমি আছি সুন্দর, আমি তোমাদের রক্ষা করবো। নরহত্যা আর লাম্পট্যের অপরাধে কালীনাগকে আমি শাস্তি দেবো। খোদার নাম স্মরণ ক'বে পবিত্র কোরাণ স্পর্শে সম্রাটের সম্মুখে বাঙ্গালীর নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে আমি বাংলার মসনদে উপবেশন করেছি। কোনদিন কোন কারণে আমি তা ভুলে যাবো না। দুষ্টের দমনে চিরকাল উদ্যত থাকবে আমার শাসনদণ্ড।

কালীনাগ আসিয়া কুর্ণিশ করিল।

কালীনাগ। আমাকে স্মরণ করেছেন জাঁহাপনা?

সায়দ। হ্যাঁ, বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে ডেকেছি।

কালীনাগ। সুন্দর, বেতন নেবার জন্য আমি তোমাকে সংবাদ দিয়েছিলুম।

সুন্দর। সে সংবাদ পেয়েছি। আজই আমি বেতন নিতে যাবো।

কালীনাগ। রাজ্যের শুভাশুভের সংবাদ জাঁহাপনাকে বুঝি নিবেদন করছিলে?

সুন্দর। না, নিবেদন করছিলুম আপনার গুণের কাহিনী।

কালীনাগ। আমি—

সুন্দর। গুণাতীত মহাপুরুষ। [প্রস্থান।

কালীনাগ। হা-হা-হা, সুন্দর খুব রসিক জাঁহাপনা।

সায়দ। সিপাহশালার!

কালীনাগ। আদেশ করুন জাঁহাপনা।

সায়দ। আমি অভিযোগ পেয়েছি জনাব আলির অন্ধ পিতাকে আপনি হত্যা করেছেন।

কালীনাগ। এ অভিযোগ মিথ্যা জাঁহাপনা।

সায়দ। আপনার নিষ্ঠুরতার দর্শক আছে সিপাহশালার।

কালীনাগ। তাদের চোখ ভুল দেখেছে জাঁহাপনা।

সায়দ। জনাব আলির পিতার মৃত্যুসংবাদ ভুল?

কালীনাগ। মৃত্যুসংবাদ ভুল নয়, হত্যার সংবাদ ভুল। আমি দেখেছি জনাব আলির অন্ধ পিতা হোঁচট খেয়ে মাটীতে প'ড়ে মারা যায়। আমার অশ্ব তার মৃতদেহ ডিঙিয়ে চ'লে আসে।

সায়দ। প্রত্যক্ষদর্শীরা যদি সাক্ষ্য দেয় যে আপনার অশ্বের পদপিষ্ট হ'য়ে জনাব আলির পিতার মৃত্যু হয়েছে?

কালীনাগ। তাহ'লে আপনি আমাকে শাস্তি দেবেন জাঁহাপনা।

সায়দ। উত্তম। জনাব আলি, সাক্ষীদের নিয়ে তুমি দরবারে হাজির হও।

গীতকণ্ঠে জনাব আলি আসিল।

জনাব।— **গীত।**

সাক্ষী আমার আকাশ বাতাস আল্লা ভগবান।
এ দরবারে সাক্ষ্য তারা দেবে না মেহেরবান।

সায়দ। কেন, যারা পথের পাশে দাঁড়িয়ে তোমার পিতার শোচনীয় মৃত্যু দেখে অভিযোগ জানাতে বলেছিল, তারা?

জনাব।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

দীন বলি মোরে ফেলিয়া দূরে,
বাঁধিল যে বীণা মিথ্যার সুরে,
প্রতিটি মনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে পেয়েছি যে অপমান।

কালীনাগ। আজ ওকথা বলা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই জনাব আলি। জাঁহাপনা, আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ আনার জন্য জনাব আলির বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ জানাচ্ছি। আশা করি সুবিচার পাবো।

জনাব। আমাকে ক্ষমা করুন সিপাহশালার। [কালীনাগের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল]

কালীনাগ। ক্ষমা করবার আমি কে জনাব আলি?

জনাব। আপনার কাছে আমি অপরাধী। আপনি ক্ষমা করলেই জাঁহাপনার কাছে ক্ষমা পাব।

সায়দ। সিপাহশালার!

কালীনাগ। আদেশ করুন জাঁহাপনা।

সায়দ। জনাবকে আপনি মার্জ্জনা করুন।

কালীনাগ। জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য। যাও জনাব আলি।

জনাব। সেলাম জাঁহাপনা, সেলাম।

[প্রস্থান।

কালীনাগ। জাঁহাপনা, আপনার কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ, সামান্য কারণে আপনি বিচলিত হবেন না। মিথ্যা অভিযোগে

আমার উপর বিশ্বাস হারিয়ে সমর-শক্তিকে দুর্ব্বল করবেন না। বিপ্লবময় বাংলার বিপ্লবের বহ্নি নির্ব্বাণ ক'রে মোঘলের প্রভুত্ব চিরস্থায়ী রাখতে আপনি কঠোর হোন। আর আমি হই ভীষণ ভয়াল। বাংলার ভূঁইয়ারা প্রবল হ'য়ে উঠেছে। যে কোন মুহূর্ত্তে তারা অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন ক'রে স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। আপনার আদেশে বিদ্রোহী বাঙ্গালীদের ধ্বংস ক'রে মোঘল-সম্রাট আকবরের বিজয়-নিশান বাংলার অম্বরে চির-উড্ডীন রাখবে এই বাঙ্গালী সিপাহশালার কালীনাগ।

[প্রস্থান।

সায়দ। কালীনাগের বিষে বিদ্রোহী বাঙ্গালীরা ধ্বংস হবে, কিন্তু জনাব আলি আর সুন্দরের ন্যায় সরল সত্যবাদী মানুষের জীবন বিষাক্ত হ'য়ে উঠবে। তাইতো, কি করি?

দৌলত আসিল।

দৌলত। সম্রাটকে পত্র দাও বাবা।

সায়দ। পত্র দিল্লীতে পৌছবে না মা! জনাবের কথা শুনলি না? যারা অভিযোগ করতে বলেছিল আজ তারাই তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। সত্যের বীণায় এই মিথ্যার বেসুরো ঝঙ্কার কে তুলেছে জানিস মা? সে কালীনাগের অর্থ।

দৌলত। ঘুস!

সায়দ। হ্যাঁ, শুধু তারা ঘুসখোর নয় মা, কালীনাগও ঘুসখোর। কালনাগের মত শত সহস্র ঘুসখোর দেশের বুকে জন্মেছে মা। তাদের দুর্নীতি ঘুন পোকার মত রাষ্ট্রের বুক ঝাঁজরা ক'রে দিচ্ছে। তাদের সর্ব্বগ্রাসী লোভ ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছে রাজ্য-সরকারের কল্যাণকর পরি-

কল্পনা। দেশের বুকে ডেকে আনছে দুর্ভিক্ষ মহামারী আর অকালমৃত্যু। ওদের বিষ নজরে প'ড়ে জনাব আলি আর সুন্দরের মত কত মানুষ সর্ব্বহারা হ'য়ে যাচ্ছে। আইন তাদের বাঁচাতে পারছে না। প্রমাণ অভাবে বিচারকের হস্ত শিথিল হ'য়ে আসছে।

দৌলত। তাহ'লে সুন্দরের অভিযোগের বিচার হবে না বাবা? রক্ষক হ'য়ে অসহায় প্রজাদের তুমি রক্ষা করবে না?

সায়দ। রক্ষা করবো মা। প্রমাণ অভাবে কালীনাগকে আমি দণ্ড দিতে না পারলেও তার স্বেচ্ছাচারিতা আমি বন্ধ করবো। অর্থ আর শক্তির অহঙ্কারে মানুষকে সে আর দংশন করতে পারবে না।

[প্রস্থান।

দৌলত। দংশন করবে বাবা। প্রাসাদে ব'সে তুমি প্রহরীদের আদেশ দেবে আর কালীনাগ অর্থের জোরে প্রহরীদের বাধ্য ক'রে দংশনের বিষে সুন্দরের সৌন্দর্য্য কেড়ে নেবে। তোমার আদেশ সুন্দরকে রক্ষা করতে পারবে না, রক্ষা করবো আমি।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

কালীনাগের প্রাসাদ।

একটি পুতুলকে আঁচলে ঢাকিয়া বুকে করিয়া ধরণী আদর করিতেছিল।

ধরণী। আমি মা হয়েছি। ওগো, শুনছো?—খোকনের আমি মা হয়েছি। বন্ধ্যা ব'লে সকাল বেলায় তোমরা আমার মুখ দেখতে না, সাধু ফকিরেরা আমার হাতে ভিক্ষে নিতো না – জল গ্রহণ করতো না। আবার বিয়ে করবে ব'লে স্বামী ভয় দেখাতো। মনের দুঃখে আমি কত ঠাকুর-দেবতার পূজো দিয়েছি, পীরের দরগায় সিন্নি মেনেছি। সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে ওষুধ নিয়েছি। আমার বাপ মা নেই কিনা? তাই ভয় হয়—স্বামী বিয়ে করলে দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে হ'লে আমাকে আর ঘরে রাখবে না। ঠাকুর আমার দুঃখ বুঝেছেন। আমার কোলে দিয়েছেন সোনার চাঁদ। তোমরা বলনা গা, আমার খোকনের কি নাম রাখবো? কি বলছো? দুঃখহরণ? বাঃ বাঃ! বেশ মিষ্টি নাম। আমার দুঃখহরণ, আমার চিন্তাহরণ। [বার বার পুতুলের মুখে চুম্বন করিল]

কালীনাগ আসিল।

কালীনাগ। কাকে আদর কর্‌ছো ধরণি?

ধরণী। আমার দুঃখহরণকে।

কালীনাগ। দুঃখহরণ! হা-হা-হা।

ধরণী। তুমি হাসছো? অনেক সাধনায় আমি সোনার চাঁদ

কোলে পেয়েছি, কোথা তাকে কোলে নিয়ে আদর করবে, চুমু খাবে, রং-বেরং-এর খেলনা এনে দেবে, না হো-হো ক'রে হাসছো ? নাও—হাসি রেখে কালামকে বল—আমার দুঃখহরণের জন্যে রূপোর ঝিনুক বাটী মখমলের বিছানা আর সোনার কাজললাতা কিনে আনুক। ...একি, দাঁড়িয়ে আছ ? ও, দামী জিনিষ চেয়েছি ব'লে বুঝি ভাবছো ? ওঃ, তুমি আচ্ছা কৃপণ! তোমার ছেলে পেতলের বাটীতে দুধ খেলে পাঁচজনে নিন্দে করবে না বুঝি ? যাও না গো। তোমার তো অনেক টাকা আছে। এসব কিনতে আর কত খরচ হবে ?

কালীনাগ। যতই হোক কিনে দেবো।

ধরণী। সত্যি বলছো ?

কালীনাগ। হ্যাঁ। সোনা দিয়ে তোমার ছেলের গা মুড়ে দেবো। দুঃখহরণকে একবার দেখেই আমি কালামকে টাকা দেবো।

[কালীনাগ ধরণীর আঁচলে ঢাকা পুতুল লইয়া অট্টহাসি হাসিল।
ধরণী পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার
দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল]

কালীনাগ। দেখছি—আজ থেকে তুমি পুতুল নিয়ে পাগলামি আরম্ভ করেছ।

ধরণী। আমার পাগলামি ভেঙে দিও না স্বামি, পুতুল কেড়ে নিও না।

কালীনাগ। আমি পুতুল নিয়ে পাগলামি করতে দেবো না। [পুতুল ফেলিয়া দিল]

ধরণী। আমার হাসি, আনন্দ, প্রীতি ও ভালবাসা সব কেড়ে নিলে! আমি তবে কি নিয়ে বেঁচে থাকবো ?

কালীনাগ। দুঃখ।

ধরণী। সব কেড়ে নিয়ে আমাকে দুঃখ দিচ্ছো? বেশ, দুঃখকেই আমি বুকে তুলে নিলুম। আজ হ'তে দুঃখই আমার সন্তান।

কালীনাগ। আমার প্রাসাদে দুঃখের অশ্রুবর্ষণ করা চলবে না ধরণি।

ধরণী। না স্বামি, তোমাব সুখের প্রাসাদে আমি অশ্রু ফেলবো না। দুঃখ থাকবে আমার মনে।

সহসা সুন্দর আসিল।

সুন্দর। সিপাহ্‌শালার! একি, মা!

ধরণী। [সুন্দরের মুখে 'মা' ডাক শুনিয়া নিজের অজ্ঞাতেই বলিয়া ফেলিল] হ্যাঁ, মা!

সুন্দর। আমার মা নেই। তাই আপনাকে দেখেই আমি মা ব'লে ডেকেছি। আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন। আমাকে ক্ষমা করুন সিপাহ্‌শালার। আপনার অনুমতি না নিয়ে কক্ষে প্রবেশ ক'রে আমি অন্যায় করেছি। [গমনোদ্যোগ]

ধরণী। মা ব'লে ডেকে চ'লে যাচ্ছো বাবা?

সুন্দর। মা!

কালীনাগ। তুমি চ'লে গেলে ধরণী দুঃখ পাবে সুন্দর।

সুন্দর। সিপাহ্‌শালার!

কালীনাগ। তুমি ব'সো সুন্দর।

ধরণী। তোমার নাম সুন্দর?

সুন্দর। হ্যাঁ মা।

ধরণী। সত্যই তুমি সুন্দর।

কালীনাগ। শুধু রূপে নয় ধরণি, সুন্দর গুণেও সুন্দর। ওর

মত গুণবান ছেলে রাজমহলে আর নেই। তাই ওর মুখে মা ডাক শুনে তোমার মন আনন্দে ভ'রে উঠেছে।

ধরণী। সুন্দরকে ছেলে ব'লে ডাকবার অনুমতি দাও স্বামি।

কালীনাগ। স্নেহ-ভালবাসা অনুমতির অপেক্ষা করে না ধরণি।

ধরণী। তুমি চ'লে যেও না বাবা।

কালীনাগ। কাজ না শেষ ক'রে সুন্দর যাবে না ধরণি।

ধরণী। যেতে চাইলে তুমি ধ'রে রেখো, আমি আসছি।

[প্রস্থান।

কালীনাগ। [খাতা ও লেখনী লইয়া] স্বাক্ষর কর সুন্দর।

সুন্দর। [স্বাক্ষর করিল]

কালীনাগ। [খাতা রাখিয়া দিল]

সুন্দর। টাকা দিন সিপাহশালার।

কালীনাগ। টাকা নিয়েই তো তুমি স্বাক্ষর করেছ সুন্দর।

সুন্দর। সিপাহশালার!

কালীনাগ। হা-হা-হা।

সুন্দর। আমার বেতনের টাকা—

কালীনাগ। আমি নিয়ে তোমা ঘরে অনাহার ডেকে আনলুম।

সুন্দর। আমাদের অনাহারে হত্যা করবেন না সিপাহশালার। টাকা দিন।

কালীনাগ। না।

সুন্দর। আমার ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নেবেন না সিপাহশালার। দয়া করুন, টাকা দিন।

কালীনাগ। টাকা দেবো। বেতনের চেয়েও বেশী টাকা দেবো— যদি তুমি আমার প্রাসাদে আসবার জন্য তোমার ভগ্নীকে পত্র লেখো।

সুন্দর। শয়তান! [ক্রোধে নিজ তরবারি কোষমুক্ত করিল]

কালীনাগ। [অট্টহাস্যে কক্ষমধ্যে রক্ষিত কোষবদ্ধ তরবারি লইয়া বেগে কোষমুক্ত করিল] শয়তানের নাম শুনেছ সুন্দর, কিন্তু তাকে চোখে দেখনি। আজ দেখ তার ভয়াল মূর্ত্তি। [যুদ্ধ, সুন্দরের পরাজয়] উদ্ধত যুবক! শক্তি পরীক্ষায় জয়লাভ ক'রে সম্রাটের শুভেচ্ছাসহ যে বাংলার সিপাহশালার পদ পেয়েছে সেই কালীনাগকে হত্যা করবে তুমি?

সুন্দর। আমি ভুল করেছি সিপাহশালার।

কালীনাগ। এবার ভুলের সাজা গ্রহণ কর।

সুন্দর। সিপাহশালার!

কালীনাগ। তোমাকে হত্যা ক'রে বাঁচবার মত টাকা আমার আছে।

সুন্দর। আমাকে ক্ষমা ক'রে প্রাণ ভিক্ষা দিন সিপাহশালার।

কালীনাগ। তাহ'লে পত্র লেখো।

সুন্দর। না।

কালীনাগ। তবে জীবন দাও। [হত্যায় উদ্যত]

উদ্যত পিস্তলহস্তে মুসলমান যুবকের বেশে দৌলত আসিল।

দৌলত। সিপাহশালার!

কালীনাগ। কে তুই? [তরবারি নামাইল]

দৌলত। পরিচয় জানবার আগে জেনে রাখুন, নাগের মুখ থেকে যে আহার ছিনিয়ে নিতে পারে, তাকে হত্যা করবার শক্তি আপনার নেই। এস সুন্দর। [হাত ধরিল]

কালীনাগ। ছদ্মবেশি!

দৌলত। ছদ্মবেশী তরুণ আজ আপনার শয়তানি খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী সিপাহশালার। একটু সাবধানে খেলবেন। ভুল হ'লে এই পিস্তল আপনার সকল আশার সমাধি ক'রে দেবে। [সুন্দরের প্রতি] এস।

সুন্দর। একটু দাঁড়াও ভাই। শুনুন সিপাহশালার, স্নেহ-প্রীতির অভিনয়ে মুগ্ধ ক'রে বেতনের টাকা কেড়ে নিয়ে আজ আপনি আমার জীবনে যেমন হাহাকার তুললেন আমার অভিশাপে একদিন আপনার জীবনে উঠবে অনুশোচনার মর্ম্মভাঙা হাহাকার। শক্তি বুদ্ধি ও সম্মান সেদিন আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে না। প্রাণের জ্বালায় শয়তানের মুখোস খুলে অসুন্দরকে ভুলে এই সুন্দরের কাছে চাইতে হবে ক্ষমা। [গমনোদ্যোগ]

সহসা কালাম আসিয়া দৌলতের হাত হইতে
পিস্তল কাড়িয়া লইল।

কালীনাগ। সাবাস!

দৌলত। শয়তান!

কালীনাগ। পথের কাঁটা সরিয়ে দে কালাম।

পশ্চাতে বন্দুকহস্তে শত্রুজিৎ আসিল।

শত্রুজিৎ। হুঁসিয়ার শয়তান! গুলি করবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘোড়া টিপবো।

কালাম। হুজুর!

শত্রুজিৎ। রক্তলোলুপ শার্দ্দূল আজ শিকারীর জালে প'ড়ে মুক্তির পথ খুঁজছে। তোকে রক্ষা করবার শক্তি তার নেই। সুন্দর, ভুজঙ্গের

উদ্যত ফণা নত হ'য়ে গেছে, তুমি নির্ভয়ে গৃহে যাও। [ত্বরিতে দৌলত কালামের হাত হইতে পিস্তল ছিনাইয়া লইল]

সুন্দর। নাগের সম্মুখ হ'তে আপনিও চ'লে আসুন কুমার। ওর সর্ব্বাঙ্গে বিষ আছে। আপনাকে ও নিজে দংশন করতে অক্ষম হ'লেও দংশন করবে ওর কালছায়া। [দৌলত সহ প্রস্থান।

কালীনাগ। নাগের বিবরে প্রবেশ ক'রে পালিয়ে যাওয়া অত সহজ নয়।

শত্রুজিৎ। সহজ ব'লেই শক্তিবলে নাগের বিবরে প্রবেশ ক'রে নিতে চাইছি তার লাম্পট্যের কৈফিয়ৎ।

কালীনাগ। তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো যুবক।

শত্রুজিৎ। আপনার স্বেচ্ছাচার মানুষের সহ্যের সীমা ছাপিয়ে গেছে সিপাহশালার। তাই আমি আইনের সীমা লঙ্ঘন ক'রে আজ আপনার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। আপনি সুন্দরের ভগিনী শিবানীকে অপমান করেছেন কেন? তার কৈফিয়ৎ দিন।

কালীনাগ। কালীনাগ শত্রুকে কৈফিয়ৎ দেয় মুখে নয়, তার তরবারিতে।

শত্রুজিৎ। আমার বন্দুক আপনাকে মৃত্যুর কোলে ঘুম পাড়িয়ে সে কৈফিয়ৎ আদায় ক'রে নেবে।

কালাম: [ছুরি বাহির করিয়া] রাজকুমার! তোমার বেয়াদবি অনেক সহ্য করেছি। তবুও মিষ্টি কথায় বলছি ঘরে যাও। বন্দুক নিয়ে গোঁয়ার্ত্তুমি করলে আমার ছুরি তোমার গরম ঠাণ্ডা ক'রে দেবে। আমাকে তুমি চেন না।

শত্রুজিৎ। আগে চিনলে সেদিন ফতেজঙ্গপুরের রাজপ্রাসাদেই তোমার ছিন্নশির গড়িয়ে যেতো শয়তান।

কালীনাগ। আমার ভৃত্যের মাথা নেবার মত বীর ফতেজঙ্গপুরে নেই।

শত্রুজিৎ। আছে কিনা সুযোগ এলে তার পরীক্ষা দেবো।

কালীনাগ। সেই পরীক্ষা নিতে আজ আমি তোমাকে মুক্তি দিলুম যুবক। যাও—জীবনের সাধ আশা মিটিয়ে শির দেবার জন্য তৈরী হওগে।

শত্রুজিৎ। শত্রুজিৎ শির দেবে না, শির নেবে। [গমনোদ্যোগ]

কালীনাগ।. নাগের দংশনে তোমার নেবার স্বপ্ন ভেঙে যাবে যুবক। জাগরণের রূঢ় বাস্তবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে দেখতে পাবে জল্লাদের ভয়াল মূর্ত্তি, শুনতে পাবে বলিদানেব বাদ্য; তুমি হবে তার হিংসা-পূজার শেষ বলি।

শত্রুজিৎ। পাপের পূজো শেষ হবে না সিপাহশালার। পরের স্বপ্ন ভেঙে নিজের স্বপ্ন কোনদিন সত্য হবে না। নারীকে ভোগের সামগ্রী ভেবে অপমান করলে প্রকৃতি কখনই ক্ষমা কর্‌বে না। অর্থ শক্তি আর সম্মানের বলে নবাবের শাসনদণ্ডকে এড়িয়ে গেলেও শাস্তি হ'তে আপনি রেহাই পাবেন না। প্রকৃতির বিচারে নেমে আস্‌বে আপনার অপরাধের ন্যায়দণ্ড।

[প্রস্থান।

কালীনাগ। অপরাধের ন্যায়দণ্ড! হা-হা-হা!

কালাম। প্রকৃতি কি হুজুর?

কালীনাগ। সে তুই বুঝবি না। হ্যাঁ, মহানাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

কালাম। না। রাজার বড়ছেলের কানে বিষ মন্তর দিয়ে এসেছি।

কালীনাগ। অপমান আমি ভুলব না কালাম। কাঁটা দিয়ে আমি কাঁটা তুলবো। অপমানের প্রতিশোধে ধ্বংস করবো ফতেজঙ্গপুর-রাজবংশ।

মিষ্টান্ন হাতে ধরণী আসিল।

ধরণী। কাকে ধ্বংস কর্‌বে?

কালীনাগ। সুন্দরকে।

ধরণী। সুন্দরকে ধ্বংস করবে? [হস্ত হইতে পাত্র পড়িয়া গেল]

কালীনাগ। বড ব্যথা পেলে ধরণি, নয়? তোমার ধর্ম্ম ছেলেকে হত্যা করবো শুনে তোমার মাতৃত্ব কেঁদে উঠছে বুঝি? একি, তুমি কাঁদছো? [তাহার কণ্ঠের স্বর কঠোর]

ধরণী। ভুল হ'য়ে গেছে; আমাকে ক্ষমা কর স্বামি। তোমার প্রাসাদে আমার কাঁদবার অধিকার নেই, একথা আমি আর ভুলবো না। ধূপের মত পুড়ে আমি নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করবো। শত মরুর জ্বালা বুকে নিয়ে বেড়াবো, তবু চোখের জল ফেলবো না। তোমার কঠোর আদেশে আমি কান্না ভুলে যাবো স্বামি, শুধু ভুলতে পারবো না সুন্দরের প্রাণ জুড়োনো সেই মধুর মা ডাক।

[প্রস্থান।

কালীনাগ। ভুলতে হবে ধরণি, সুন্দর আমার শত্রু। কালাম,—

কালাম। হুজুর!

কালীনাগ। ধ্বংসের জাল বুনতে হবে।

কালাম। আগের কাজের দাম না পেলে অন্য কাজে হাত দেবো না। আগে রূপেয়া ছাড়ুন হুজুর।

কালীনাগ। বেয়াদবি করলে মরবি কালাম।

কালাম। হা-হা-হা, মরণকে আমি হজম ক'রে ফেলেছি হুজুর। তাই তোমার লাল চোখকে আমি গ্রাহ্য করি না। কেউটের ফণা দেখেও শিউরে উঠি না। বাঘের গর্জ্জনেও ফিরে তাকাই না। কালাম মানুষ নয়, শয়তান। টাকা ছাড়ুন হুজুর, হুকুম তামিল হবে। নইলে হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙে সে উধাও হ'য়ে যাবে।

কালীনাগ। কত টাকা চাস্?

কালাম। একশো।

কালীনাগ। [কোমর হইতে একটি টাকার তহবিল বাহির করিয়া দিল] এই নে। ও ঘরে আয়।

কালাম। দাঁড়ান হুজুর, আগে দেখি তবিলের টাকা আসল না নকল। [তবিলের মুখ খুলিয়া একটি টাকা বাহির করিল]

কালীনাগ। আমাকে অবিশ্বাস?

কালাম। বিশ্বাসঘাতককে শুধু আমি কেন, কেউ তাকে বিশ্বাস করে না। [টাকা আঙ্গুলে বাজাইল]

কালীনাগ। [বজ্রকণ্ঠে] কালাম!

কালাম। চেঁচাবেন না হুজুর, টাকার ধ্বনি শুনতে দিন। [শুনিয়া] না—আসলই দিয়েছেন। [তবিলের মুখ বাঁধিয়া কোমরে রাখিল]

কালীনাগ। গুণে নে।

কালাম। দরকার হবে না। কম দিয়ে আমাকে ঠকালে আপনিও ঠকবেন হুজুর। হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, সেখানেও দেখছি আর এখানেও দেখছি—আপনি হুজুরাইনকে কাঁদাচ্ছেন কেন?

কালীনাগ। উত্তর পাবি না।

কালাম। এর উত্তর না পাই দুঃখ নেই। তবে টাকা না

পেলে বেসুরো গাইবো হুজুর। কালাম ডাকাত। তোমার অন্ধকারের বন্ধু। আজ নসীবের জোরে আলোয় এসে উঁচু আসনে ব'সে টাকার গরমে তুমি তাকে গোলাম মনে ক'রো না। কালাম সেলাম দেয় তোমাকে নয়—তোমার টাকাকে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

[ক্রোধে কালীনাগ কোষবদ্ধ তরবারি স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে কালাম আসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে কোষ হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া অট্টহাসি হাসিয়া প্রস্থান করিল]

কালীনাগ। কৌশলে সুন্দরকে পরাজিত করেছি, কিন্তু কালামকে পরাজিত করতে পারলুম না। ওর কাছে আমি পরাজিত। গুপ্ত-ঘাতক নিয়োজিত ক'রে কালামকে—না না, তাহ'লে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। কালাম আমার অভীষ্ট পূরণের একমাত্র হাতিয়ার। অর্থ দিয়ে প্রতিহিংসা পূর্ণ ক'রে দুনিয়া হ'তে সরিয়ে দেবো আমার জীবন-পথের এই দুর্গন্ধ আবর্জ্জনা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সুন্দরের বাড়ী।

কলসীকক্ষে শিবানী গাহিতেছিল।

শিবানী।—

গীত।

গাগরী ভরণ ছলে নীল যমুনা জলে
বিরহিণী শ্রীমতী অভিসারে যায়।
মুরলী বলিছে রাধা এস ত্যজি কুলবাধা,
দাঁড়ায়ে পরাণ-বঁধু কদম্বতলায়।
বনফুল মালাখানি লুকায়ে আঁচলতলে,
মিলন পিয়াসে ধনি ঠমকি ঠমকি চলে,
কঙ্কণ বাজে করে নূপুর চরণ 'পরে
কণ্ঠেতে গজমতি মৃদু দুলে যায়।

বিষণ্ণ বদনে সুন্দর আসিল।

সুন্দর। শিবানি!

শিবানী। এস দাদা। [কলসী রাখিয়া] তুমি চ'লে যাবার পর কুমার শত্রুজিৎ এসেছিল। আমি তাকে তোমার কাছে যেতে বলেছি। তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল দাদা?

সুন্দর। হ্যাঁ।

শিবানী। কুমার যেচে নিমন্ত্রণ নিয়ে গেছে দাদা। সে এখুনি আসবে। কাল থেকে ঘরে কিছুই নেই। তুমি তাড়াতাড়ি দোকান-হাট ক'রে এনে দাও না দাদা! আমি নদী থেকে জলটা এনে উনুন জ্বেলে দিই। যাও দাদা, দাঁড়িও না। দেরী হ'লে কুমার এসে পড়বে। [সুন্দরের মুখে কথা সরিল না, নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল] একি, তুমি কাঁদছ কেন দাদা! কি হয়েছে?

সুন্দর। বেতন পাইনি শিবানি।

শিবানী। বেতন পাওনি!

সুন্দর। সিপাহ্‌শালার স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে টাকা দিলে না।

শিবানী। কি হবে দাদা?

সুন্দর। অনাহারে মর্‌তে হবে শিবানি।

শিবানী। তুমি নবাবের কাছে অভিযোগ কর দাদা।

সুন্দর। আমি স্বাক্ষর করেছি শিবানি। আমার অভিযোগ মিথ্যা ব'লে প্রমাণিত হবে।

শিবানী। তাহ'লে আমরা কি খেয়ে বাঁচবো দাদা?

সুন্দর। কালীনাগ আমাদের বাঁচতে দেবে না শিবানি!

শিবানী। কেন দেবে না? তুমি তার কাছে কি অপরাধ করেছ।

সুন্দর। তোকে তার হাতে তুলে দিইনি, এই আমার অপরাধ হয়েছে।

শিবানী। চল দাদা আমরা রাজমহল ছেড়ে ফতেজঙ্গপুরে চ'লে যাই।

সুন্দর। না শিবানি, সেখানে যেতে পারবো না।

শত্রুজিৎ আসিল।

শত্রুজিৎ। কেন পারবে না সুন্দর? ফতেজঙ্গপুর তোমার কাছে কি দোষ করেছে?

সুন্দর। সে কথা আমি আপনাকে বলতে পারবো না কুমার। শিবানি, কুমারকে বসতে আসন দিয়ে মায়ের হারটা এনে দে।

শিবানী। অভাবের জ্বালায় আজ তুমি মায়ের স্মৃতি বিক্রি করবে দাদা?

সুন্দর। এ ছাড়া আমাদের বাঁচবার আর কোন্ উপায় নেই শিবানি।

শিবানী। হারের টাকায় আমাদেব ক'দিন চল্‌বে দাদা?

সুন্দর। এক মাস তো চল্‌বে? এই এক মাসের মধ্যেই আমি ঘর বিক্রি ক'রে তোর বিয়ে দিয়ে রাজমহল ছেড়ে চ'লে যাবো।

শত্রুজিৎ। শিবানীর বিয়ের সম্বন্ধ বুঝি ঠিক হ'য়ে গেছে সুন্দর?

সুন্দর। না কুমার!

শত্রুজিৎ। তাহ'লে তুমি আমার পিতার কাছেই বিয়ের প্রস্তাব ক'রো সুন্দর।

সুন্দর। মহারাজ তো শিবানীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করবেন না কুমার।

শত্রুজিৎ। নিশ্চয়ই করবেন।

সুন্দর। আপনি জানেন না কুমার, আমরা—

শত্রুজিৎ। তোমরা কি সুন্দর?

সুন্দর। [কথাটা ঘুরাইয়া দিল] গরীব। কুমার অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে. শিবানি। বসবার আসন দিয়ে হারটা এনে দে।

শিবানী। আনছি দাদা।

শত্রুজিৎ। একটু দাঁড়াও শিবানি। সুন্দর, আমার একটা কথা রাখবে ভাই ?

সুন্দর। নিশ্চয়ই রাখবো।

শত্রুজিৎ। তোমার মায়ের স্মৃতি বিক্রি ক'রো না।

সুন্দর। তাহ'লে অতিথিকে যে শুকনো মুখে ফিরতে হবে।

শত্রুজিৎ। না সুন্দর, হাসিমুখে আশীর্ব্বাদ দিয়েই অতিথি গৃহে ফিরবে। আমার আংটিটা নাও সুন্দর, বিক্রি করে টাকা নিয়ে এস।

শিবানী। আমাদের জন্যে আপনি আংটি হারাবেন কুমার ?

শত্রুজিৎ। দুর্দ্দিনে উপকার ক'রে আমি তোমাদের বন্ধু হবো শিবানি।

সুন্দর। বন্ধু !

শত্রুজিৎ। বন্ধু না হ'লে তোমরা আমাকে আপন ক'রে কাছে টেনে নিতে পারবে না সুন্দর। রাজার ছেলে ব'লে চিরদিন দূরে রেখে আমাকে আপনি ব'লে অভিবাদন করবে।

সুন্দর। আর তোমাকে দূরে রাখবো না ভাই ! আজ হ'তে তুমি আমাদের বন্ধু। শিবানি, তোর বিয়ের জন্যে আর আমি চিন্তা করবো না। আমাকে দেখে মহারাজ ঘৃণায় মুখ ফেরালেও বন্ধু তোকে পায়ে ঠেলতে পারবে না। আংটী দাও বন্ধু, ভক্ত যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজো করে, আজ আমিও তেমনি তোমার অর্থে তোমারই সেবা নেবো।

শত্রুজিৎ। হীরের আংটি তুমি বিক্রি করতে পারবে না সুন্দর। তুমি ব'সো, আমি বিক্রি ক'রে টাকা আনছি। [গমনোদ্যোগ]

মুসলমান যুবকের বেশে দৌলত আসিল।

দৌলত। কি বিক্রি কর্‌তে যাচ্ছেন কুমার?

সুন্দর। আমাদের অনাহার থেকে বাঁচাতে বন্ধু আজ হীরের আংটি বিক্রি কর্‌ছে ভাই।

দৌলত। রাজকুমার তোমাদের সত্যিকারের বন্ধু ফৌজদার মশাই। তাই আংটি দিয়ে বিপদে সাহায্য করছেন। এমন বন্ধু সংসারে বিরল। তোমার বেতনের টাকা নাও ফৌজদার মশাই।

সুন্দর। বেতনের টাকা!

দৌলত। নবাব দিয়েছেন।

সুন্দর। নবাব দিয়েছেন! তুমি—

দৌলত। নবাবের বান্দা। তোমার কথা বল্‌তে নবাব টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

সুন্দর। দাও ভাই। [টাকা লইল] শিবানি, কালীনাগের তরবারি হ'তে এই বন্ধু আমার জীবন বাঁচিয়েছে।

দৌলত। আর আমাদের দু'জনের বিপন্ন জীবন রক্ষা করেছেন এই মহান্ রাজকুমার। [গমনোদ্যোগ]

শিবানী। তুমি চ'লে যাচ্ছো।

দৌলত। আমার দায়িত্ব শেষ ক'রে চ'লে যাচ্ছি।

শিবানী। আবার কবে আসবে?

দৌলত। রাজকুমারের সঙ্গে তোমার যেদিন বিয়ে হবে, সেদিন আবার আসবো।

[প্রস্থান।

সুন্দর। সেই আকাশকুসুম কল্পনা—

উল্টো আসিল।

উল্টো। সত্যি হবে ফৌজদার মশাই।

শত্রুজিৎ। উল্টো, তুই এখানে?

উল্টো। ময়ূর ছাড়া কি কার্ত্তিক থাকে নাকি?

শত্রুজিৎ। ফাজলামি করিসনি উল্টো।

উল্টো। এই দেখ, কথা বল্‌লেই বল্‌বে ফাজলামি। তুমিই বল তো রাঙ্গাদিদিমণি, আমি লালবাবুর বাহন কিনা?

শিবানী। হ্যাঁ।

শত্রুজিৎ। দুদিনেই শিবানীর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেলেছিস দেখছি।

উল্টো। তুমি পাতালে আর আমি পাতাবো না কেন? কি রাঙ্গাদিদিমণি? মুখ টিপে টিপে হাসছো যে? দেখলে তো সেদিন উল্টোর কথা উল্টো না হ'য়ে একেবারে সোজা হ'য়ে গেল।

শিবানী। কি সোজা হ'লো?

উল্টো। এই শত্রু হ'লো মিত্র, পর হ'লো আপন, আর শিকারী হ'লো বর।

শিবানী। তুমি দু-নম্বরের ফাজিল।

[প্রস্থান।

উল্টো। আমার নম্বর দেখছি বেড়েই চলেছে। লালবাবু দিলে এক নম্বর, তুমি দিলে দুনম্বর আর ফৌজদার মশাই, তুমি তিন নম্বর বসিয়ে দাও।

সুন্দর। হা-হা-হা, দুঃখে তুমি হাসিয়ে দিলে উল্টো। আমি তোমাকে ফাজিল বলবো না।

উল্টো। তবে কি বল্‌বে?

সুন্দর। রসিক।

উল্টো। শোন রাঙ্গাদিদিমণি, তোমরা আমাকে রসিক না ব'লে ফাজিল বলেছ, আজ আমি রাণীমাকে উল্টোপাল্টা ক'রে সব বলবো। যা শুনে রাণীমা রেগে গনগন করবে, আর মহারাজ শুনে—

শত্রুজিৎ। খুশী হ'য়ে তোকে পুরস্কার দেবে।

উল্টো। আর তোমরা দুজনে কি দেবে লালবাবু?

শত্রুজিৎ। যা চাইবি।

উল্টো। গাঁজাখোর শিবের মত চোখ বুজে বর দিও না লালবাবু, তাহ'লে আমি রাজ্য চেয়ে বসবো।

শত্রুজিৎ। আমার রাজ্য নেই উল্টো।

উল্টো। ও রাজ্য না থাক স্নেহরাজ্য তো আছে? কি বল ফৌজদার মশাই? হতভাগা উল্টো চিরদিন তোমাদের সেই স্নেহ-রাজ্যের প্রজা হ'য়ে থাকবে। খাজনা না দিলেও বাস্তু কোনদিন নিলেম হবে না। কি লালবাবু, অত গম্ভীর হ'য়ে কি ভাবছো?

শত্রুজিৎ। ভাবছি তোকে চাকর ভেবে ভুল করেছি।

উল্টো। ভুল ভেবো না লালবাবু। উল্টোকে চিরদিন পায়ে রেখো। চাকর ব'লে হুকুম ক'রো আর অন্যায় হ'লে চোখ রাঙ্গিয়ে শাসন ক'রো। [পদতলে বসিল]

শত্রুজিৎ। তোকে আর চোখ রাঙ্গাবো না উল্টো। [তুলিল]

উল্টো। তোমার চোখরাঙ্গানী না খেলে আমার পেটের ভাত হজম হবে না। যাক, তুমি এখুনি বাড়ী চল লালবাবু।

শত্রুজিৎ। কেন?

উল্টো। মহারাজ দিগ্‌নগর যাবে। তোমাকে খুঁজছে।

শত্রুজিৎ। পিতা দিগ্‌নগর যাবেন কেন?

উল্টো। সেখানে প্রজা আর গোমস্তার মধ্যে কি সব গোলমাল হয়েছে, তার মীমাংসা করতে। তুমি এখানে এসেছ কেউ জানে না।

শত্রুজিৎ। পিতা ডাকছেন সুন্দর, আমি আসি।

শিবানী আসিল।

শিবানী। এখুনি চ'লে যাবে কুমার?

শত্রুজিৎ। পিতার সঙ্গে দেখা ক'রেই আমি চ'লে আসবো শিবানি।

সুন্দর। দুর্দ্দিনে তুমিই আমাদের একমাত্র সহায় বন্ধু। আমি চাকরী করি। সব সময় কাছে থাকতে পারি না। কালীনাগের শ্যেনদৃষ্টি হ'তে শিবানীকে তুমি রক্ষা ক'রো ভাই।

শত্রুজিৎ। আমিও বহুদূরে থাকি সুন্দর। সব সময় কাছে থাকতে পারবো না। তাই আমি ঠিক করেছি নারীত্ব রক্ষার জন্য শিবানীকে আমার পিস্তলটা দেবো। দুঃখ ক'রো না শিবানি, আজ আমি কথা রাখতে পারলুম না। কাল এসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবো। সুন্দর, তোমার গোপন কথা কি আমি তা জানি না। তবে গরীব ব'লে ভয় ক'রো না। নির্ভয়ে আমার পিতার কাছে শিবানীর বিয়ের প্রস্তাব ক'রো। অপমান নিয়ে ফিরতে হবে না, সমর্থন পাবে।

[প্রস্থান।

উল্টো। দুঃখ পেলে রাঙ্গাদিদিমণি। উল্টো তোমাদের সব উল্টো পাল্টা ক'রে দিলে। শাপ দিও না রাঙ্গাদিদিমণি, হুকুমের চাকর ভেবে উল্টোকে তুমি ক্ষমা ক'রো।

[প্রস্থান।

[শিবানীর চোখ টলটল করিতেছিল]

সুন্দর। কাঁদিসনি শিবানি, কুমার আবার আস্‌বে। তুই জল নিয়ে আয়, আমি হাটে যাচ্ছি।

কালীনাগ আসিল।

কালীনাগ। সুন্দর!

সুন্দব। কে, বাড়ীতে আসুন। একি! সিপাহ্‌শালার—আপনি?

কালীনাগ। সে দিন আমার পরীক্ষা বুঝতে না পেরে তুমি রাগ ক'রে চ'ল এলে, তোমার ভগ্নীও রাগ করেছে। তাই আমি তোমাদের কাছে এলুম।

সুন্দর। আপনি আমাদের পরীক্ষা করছিলেন?

কালীনাগ। হ্যাঁ, অর্থের লোভ দেখিয়ে তোমার সততা, আর শক্তির অহংকার দেখতে তোমার ভগ্নীর ধর্ম্মের দৃঢ়তা পরীক্ষা করছিলুম। তোমবা দু'জনেই সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ।

শিবানী। না বুঝে আপনাকে আমি কত কটূক্তি করেছি।

সুন্দর। আমিও অপমান করেছি।

উভয়ে। আমাদের মার্জ্জনা করুন।

কালীনাগ। না না, সুন্দর, আমি বাগ করিনি। তোমাদের সততায় মুগ্ধ হয়েছি। এই নাও বেতনের টাকা।

সুন্দর। নবাব বান্দার হাত দিয়ে বেতন পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কালীনাগ। বান্দার হাত দিয়ে নবাব তোমার বেতন পাঠিয়ে দিয়েছেন! যাক, তবু তোমার বেতনের এই টাকা ধর সুন্দর। [টাকা দিল; সুন্দর গ্রহণ করিল] এতক্ষণে আমি নিশ্চিন্ত হলুম। আমার পরীক্ষা বুঝতে না পেরে তুমি নবাবের কাছে অভিযোগ করেছিলে;

তার জন্য নবাব আমাকে তলব করেছেন। হয়তো কালই আমার বিচারের দরবার বসবে। বিচারে কি হবে তা বলা যায় না, তাই তোমায় অনুরোধ করছি—

শিবানী। তুমি অভিযোগ তুলে নাও দাদা।

সুন্দর। নেবো শিবানি। আজই আমি নবাবের কাছে যাবো।

কালীনাগ। সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। আজ তো নবাবের সঙ্গে দেখা হবে না সুন্দর।

শিবানী। আপনি নবাবের সঙ্গে আমার দাদার সাক্ষাৎ করিয়ে দিন।

কালীনাগ। আচ্ছা, তুমি মসজিদের সামনে বৃক্ষতলে অপেক্ষা ক'রো সুন্দর। নবাব নমাজ শেষ ক'রে বেরুলেই তুমি সেলাম দিও। আর নবাবের সঙ্গে দেখা ক'রে তুমি আমার বাড়ীতে যেও। ধরণী তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। হ্যাঁ, [শিবানীকে বলিল] রাত্রে সুন্দর যদি ফিরতে না পারে, তাহ'লে তুমি যেন ভেবো না। সুন্দর ধরণীর ধর্ম্মছেলে।

[প্রস্থান।

শিবানী। ধরণী কে দাদা?

সুন্দর। কালীনাগের পত্নী। মাকে মনে পড়ে না শিবানি। মনে হয় সেই বুঝি আমাদের মা।

শিবানী। আমাদের মা ম'রে গেছে দাদা?

সুন্দর। হ্যাঁ, সেদিনের কথা আমি ভুলে যাইনি শিবানি। তখন আমার পাঁচ বছর বয়েস। সন্ধ্যা হ'তেই দুর্য্যোগ নামলো। সেই দুর্য্যোগের রাত্রে তোকে প্রসব ক'রেই মা মারা গেল, আর বাবা— না, থাক্।

শিবানী। তুমি বাবার কথা বলতে চাও না কেন দাদা? বল না বাবা কোথায় গেল?

সুন্দর। অন্য দিন বলবো। তুই রান্নার জোগাড় কর্, আমি আসছি।

[প্রস্থান।

শিবানী। বাবার কথা দাদা বলতে চায় না কেন? মা মারা গেল কিন্তু বাবার কি হ'লো আজও জানি না। দাদা ফিরে আসুক, আজ বাবার কথা না শুনে ছাড়ছি না। [সহসা মেঘ গর্জ্জন হইল] ওকি! মেঘ ডাকছে! তবে কি দুর্য্যোগ নামবে? যাই—তাড়াতাড়ি জল নিয়ে আসি।

[কলসী লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মসজিদ-সম্মুখ।

[পৃথিবীর বুকে দুর্য্যোগ নামিয়াছিল]

সায়দ খাঁ ও দৌলত আসিল।

সায়দ। এই ভীষণ দুর্য্যোগে তুই আর আসিসনি মা, হারেমে যা।

দৌলত। তোমাকে মসজিদে পৌছে না দিয়ে আমি হারেমে ফিরবো না বাবা। অত ক'রে বললুম দেহরক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে যাও, তা নিলে না।

সায়দ। পাগলি মেয়ে! খোদার নাম করতে মসজিদে আসবো তার জন্য দেহরক্ষী আনবো কেন? খোদার দেওয়া দেহ খোদাই রক্ষা করবেন।

দৌলত। তোমার মত অত বিশ্বাস আমার নেই বাবা।

সায়দ। খোদাকে বিশ্বাস কর মা।

দৌলত। বাবা, ঝড়-বৃষ্টিও ঝেঁপে এলো, তুমি মসজিদে যাও।

সায়দ। তুইও মসজিদে আয় মা। নমাজ শেষ ক'রে দুজনেই হারেমে যাবো।

[প্রস্থান।

দৌলত। তুমি যাও বাবা। আমি হারেমে যাচ্ছি। তোমার নমাজ শেষ হ'লে আমি আসবো।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে তিনবার আজান ধ্বনি উঠিল। কালবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া কালাম একবার মসজিদের দিকে আর একবার পথের দিকে চাহিতে চাহিতে আসিল। অদূরে সুন্দরকে আসিতে দেখিয়া পিস্তল বাহির করিয়া মসজিদের দিকে অগ্রসর হইল। পশ্চাৎ হইতে নিরস্ত্র সুন্দর আসিয়া কালামের হাত ধরিয়া ফেলিল।

সুন্দর। সাবধান ঘাতক!

[কালাম পর পর দুইবার গুলি করিয়া পিস্তল ছাড়িয়া দিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। গুলির শব্দে সায়দ খাঁ মসজিদ হইতে বাহিরে আসিল। সুন্দর হতভম্বের মত পিস্তলহস্তে দাঁড়াইয়া রহিল]

সায়দ। গুলি করে কে? [কাছে আসিয়া] একি সুন্দর! তুমি আমাকে হত্যা করতে এসেছ?

সুন্দর। জাঁহাপনা! [কম্পিতকণ্ঠে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পারিল না]

সায়দ। প্রহরি! প্রহরি!

কালীনাগ আসিল।

কালীনাগ। শীঘ্র এস প্রহরি। মসজিদের কাছে গুলির শব্দ হ'লো। একি! জাঁহাপনা, আপনার সম্মুখে পিস্তল হাতে সুন্দর দাঁড়িয়ে কেন?

সায়দ। সুন্দর আমাকে হত্যা করতে এসেছিল সিপাহশালার।

কালীনাগ। একি সত্য জাঁহাপনা? সরল সত্যবাদী ব'লে আপনি যার গুণগান করতেন, সেই সুন্দর—

সায়দ। আমাকে হত্যা করতে দুবার গুলি করেছিল সিপাহ্‌শালার। খোদার করুণায় সেই গুলি আমার বুকে বিদ্ধ না হ'য়ে মসজিদগাত্রে বিদ্ধ হয়েছে।

কালীনাগ। ছিঃ-ছিঃ! সুন্দর! জাঁহাপনার এতবড় বিশ্বাসের প্রতিদানে তুমি ওঁর বুকে আঘাত দিলে! শেষে মসনদের লোভে তুমিই সাজলে গুপ্তঘাতক!

সুন্দর। আপনি বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা—

সায়দ। আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। প্রহরীকে ডাকুন সিপাহ্‌শালার। বন্দী করুন গুপ্তঘাতককে।

দৌলত আসিল।

দৌলত। কাকে বন্দী করছ বাবা?

সায়দ। এই গুপ্তঘাতককে?

দৌলত। কে গুপ্তঘাতক?

কালীনাগ। এই যে পিস্তল হাতে নতমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দৌলত। আপনি গুপ্তঘাতক!

কালীনাগ। দুর্য্যোগের রাত্রে নিরালা মসজিদে সুন্দর জাঁহাপনাকে হত্যা করতে এসেছিল সাহাজাদি।

সায়দ। পিস্তল কেড়ে নিয়ে গুপ্তঘাতককে বন্দী করুন সিপাহ্‌শালার।

কালীনাগ। গুলির শব্দ শুনে রক্ষীরাও ছুটে এসেছে জাঁহাপনা। সৈয়দ আলি, শৃঙ্খল নিয়ে এস। [শৃঙ্খলহস্তে মুসলমান রক্ষী সৈয়দ আলি আসিল] ফৌজদারকে বন্দী কর।

দৌলত। দাঁড়াও রক্ষি! বাবা, হাতে পিস্তল দেখে গুপ্তঘাতক অপরাধে যাকে বন্দী করছো, তার কি কিছুই বলবার নেই?

সায়দ। না। ওই পিস্তলই তার অপরাধের একমাত্র প্রমাণ।

সুন্দর। আপনার পদস্পর্শ ক'রে বলছি জাঁহাপনা, আমি গুপ্তঘাতক নই। এ পিস্তল আমার নয়। আমি গুলি করিনি।

দৌলত। তবে কে গুলি করেছিল?

কালীনাগ। সুন্দরই গুলি করেছিল সাহাজাদি। রক্ষি!

[সৈয়দ আলি সুন্দরকে বন্দী করিল]

সায়দ। গুপ্তঘাতককে কারারক্ষীর হস্তে অর্পণ কর। আগামীকাল দরবারে ওর বিচার হবে। হারেমে আয় দৌলত। [প্রস্থানোদ্যোগ]

দৌলত। বাবা!

সায়দ। একি, তোর চোখে জল কেন দৌলত?

দৌলত। নির্দ্দোষের শাস্তি দেখে আমার মন কেঁদে উঠছে বাবা; তাই অশ্রু বাধা মানছে না।

কালীনাগ। ঘৃণ্য জল্লাদের প্রতি সাহাজাদীর অসীম করুণা।

দৌলত। ফৌজদার জল্লাদ নয় সিপাহশালার, সত্যিকারের মানুষ।

সায়দ। না, মানুষ নয়, ও মানুষের শত্রু—সমাজের কলঙ্ক—সৃষ্টির আবর্জ্জনা। এই দুর্গন্ধ আবর্জ্জনাকে আমি দুনিয়া হ'তে সরিয়ে দেবো দৌলত।

[প্রস্থান।

দৌলত। তাহ'লে সৃষ্টি কাঁদবে বাবা। মানুষ হাহাকার করবে। খোদা তোমাকে অভিশাপ দেবে। বিচারক হ'য়ে তুমি ভুল বিচার ক'রো না বাবা। শত্রু ভেবে বলি দিও না সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পদ মানুষকে।

[প্রস্থান।

কালীনাগ। সৈয়দ আলি! [অগ্রসর]

সুন্দর। আমাকে ক্ষমা করুন সিপাহ্‌শালার।

কালীনাগ। আমি ক্ষমা করবার কে সুন্দর?

সুন্দর। আপনিই আমার ধ্বংস-যজ্ঞের হোতা। আপনি চক্রান্তের যবনিকা সরিয়ে নিলেই সত্যের মহিমালোকে আমার অপরাধের কালী মুছে যাবে। মৃত্যুর শৃঙ্খল হ'তে আমি মুক্তি পাবো। আপনি আমার পিতৃতুল্য। চোখের জলে আপনার পদতলে আমি সকাতরে মিনতি জানাচ্ছি—আপনি পিতৃমাতৃহারা হতভাগ্য সুন্দরের জীবন রক্ষা করুন। [পদতলে আছড়াইয়া পড়িল]

কালীনাগ। তোমার ছদ্মবেশী বন্ধু আর ভাবী ভগ্নীপতি কুমার শত্রুজিৎকে ডাকো সুন্দর। জল্লাদের খড়্গ হ'তে তারাই তোমাকে রক্ষা করবে। রক্ষি! নিয়ে যাও।

[প্রস্থান।

[সৈয়দ আলি সুন্দরকে টানিল]

সুন্দর। [উঠিয়া] দয়া করলেন না সিপাহ্‌শালার? আমার জীবনভিক্ষা দিলেন না? বিনা দোষে আপনি আমাকে হত্যা করবেন? আমি ম'লে শিবানীকে কে দেখবে? কুমার বহু দূরে। পিশাচের উন্মত্ত লালসা হ'তে কে রক্ষা করবে তার নারীত্ব। যার কেউ নাই, তুমি তার আছ ভগবান! অসহায়া শিবানীকে তুমিই রক্ষা ক'রো প্রভু।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য ঃ

কালীনাগের প্রাসাদ।

ধরণী বলিতেছিল।

ধরণী। সন্ধ্যেবেলা দুর্য্যোগ আরম্ভ হয়েছে, এত রাত হ'লো, এখনও দুর্য্যোগ থামলো না। এই দুর্য্যোগে সুন্দর আসবে কেমন ক'রে? কালাম! কালাম!

হাঁপাইতে হাঁপাইতে কালাম আসিল।

কালাম। আমাকে ডাকছো হুজ্‌রাইন?

ধরণী। হ্যাঁ, দুর্য্যোগের মধ্যে কোথা গিয়েছিলি? ওকি! অত হাঁপাচ্ছিস কেন? কি হয়েছে?

কালাম। কিছু হয়নি হুজ্‌রাইন।

ধরণী। তুই না বল্‌লেও তোর মুখ বল্‌ছে কালাম।

কালাম। আমার মুখে—

ধরণী। পৈশাচিক ভাব ফুঠে উঠেছে।

কালাম। হা-হা-হা! কি যে বল হুজ্‌রাইন।

ধরণী। কাকে খুন ক'রে এলি কালাম?

কালাম। আমি খুনী নই হুজ্‌রাইন।

ধরণী। তুই যে কি, আমি তা জানি কালাম।

কালাম। আমি তোমাদের গোলাম হুজ্‌রাইন।

ধরণী। মিথ্যেকথা।

কালাম। বিশ্বাস কর হুজ্‌রাইন, আমি—

ধরণী। টাকার গোলাম।

কালাম। [অবাক বিস্ময়ে] হুজ্‌রাইন!

ধরণী। আমার বিয়ের পরদিন থেকে দেখে আসছি—তুই, তার পাপকাজের সহচর। টাকার লোভে তুই চুরি, জোচ্চুরি, খুন, রাহাজানি সব করিস। গৃহস্থের বৌ-ঝিকে লুঠ ক'রে এনে তার হাতে তুলে দিয়ে তুই বখশিস্‌ নিস। সংসারে যত মন্দ কাজ আছে, টাকা পেলে তুই সবই করতে পারিস, নয় কালাম?

কালাম। পারি হুজ্‌রাইন।

ধরণী। তুই মাঝে মাঝে বলিস, তোর কেউ নেই। এত টাকা তবে কার জন্যে জমাচ্ছিস?

কালাম। নিজের জন্যে হুজ্‌রাইন।

ধরণী। যখন মরবি, তখন বুঝি টাকা কোমরে বেঁধে নিয়ে যাবি কালাম?

কালাম। না হুজ্‌রাইন! সঙ্গে নিয়ে যাবো টাকা নয়—পাপ।

ধরণী। সব জেনে শুনে তবু তুই পাপকে ত্যাগ করতে পাচ্ছিস না?

কালাম। হকিম বদ্যিরা সব জেনে শুনেই মদের নেশায় মাতাল হয় হুজ্‌রাইন। পরিণামে দুঃখ পাবো জেনেও আমিও তাদের মত পাপের নেশা ছাড়তে পারি না। ওকথা থাক্‌। এখন ডাকছো কেন বল।

ধরণী। সে ব'লে গেল সুন্দরকে নেমতন্ন করেছে। কিন্তু এই দুর্যোগে সে আসবে কি ক'রে? তাই তোকে ডাকছিলুম—আলো নিয়ে তুই তাকে ডেকে আন্‌।

কালাম। যেতে হবে না হুজ্‌রাইন। হুজুর ফৌজদার মশাইকে সঙ্গে ক'রে আনবে।

ধরণী। তবে একটু এগিয়ে দেখ—সুন্দরকে নিয়ে সে আসছে কি না?

কালীনাগ আসিল।

কালীনাগ। সুন্দর আসবে না ধরণি।

ধরণী। কেন?

কালীনাগ। সে কারাগারে।

ধরণী। সুন্দর কারাগারে? কালাম,—

কালাম। হুজ্‌রাইন!

কালীনাগ। কালাম,—

কালাম। আমাকে আর কাজ বাত্‌লো না হুজুর। নেশার জন্যে আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। টাকাটা ঠিক ক'রে রাখো। [প্রস্থানোদ্যোগ]

কালীনাগ। এই নিয়ে যা। [একটি টাকার তহবিল ছুঁড়িয়া দিল, কালাম লুফিয়া লইল]

কালাম। সেলাম হুজুর, বহুত বহুত সেলাম।

[প্রস্থান।

কালীনাগ। গুপ্তঘাতকের অপরাধে সুন্দর বন্দী হয়েছে ধরণি।

ধরণী। তুমিই তাকে গুপ্তঘাতক সাজিয়েছ।

কালীনাগ। তুমি বুদ্ধিমতী।

ধরণী। বিনা দোষে কেন তাকে বন্দী করলে স্বামি?

কালীনাগ। কৈফিয়ৎ চেও না ধরণি।

ধরণী। কৈফিয়ৎ চাইনি, শুধু জিজ্ঞাসা করছি—বিনা দোষে সুন্দরের চরিত্রে কলঙ্ক দিলে কেন?

কালীনাগ। শিবানীর জন্যে।

ধরণী। শিবানীকে পাবে না।

কালীনাগ। কালীনাগের চাওয়া কোনদিন বৃথা হয়নি ধরণি, আজও হবে না।

ধরণী। পরনারী নিয়ে যদি জীবন কাটাবে, তবে আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন?

কালীনাগ। মনের খেয়ালে?

ধরণী। শক্তি আছে ব'লে মানুষের জীবন নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেলবে?

কালীনাগ। হ্যাঁ। আমি ধনী—নবাবের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, আমার খেয়াল-খুশীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার সাহস কারও নেই। ওকি! তোমার চোখ দুটো ছলছল করছে কেন? কাঁদছো নাকি? আমার আদেশ—

ধরণী। ভুলিনি স্বামি। যতদিন বেঁচে থাকবো, আমি ভুলে যাবো না—তোমার প্রাসাদে আমার কাঁদবার অধিকার নেই।

কালীনাগ। তাব কাঁদছো কেন?

ধরণী। সুন্দরের জন্য এত আয়োজন করলুম, সব ব্যর্থ হ'লো দেখে মন কেঁদে উঠছে; তাই অশ্রু বাধা মানে না।

কালীনাগ। সুন্দরকে ভুলে যাও ধরণি।

ধরণী। প্রতিহিংসা ভুলে সুন্দরকে তুমি আমার মত ছেলে ব'লে বুকে টেনে নাও স্বামি!

কালীনাগ। আমার পিতৃত্ব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে ধরণি। হিংসা আর লোভ হৃদয়কে করেছে নির্ম্মম পাষাণ। স্নেহ-প্রীতির অমিয়-ধারা তাকে দ্রব করতে পারবে না। শিবানীর জন্তে আজ আমি

উন্মাদ। সুন্দরকে হত্যা ক'রে আমি তাকে ছিনিয়ে নেবো। [গমনোদ্যোগ]

কালবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া উদ্যত পিস্তলহস্তে দৌলত আসিয়া বজ্রকণ্ঠে কহিল।

দৌলত। লম্পট—শয়তান!

কালীনাগ। [হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল] কে?

দৌলত। তোর মৃত্যু। [গুলি করিতে উদ্যত]

ধরণী। [ত্বরিতে কালীনাগের সম্মুখে যাইয়া] আমার স্বামীকে হত্যা ক'রো না।

দৌলত। আপনার স্বামী বেঁচে থাকলে সুন্দরের মত অনেক জীবন অকালে বিনষ্ট হবে। শিবানীর মত কত পবিত্র কুসুম-কলি ম্লান হ'য়ে ধূলায় ঝ'রে পড়বে। জনাব আলির মত কত সন্তান পিতৃহারা হবে। আপনার শয়তান স্বামী দেশের অনেক ক্ষতি করেছে, আজ আমার পিস্তলে শেষ হবে তার শয়তানির খেলা।

ধরণী। ক্ষমা কর। আমার স্বামীর জীবন ভিক্ষা দাও।

দৌলত। না। হত্যার অস্ত্র নিয়ে নিশীথের অন্ধকারে ছদ্মবেশে আমি ছুটে এসেছি আপনার স্বামীর জীবন নিতে। আপনি আমার সংকল্পে বাধা দেবেন না। আপনার স্বার্থ বলি দিয়ে আমি দেশ ও দশের স্বার্থ রক্ষা করবো। সরে দাঁড়ান। আমি গুলি করি।

ধরণী। বুক পেতেছি, গুলি কর। স্ত্রী হ'য়ে চোখের সামনে আমি স্বামীর মৃত্যু দেখতে পা'রবো না।

দৌলত। ধন্য আপনার পতিভক্তি! হে মহীয়সি, গ্রহণ করুন আমার সশ্রদ্ধ সেলাম। [প্রস্থানোদ্যোগ]

কালীনাগ। কে তুই ছদ্মবেশি?

দৌলত। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী। [প্রস্থান।

কালীনাগ। কালাম! কালাম! শত্রুকে বন্দী কর।

সুরাপানোন্মত্ত কালাম আসিল।

কালাম। শত্রু কোথায় হুজুর?

কালীনাগ। এইমাত্র পালিয়ে গেল।

কালাম। কেউ পালায়নি হুজুর। তুমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছো।

কালীনাগ। স্বপ্ন নয়, সত্য। কালবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে এক ছদ্মবেশী—

কালাম। সে ছদ্মবেশী নয় হুজুর, তোমার ঘুস খাওয়া নবাবের ফৌজ। রাতের অন্ধকারে কাল কাপড়ে নিজেকে ঢেকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

কালীনাগ। মদের নেশায় বিভোর তোর চোখ ভুল দেখেছে। সে ফৌজ নয়।

কালাম। তবে?

কালীনাগ। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সেই ছদ্মবেশী তরুণ। [গমনোদ্যোগ]

ধরণী। তুমি বাইরে যেও না।

কালীনাগ। শত্রুকে আমি ভয় করি না ধরণি। তুমি না থাকলেও শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার মত বুদ্ধি আমার ছিল।

[প্রস্থান।

ধরণী। ভুল বুঝেছ স্বামি। কুবুদ্ধি তোমাকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

কালাম। শাপ দিচ্ছ হুজ্‌রাইন?

ধরণী। হ্যাঁ, তোরা মর্‌। দেশের মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলুক—শিবানী রাহুমুক্ত হোক—জুড়িয়ে যাক আমার বুকের জ্বালা। আমি অভিশাপ দিচ্ছি কালাম, তোরা ধ্বংস হ।

[প্রস্থান।

কালাম। তোমার শাপ ফল্‌বে না হুজ্‌রাইন্। যতই কাঁদো, খোদা শুনেত পাবে না। খোদা নেই। ধর্ম্ম সত্য ওসব ধাপ্পা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সুন্দরের বাড়ী।

বন্দুকহস্তে শত্রুজিৎ আসিল।

শত্রুজিৎ। শিবানি! শিবানি!

শিবানী আসিল।

শিবানী। এস কুমার। একা দুয়ারে ব'সে তোমার আসার পথ চেয়ে আছি।

শত্রুজিৎ। কেন, সুন্দর কোথায় শিবানি?

শিবানী। কাল সন্ধ্যেবেলা নবাবের কাছে গেছে।

শত্রুজিৎ। হঠাৎ নবাবের কাছে?

শিবানী। কালীনাগের বিরুদ্ধে দাদার অভিযোগ তুলে নিতে।

শত্রুজিৎ। কেন?

শিবানী। কাল কালীনাগ নিজে এসে বেতন দিয়ে ব'লে গেছেন তিনি সেদিন আমাদের অপমান করেননি। মিথ্যার অভিনয়ে আমাদের ধর্ম্ম ও সততা পরীক্ষা করেছেন।

শত্রুজিৎ। কালীনাগের ওকথা মোটেই সত্য নয়।

শিবানী। তিনি দাদাকে নিমন্ত্রণ ক'রে গেছেন। তাই দাদা রাত্রে বাড়ী আসেনি। তুমি ব'সো কুমার।

শত্রুজিৎ। পিস্তলটা ধর শিবানি।

শিবানী। আর পিস্তলের প্রয়োজন নেই কুমার। কালীনাগ ফণা গুটিয়ে নিয়েছে।

শত্রুজিৎ। নিক্, তবু তুমি এটা কাছে রেখে দাও। এই গুলি-ভরা আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে থাকলে দস্যু শয়তান কিম্বা লম্পট তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

শিবানী। দাও কুমার। [পিস্তল লইল]

শত্রুজিৎ। তোমার গলায় হার দেখছি। এই কি তোমার মায়ের হার?

শিবানী। হ্যাঁ।

শত্রুজিৎ। [দেখিয়া] হারে নাম নেই, শুধু সই লেখা আছে কেন?

শিবানী। জানি না কুমার। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি মাকে হারিয়ে ফেলেছি। এতদিন দাদা যত্ন ক'রে রেখেছিল। কাল নিজে আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছে।

শত্রুজিৎ। মায়ের পুণ্য স্মৃতি বুকে নিয়ে মায়ের শোক ভুলে যাও শিবানি।

শিবানী। পিস্তল তো দিলে কুমার, কি ক'রে গুলি করতে হয়, শিখিয়ে দাও।

শক্রজিৎ। শক্ত ক'রে ধ'রে ঘোড়া টিপলেই গুলি হবে। এর মধ্যে ছ'টা গুলি আছে। পরপর ছ'বার গুলি করা যাবে। একটু সাবধানে রেখো।

শিবানী। [পিস্তল কোমরে গুঁজিয়া রাখিল] এবার আমার গুরুদক্ষিণা নাও কুমার। [কোমরে জড়ানো ফুলের মালা বাহির করিল]

শক্রজিৎ। ফুলের মালা!

শিবানী। তোমার জন্যে গেঁথেছি, পর।

শক্রজিৎ। আগে গান শোনাও। তারপর মালা পরবো।

শিবানী। শোনাবো। আগে মালা পর।

শক্রজিৎ। না, মালা পরার আগে—[শিবানীর হাত ধরিতে গেল]

[শিবানী সরিয়া গিয়া হাসিমুখে গাহিল]

শিবানী।—

গীত।

আজ নয় ওগো প্রিয়।
এখনও বাজেনি মিলন-বাঁশরী, দুয়ার খোলেনি হিয়া।
ধরায় আসিবে যবে ঋতুপতি,
ফুলে গান গেয়ে যাবে প্রজাপতি,
ত্যজিয়া সরম বরিব পিতম, সেদিন এ-মধু পিও।

শক্রজিৎ। না না, কোন কথা শুনবো না। আজ আমি— [হাত ধরিল]

শিবানী। আগে মালা পর।

শত্রুজিৎ। দাও।

[শিবানী শত্রুজিতের গলায় মালা দিতে উদ্যত হইল]

সহসা ঝড়ের মত উল্টো আসিল।

উল্টো। লালবাবু! লালবাবু! এঃ, আমি আচ্ছা বেতেলে।

[উল্টোর আগমনে শিবানী আর মালা দেওয়া হইল না]

শত্রুজিৎ। কি হ'লো উল্টো?

উল্টো। আমার জন্যে তোমাদের মিলনটা অসমাপ্ত র'য়ে গেল লালবাবু। ইচ্ছে হ'চ্ছে ঘুঁসি মেরে নিজের কপালটা ফাটিয়ে দিই।

শিবানী। তোমার কপাল কি অপরাধ করলে উল্টো?

উল্টো। কপালটাই তো সংসারের গণেশ উল্টে উল্টোর জীবনটা উল্টোপাল্টা ক'রে দিলে। জন্মালুম কায়েতের ঘরে, মানুষ হলুম গয়লা-বাড়ি। গয়লা-মামীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শ্মশানে ছাই ক'রে এলুম রাজবাড়ীতে। আসবার সঙ্গে সঙ্গে বড় রাজা ম'রে গেল। বড়বাবুর বদস্বভাবের দোষে বৌদিদিমণি বিষ খেয়ে ম'লো। সুযোগ বুঝে বড়বাবু ভিটে ছাড়লো। আজ নিজের ভাগ্যটাকে উল্টে নেবার জন্যে হঠাৎ আবির্ভাব হ'য়ে মেজবাবুর সঙ্গে কক্ষে ব'সে মদ খাচ্ছে, নর্তকীর নাচগান শুনছে, আর গুজগুজ ফুসফুস করছে।

শত্রুজিৎ। বড়দা ছোটদার সঙ্গে কিসের যুক্তি করছে?

উল্টো। জানি না। তাদের যুক্তিকে উল্টে দেবার জন্যে রাণী-মার হুকুমে আমি তোমাকে ডাকতে এসে সব গোলমাল ক'রে দিলুম। যাক্, যা হবার হ'য়ে গেছে। এখনি তুমি চল লালবাবু।

মদের বোতল কেড়ে নিয়ে নর্ত্তকীগুলোর ঘাড় ধ'রে বার ক'রে দেবে।

শত্রুজিৎ। ছোটদা মদ খাচ্ছে।

উল্টো। তাই শুনে রাণীমা কাঁদছে লালবাবু!

শত্রুজিৎ। মা কাঁদছে! যার কুবেরের মত ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রের মত স্বামী, কার্ত্তিকের মত ছয় পুত্র, সেই রাজরাণী মা আমার কাঁদছে! কেঁদো না মা, আমি তোমার চোখের জল মুছিয়ে দেবো। সুরাপাত্র কেড়ে নিয়ে ছোটদাকে ধ্বংসের পথ হ'তে ফিরিয়ে আনবো; আর সেই কুচক্রী শয়তান বড়দাকে বন্দী ক'রে ভেঙে দেবো তার রাজত্বের স্বপ্ন। [প্রস্থানোদ্যোগ]

শিবানী। কুমার!

শত্রুজিৎ। আজ তোমার মালা নেওয়া হ'লো শিবানি। আমার মা কাঁদছে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছি। পাপের নরক হতে ছোটদাকে ফিরিয়ে আনতে না পারলে ফতেজঙ্গপুরের কায়স্থ-কুলতিলক রাজা মুকুন্দরামের আদর্শ ম্লান হ'য়ে যাবে। গৃহশত্রুর চক্রান্ত ছিন্নভিন্ন ক'রে পিতাকে রাহুমুক্ত করতে না পারলে ব্যর্থ হবে আমার ঘর বাঁধবার মধুর স্বপ্ন। আজ মালা নেওয়া হ'লো না ব'লে দুঃখ ক'রো না শিবানি। পিতা দিগ্‌নগর হ'তে ফিরে এলেই আমি মাকে তোমার কথা বলবো। শুভদিনে আনন্দ উৎসবের মাঝে মায়ের আশীর্ব্বাদের সঙ্গে আমি নেবো তোমার বরমাল্য।

[প্রস্থান।

উল্টো। অপয়া উল্টোর উপর রাগ ক'রো না রাজাদিদিমণি! মালা গেঁথো, লালবাবু আবার আস্‌বে। আমি যাচ্ছি। লালবাবু ভীষণ রাগী। হাতে বন্দুক আছে। ছোটবাবু কথা না শুনলে

হয়তো ঘোড়া টিপে বস্‌বে। তুমি ভেবো না রাঙাদিদিমণি, তোমাদের অসমাপ্ত মিলন সমাপ্ত হবে।

[প্রস্থান।

শিবানী। মালা দেওয়া হ'লো না। কত কথা বলবার ছিল, বলা হ'লো না। কুমার চ'লে গেল। জানি না আবার কবে আস্‌বে। তাইতো, এত বেলা হ'য়ে গেল, দাদা এখনও ফিরে এলো না, কেন?

গীতকণ্ঠে জনাব আলি আসিল।

জনাব।—

গীত।

ফিরিবে না সে তো আর।
মরণের কোলে পড়ে বুঝি চলে জীবন-সূর্য্য তার।

শিবানী। দাদার কি হয়েছে জনাব দাদা?

জনাব।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কালনাগে তারে করেছে দংশন,
বিষানলে তার জ্বলিছে জীবন,
কারাগার-মাঝে অপরাধী-সাজে করিছে সে হাহাকার।

শিবানী। দাদা বন্দী!

জনাব। নবাবকে গুপ্তহত্যায় উদ্যত হওয়ার জন্যে তোমার দাদা বন্দী।

শিবানী। দাদা নবাবকে গুপ্তহত্যা কর্‌তে গিয়েছিলো?

জনাব। না, এ সেই কালীনাগের চক্রান্ত।

শিবানী। কালীনাগের চক্রান্ত!

জনাব। ফৌজদারকে গুপ্তঘাতক সাজিয়ে অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে কারাগারে পাঠিয়ে কালীনাগ তোমাকে ধ'রে নিয়ে যাবার জন্তে ফৌজ পাঠিয়েছে।

শিবানী। আমাকে ধরতে ফৌজ আসছে! কি হবে জনাব দাদা। মা-বাবা নেই, দাদা বন্দী, কে আমাকে রক্ষা করবে?

জনাব। রাজা মুকুন্দরাম।

শিবানী। জনাব দাদা,—

জনাব। ভাববার সময় নেই বোন। বাড়ী ছেড়ে তুমি পালিয়ে যাও ফতেজঙ্গপুরে।

[প্রস্থান।

শিবানী। ভগবান, বিপদকে জয় করবার শক্তি দাও ঠাকুর।

নেপথ্যে কালাম। এগিয়ে যাও সব, আওরাৎকে বন্দী কর।

শিবানী। ওই কালীনাগের ভৃত্য ফৌজ নিয়ে ছুটে আসছে। তাইতো, কি করি?

নেপথ্যে কালাম। যাও, বাড়ীতে প্রবেশ কর।

শিবানী। [পিস্তল বাহির করিয়া] আয় পশু। [গুলি করিল; নেপথ্যে মরণ-আর্ত্তনাদ] হা-হা-হা, মরেছে। একটা পশু রক্তাক্ত দেহে দুয়ারে প'ড়ে গেছে।

নেপথ্য কালাম। পিস্তল কেড়ে নাও ফৌজ।

শিবানী। আয় মোঘল-পশু। দেখে নে বাঙ্গালী নারীর শক্তি। [গুলি করিল। নেপথ্যে মরণ-আর্ত্তনাদ] মরেছে, দুটো পশু গুলিবিদ্ধ হ'য়ে দুয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাকী আছে সর্দ্দারটা। ওটাকেও— [গুলি করিল] পালিয়ে গেল। প্রাণের ভয়ে মোঘল-পশু পালিয়ে

গেল। হা-হা-হা। [সহসা নেপথ্যে গুলির শব্দ হইল] ওকি! গুলি করে কে? তবে কি মোঘল-ফৌজ আমার ঘরে ঢুকতে আসছে? না না, আমি ধরা দেবো না। কিছুতেই দেবো না।

[প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

প্রমোদকক্ষ ।

[কাষ্ঠের তেপায়ায় সুরাপাত্র ও পেয়ালা ছিল]

সশস্ত্র মহানাদ ও বজ্রজিৎ আসিল ।

মহানাদ। কাকা তোমাকে রাজ্য দেবে না বজ্রজিৎ। শত্রুজিৎকে সবার চেয়ে বেশী ভালবাসে; তাকেই সিংহাসন দেবে। তাই বলি তুমি শত্রুর মূলোচ্ছেদ কর। বজ্রমুষ্টিতে অস্ত্রধারণ ক'রে এগিয়ে যাও স্বার্থের পথে। ভয় নেই, তোমার সহায় সিপাহশালার কালীনাগ।

বজ্রজিৎ। তোমাদের ভরসাতেই স্বার্থপূরণে বজ্রজিৎ আজ বজ্রের তেজে জলে উঠেছে মহানাদ।

মহানাদ। আরও দ্বিগুণ তেজে জলে উঠো বজ্রজিৎ। কাকা আর শত্রুজিতের উদ্দেশ্যকে বানচাল ক'রে দাও।

বজ্রজিৎ। সিংহাসনের লোভেই আমি তোমার মন্ত্র গ্রহণ করেছি। রাজ্য চাই মহানাদ। রাজ্যের নেশা আমাকে পাগল ক'রে তুলেছে।

মহানাদ। সুরাপান কর বজ্রজিৎ, নর্ত্তকীদের নৃত্যগীত শোন।

[সুরাদান ও বজ্রজিতের পান]

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণ আসিল।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

পিয়ালা পিও হে বঁধু।
পিপাসা মেটাতে তুলে দেবো হাতে মোদের পরাণ-মধু।
এসেছে ফাগুন, ফোটে ফুলকলি,
মধু পানে বুকে ঢলে পড়ে অলি,
এ মধুর রাতে তোমাতে আমাতে বাসর জাগিব শুধু।

[প্রস্থান।

মহানাদ। সুন্দর! সুন্দর!

বজ্রজিৎ। মহানাদ, ওস্তাদ যদি আমাদের বাধ্য না হয়?

মহানাদ। তাহ'লে এখনি তাকে হত্যা করে তার লেঠেলদের নিয়ে রাজমহলের পথে শক্রজিৎ আর দিগ্‌নগরের পথে কাকাকে হত্যা করবো। তুমি সুবা পান কব। [মহানাদ সুরা দিল; বজ্রজিৎ পান করিল]

তোরাব আসিল।

তোরাব। মেজবাবু! একি! তুমি মদ খাচ্ছ মেজবাবু?

মহানাদ। মদ অখাদ্য নয় ওস্তাদ।

তোরাব। তুমি আবার এসেছ বড়বাবু?

মহানাদ। আমার প্রাসাদে আমি আসবো না—তুমিও কি তাই চাও ওস্তাদ?

তোরাব। না। আমি চাই তুমি মানুষ হ'য়ে তোমার বাপ কাকার মত হও।

বজ্রজিৎ। অনধিকার চর্চ্চা ক'রো না ওস্তাদ।

তোরাব। কত্তা রাজার হুকুমে আমি তিন পুরুষ ধ'রে তোমাদের ভালমন্দের চর্চ্চা ক'রে আসছি মেজবাবু। তুমি চোখ রাঙালে শুনবো না। যাক্, আমাকে কি জন্যে ডেকেছ তাই বল।

বজ্রজিৎ। তুমি আমাদের সাহায্য কর ওস্তাদ।

তোরাব। কিসের সাহায্য?

বজ্রজিৎ। রাজ্য অধিকারের।

তোরাব। তুমি কার রাজ্য অধিকার করতে চাও।

বজ্রজিৎ। পিতার।

তোরাব। মেজবাবু। [চীৎকার করিয়া উঠিল]

মহানাদ। কথায় রাজী হও ওস্তাদ, তোমার লাভ হবে।

তোরাব। চুপ্। তোমার মুখে যদি ফের ওকথা শুনি, তাহ'লে আমি তোমাকে বন্দী করবো।

বজ্রজিৎ। আর আমার প্রস্তাবে সম্মত না হ'লে আমি তোমাকে হত্যা করবো ওস্তাদ।

[মহানাদ ও বজ্রজিৎ এক সঙ্গে তরবারি কোষমুক্ত করিল]

তোরাব। কাজটা ভাল হ'চ্ছে না মেজবাবু।

বজ্রজিৎ। ভালমন্দ আমি বুঝবো। তুমি আমাদের কথায় রাজী হও।

তোরাব। না। জানের ভয়ে ধম্ম খুইয়ে তোরাব নেমকহারাম সাজবে না মেজবাবু।

মহানাদ। ধর্ম্ম, সত্য—ওসব বাজে ওস্তাদ। সত্য হ'লেও আমরা তা মানবো না।

তোরাব। তোমাদের মত আমি লেখাপড়া শিখিনি আর শাস্তরও

পড়িনি বড়বাবু; তাই ধর্মকে থুতুর মত ফেলে তোমাদের কথাকে সত্যি ব'লে মাথায় নিতে পাচ্ছি না।

মহানাদ। তাহ'লে মরতে হবে ওস্তাদ।

তোরাব। আমাকে মরার ভয় দেখিও না মেজবাবু। আমার কাছে অসি খেলা শিখলেও আমাকে তোমরা চেন না। [ত্বরিতে বজ্রজিতের হাত ধরিয়া] বুড়ো হ'লেও আমার এই লোহার মত শক্ত হাত দুটো তোমার মত দশটা জোয়ানকে ঘুম পাডাতে পারে।

বজ্রজিৎ। ওঃ, মহানাদ!

মহানাদ। এস বৃদ্ধ, তোমাকে হত্যা ক'রে সুরু করি আমরা স্বার্থের অভিযান। [হত্যায় উদ্যত]

তোরাব। [বামহাতে মহানাদের হাত ধরিল]

বন্দুকহস্তে শত্রুজিতের প্রবেশ।

শত্রুজিৎ। অভিযান ব্যর্থ হবে বড়দা।

মহানাদ। কে? শত্রুজিৎ?

শত্রুজিৎ। মৃত্যুকে স্মরণ কর শয়তান।

তোরাব। গুলি ক'রো না সেজবাবু। বন্দুক নামাও।

শত্রুজিৎ। না।

তোরাব। আমি এদের তববারি কেড়ে নিচ্ছি।

শত্রুজিৎ। না, তুমি হাত ছেড়ে দাও ওস্তাদ। শয়তানকে আমি—[গুলি করিতে উদ্যত]

সুনয়না আসিল।

সুনয়না। শত্রুজিৎ!

শত্রুজিৎ। মা! [বন্দুক নামাইল]

[তোরাব দুজনের হাত ছাড়িয়া দিল]

সুনয়না বন্দুক আমাকে দে।

শত্রুজিৎ। [বন্দুক মায়ের পদতলে রাখিয়া] এমন সময় তুমি কেন এলে মা?

সুনয়না। [বন্দুক লইয়া] তুই এসেছিস শুনেই আমি ছুটে আসছি।

শত্রুজিৎ। দাদারা ওস্তাদকে হত্যা করছিল মা।

সুনয়না। শৃগাল কখনও সিংহকে হত্যা করতে পারে না শত্রুজিৎ। ওস্তাদবাবা—

তোরাব। হুকুম কর ছোটমা।

সুনয়না। মহানাদ আর বজ্রজিৎকে বন্দী কর।

মহানাদ। সাবধান ওস্তাদ!

শত্রুজিৎ। বন্দুক দাও মা, আমি ওদের দম্ভের শাস্তি দিই।

বজ্রজিৎ। ছোট ভাই হ'য়ে তুমি আমাদের শাস্তি দেবে শত্রুজিৎ?

শত্রুজিৎ। তোমাদের পায়ে আমার ভক্তির পূজা দিয়েছি দাদা। শ্রদ্ধার প্রণাম দিয়ে প্রাণ ঢেলে করেছি তোমাদের সেবা। প্রীতির বীণায় নিশিদিন গেয়েছি তোমার জয়গান। বিনিময়ে চেয়েছি ভালবাসা আর আশীর্ব্বাদ। কিন্তু তোমরা আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে দিয়েছ অভিশাপ। স্নেহের প্রতিদানে দিয়েছ পদাঘাত। ভালবাসার বিনিময়ে করেছ আমার বলিদানের আয়োজন।

সুনয়না। একি সত্য?

তোরাব। সত্য ছোটমা। রাজা আর সেজবাবুকে খুন করে রাজা হবার জন্যে ঘুসের লোভ দেখিয়ে মেজবাবু আমাকে হাত

করতে চেয়েছিল। পাহাড়কে টলাতে না পেরে তলোয়ারও হাঁকিয়েছিল। সেজবাবু না এলে রাগের ঝোঁকে আমি হয়তো ওদের হাত দুটো গুঁড়িয়ে দিতুম। যাক্‌, খোদা রক্ষা করেছে। তুমি এসে পড়েছ। আমি এবার যাই ছোটমা। তুমি কিন্তু মেজবাবুকে আর বিশ্বাস করো না। মদ খেয়ে মেয়েমানুষ নিয়ে আমোদ ক'রে যে বংশের নাম ডোবায়, ছেলে হ'য়ে যে বাপকে খুন করবার যুক্তি আঁটে, তুমি তাকে ছেলে ব'লে আর আদর ক'রো না ছোটমা। ও ছেলে নয় অভিশাপ। [প্রস্থান।

[মহানাদ আড়চোখে বজ্রজিৎকে ইঙ্গিত করিল]

সুনয়না। বজ্রজিৎ! কুলাঙ্গার! মহানাদের সঙ্গে মিশে—

বজ্রজিৎ। আমি অন্যায় করেছিলাম।

শত্রুজিৎ। দাদা! [বজ্রজিতের নতি স্বীকার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল]

বজ্রজিৎ। ভাই!

শত্রুজিৎ। পুত্র হ'য়ে মায়ের মনে ব্যথা দিও না দাদা। মাকে ভুলে কু-সংসর্গে মিশে কু-আশা পূরণে আজ তোমার মনে জেগেছে জিঘাংসা। একবার মা মা ব'লে মায়ের পদতলে নিজেকে সমর্পণ কর দাদা! পিপাসা নিবৃত্তি হবে—লোভ দূরে যাবে—নয়নে ফুটবে জ্ঞানের আলো! সেই আলোয় দেখতে পাবে মায়ের অভয়া মূর্ত্তি। স্বর্গাদপি গরীয়সী মায়ের পূজায় পাবে তেত্রিশ কোটি দেবতার আশীর্ব্বাদ—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুবর্গ ফল—ষড়ৈশ্বর্য্য শালী শ্রীভগবানের অনন্ত করুণা। সার্থক হবে তোমার সন্তানজনম!

বজ্রজিৎ। মা, তোমার মনে ব্যথা দিয়ে আমি মহাপাপ করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর মা। [পদতলে বসিল]

সুনয়না। ক্ষমা করেছি বাবা।

বজ্রজিৎ। মায়ের ক্ষমা পেয়েছি—[ত্বরিতে উঠিয়া সুনয়নার বন্দুক কাড়িয়া লইয়া কহিল] এইবার এস শত্রুজিৎ।

সুনয়না। বজ্রজিৎ!

শত্রুজিৎ। দাদা!

বজ্রজিৎ ও মহানাদ। হা-হা-হা—

বজ্রজিৎ। মহানাদ, তুমি হত্যা কর মাকে; আর শত্রুজিৎ, তুমি সহ্য কর বজ্রের আঘাত।

সুনয়না। [শত্রুজিতের হাত ধরিয়া পিছনে সরাইয়া নিজে বুক পাতিয়া দিল] আমার বুকে বজ্র হান বজ্রজিৎ।

বজ্রজিৎ। রক্তনেশায় আমার অস্ত্র ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছে মা বলিকে ছেড়ে দাও।

দুইখানি তরবারি হস্তে উল্টো আসিয়া মহানাদ
ও বজ্রজিতের পৃষ্ঠে তরবারির অগ্রভাগ
স্পর্শ করাইয়া কহিল।

উল্টো। তুমিও বন্দুক ফেলে দাও মেজবাবু।

মহানাদ। উল্টো,—

উল্টো। উল্টো তোমাদের আশাকে উল্টে দিতে এসেছে মেজবাবু, বন্দুক ফেল।

বজ্রজিৎ। কী, তুই আমাদের—

উল্টো। হুকুমের চাকর হ'য়ে আজ আমি তোমাদের হুকুম করছি, তরবারি আর বন্দুক ফেলে দাও, নইলে আমার তরবারি বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে।

[নিরুপায় হইয়া উভয়ে বন্দুক ও তরবারি পরিত্যাগ করিল, শত্রুজিৎ বন্দুক আর তরবারি কুড়াইয়া লইল]

সুনয়না। উল্টো,—

উল্টো। রাণীমা, আপনাদের বাঁচাতে চাকর হ'য়ে মেজবাবুকে আমি হুকুম করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।

সুনয়না। উল্টো, আজ নিজের পরিচয় ভুলে সাহসে ভর ক'রে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রে তুই বীরের পরিচয় দিয়েছিস, আশীর্ব্বাদ করি, চিরদিন এমনি ভাবে তুই যেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারিস। [নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি] ওকি, তূর্য্যধ্বনি হয় কেন?

উল্টো। লালবাবু আর ওস্তাদের বিপদের কথা সৈন্যদের জানাবার জন্যে তূর্য্যবাদককে তূর্য্যধ্বনি করতে ব'লে লালবাবুর ঘর থেকে দুখানা তরবারি নিয়ে আমি ছুটে এসেছি রাণীমা। লালবাবু, শিকারের পোষাক খুলবে এস। আমি তোমার ঘরে যাচ্ছি। দেখো, যেন দেরী ক'রো না।

সুনয়না। উল্টো,—

উল্টো। মা!

সুনয়না। সৈন্য, রক্ষী, প্রহরী ও অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষকে আমার আদেশ জানাও বজ্রজিতকে কেউ যেন অস্ত্র না দেয়।

উল্টো। যাচ্ছি রাণীমা। তোমার হুকুম সবাইকে জানিয়ে বলবো বড়বাবু আর মেজবাবু আজ বিষহীন ঢোঁড়া।

[প্রস্থান।

বজ্রজিৎ। [বজ্রকণ্ঠে বলিল] উল্টো!

শত্রুজিৎ। পরাজিত হ'য়ে উল্টোকে চোখ রাঙাতে লজ্জা হ'চ্ছে না দাদা।

বজ্রজিৎ। লজ্জা মান ডালি দিয়ে মনুষ্যত্বের টুঁটি টিপে আজ আমি শয়তান সেজেছি শক্রজিৎ।

সুনয়না। দূর হ'য়ে যা কুলাঙ্গার। আমি তোর মুখ দর্শন করবো না।

বজ্রজিৎ। না কর দুঃখ নেই। তোমার অভিশাপে বজ্রজিৎ টলবে না। আমাকে ধূলায় ফেলে শক্রজিৎকে কোলে নিয়ে তুমি সুখী হও। হ্যাঁ, মনে রেখো শক্রজিৎ, আমার নাম বজ্র।

[প্রস্থান।

[মহানাদও যাইতে উদ্যত হইল]

সুনয়না। তুমি কোথা যাবে মহানাদ?

মহানাদ। যেখানে ছিলুম সেই নরকে। [প্রস্থানোদ্যত]

মূর্চ্ছিতা শিবানীকে লইয়া মুকুন্দরাম আসিল।

মুকুন্দরাম। রক্ষি, রাণীকে সংবাদ দে আমি এসেছি। একি! রাণী, শক্রজিৎ—তোমরা এখানে? মহানাদ বুঝি আবার উৎপাত আরম্ভ করেছে?

সুনয়না। মহানাদের কথা পরে শুনবে, আগে বল এ মেয়েটী কে?

মুকুন্দরাম। জানি না রাণি। [শোয়াইয়া দিল]

শক্রজিৎ। [চিনিতে পারিয়া] একি! শিবানী?

সুনয়না। তুই একে চিনিস শক্রজিৎ?

শক্রজিৎ। চিনি মা। একে আপনি কোথায় পেলেন পিতা?

মুকুন্দরাম। পথে। ওই যে চোখ মেলেছে।

শিবানী। কুমার—কুমার—

শত্রুজিৎ। আমি তোমার কাছে আছি শিবানি।

শিবানী। আমি কোথায়?

সুনয়না। ফতেজঙ্গপুর রাজপ্রাসাদে। ওঠ মা। [তুলিল]

শিবানী। আপনি কে?

শত্রুজিৎ। আমার মা। আর ইনি পিতা।

শিবানী। [যুক্তকরে প্রণাম করিল] মহারাজ, আমাকে বাঁচান।

মুকুন্দরাম। তোমার কি হয়েছে বল মা?

শিবানী। আমার নারীত্ব রক্ষায় আমি নবাবের দুজন ফৌজকে হত্যা করেছি।

শত্রুজিৎ। নবাবের ফৌজ?

শিবানী। আমাকে হরণ করতে এসেছিল। উল্টোর মুখে দুসংবাদ পেয়ে আমাকে পিস্তল দিয়ে তুমি চ'লে আসার পর জনাব দাদা সংবাদ দিল কালীনাগের চক্রান্তে দাদা বন্দী।

শত্রুজিৎ। সুন্দর বন্দী!

শিবানী।• জনাব দাদা আরও বল্লে আমাকে বন্দী করতে কালীনাগের ফৌজ ছুটে আসছে! ভয়ে আমি কাঁদতে লাগলুম।

শত্রুজিৎ। তারপর?

শিবানী। সে সাহস দিয়ে বল্লে, "তুমি ফতেজঙ্গপুরে পালিয়ে যাও। এমন সময় যমের মত তিনজন ফৌজ ছুটে এলো। পিস্তলের গুলিতে দুজনকে হত্যা করলাম। প্রাণভয়ে একজন ফৌজ পালিয়ে গেল। পাগলীর মত আমি ছুটে আসছিলুম, হাত থেকে পিস্তলটা কখন প'ড়ে গেছে। তারপর কি হয়েছে আমি জানি না।

মহানাদ। পথ হ'তে কাকা ধ্বংসের বহ্নিকে প্রাসাদে এনেছে।

শিবানী। আপনি কে?

মুকুন্দরাম। রাজবংশের কলঙ্ক।

মহানাদ। না, অভিশাপ।

সুনয়না। রাজ্যলোভে মহানাদ বজ্রজিতের সঙ্গে তোমার আর শত্রুজিতের হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল মহারাজ।

মুকুন্দরাম। তোমার এত স্পর্দ্ধা মহানাদ, আমারই প্রাসাদে এসে আমার হত্যার ছুরি শানাচ্ছিলে!

মহানাদ। হ্যাঁ, স্বেচ্ছায় আমার পাওনা মানে অর্দ্ধেক রাজত্ব আপনি দেননি। তাই বজ্রজিৎকে রাজ্যের লোভ দেখিয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলবার চেষ্টা করছিলুম।

মুকুন্দরাম। তুমি সৎ না হ'লে অর্দ্ধেক রাজত্ব তো দূরের কথা, একটা কাণা কড়িও দেবো না।

মহানাদ। তাহ'লে আপনাকেও আমি সুখে রাজত্ব করতে দেবো না কাকা। আর আমি আপনার শাসনের ভয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবো না। কুটমন্ত্রে বজ্রজিৎকে আমি আপনাদের স্নেহের কোল হ'তে ছিনিয়ে নিয়েছি। এইবার শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে আমার প্রতিশোধ পূর্ণ করবো। আমার হিংসার আগুনে আপনাকে নির্ব্বংশ ক'রে ছিনিয়ে নেবো আমার ন্যায্য অধিকার।

[প্রস্থান।

শত্রুজিৎ। আজ শত্রুজিৎ তোমার সব শত্রুতার শেষ করবে শয়তান। [গমনোদ্যোগ]

মুকুন্দরাম। মহানাদকে ক্ষমা কর শত্রুজিৎ।

শত্রুজিৎ। আপনার মত আমি দেবতা নই পিতা, আমি মানুষ। তাই শত্রুকে আমি ক্ষমা করতে পারবো না। আঘাতের বিনিময়ে দিতে পারবো না প্রীতির আলিঙ্গন। আমি নেবো আঘাতের

বিনিময়ে রক্ত, মাতৃ-অপমানের প্রতিশোধে শত্রুর হৃদপিণ্ড চাই।
[গমনোদ্যোগ]

শিবানী। কুমার!

শত্রুজিৎ। তুমি মায়ের কাছে থাকো শিবানি! মিথ্যা ভয়-ভাবনা মন হ'তে মুছে গেল। বিশ্বাস কর জনাব আলির আশ্বাসবাণীকে। নবাবী ফৌজকে হত্যা ক'রে তুমি অপরাধ করনি, ধর্ম্মরক্ষায় শত্রু নিধন ক'রে তুমি রেখেছ বঙ্গনারীর মর্য্যাদা। অত্যাচারী মোঘলের অন্যায় বিধান তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও আমার স্নেহময় পিতা দেবেন তোমায় অভয় আর আশীর্ব্বাদ।

[প্রস্থান।

মুকুন্দরাম। তোমার বাবার নাম কি মা?

শিবানী। গিরিশঙ্কর রায়।

মুকুন্দরাম। [বিস্ময়ে] গিরিশঙ্কর রায়!

সুনয়না। তোমার মায়ের নাম কি মা?

শিবানী। আমি মায়ের নাম জানি না রাণীমা। একি! আমার হার কোথায় গেল?

মুকুন্দরাম। তোমার গলায় হার ছিল?

শিবানী। হ্যাঁ, 'সই' চিহ্নিত আমার মায়ের কণ্ঠহার। দাদা কাল আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল।

সুনয়না। হারে 'সই' লেখা ছিল?

শিবানী। হ্যাঁ রাণীমা।

সুনয়না। ও হার তোমার মাকে আমিই দিয়েছিলুম।

শিবানী। আপনি দিয়েছিলেন!

সুনয়না। তোমার মা ছিল আমার সই। আমরা এক গ্রামের

মেয়ে। একই গ্রামে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। তোমার মায়ের ফুলশয্যার দিন সেই হার আমি উপহার দিয়েছিলুম।

মুকুন্দরাম। তুমি আমার দেওয়ান গিরিশঙ্করের মেয়ে।

শিবানী। আমার বাবা কোথায়?

মুকুন্দরাম। তোমার জন্মের দিন কোষাগারের প্রহরীকে খুন করে এক লক্ষ বাষট্টি হাজার মূল্যের সোনা চুরি ক'রে ফেরার হয়।

শিবানী। আমার বাবা ফেরারী আসামী!

মুকুন্দরাম। ফতেজঙ্গপুরের প্রজা যোগীন ঘোষের স্ত্রীর উপর ব্যভিচার করার অপরাধে আমি তাকে পদচ্যুত করি। যে দুর্যোগের রাত্রে প্রহরীকে খুন ক'রে তোমার বাবা সোনা নিয়ে পালিয়ে যায়, সেই রাত্রে তোমাকে প্রসব ক'রে তোমার মা মারা যায়। দুঃসংবাদ পেয়ে আমি তোমার মামাকে আনিয়ে তোমাকে আর তোমার দাদা খোকাকে তাঁর হাতে তুলে দিই।

শিবানী। মামা আমাদের সব কেড়ে নিয়েছে রাণীমা। শুধু কণ্ঠহার নিতে পারেনি। দাদা তাকে লুকিয়ে রেখেছিল।

সুনয়না। কণ্ঠহারের জন্য ভেবো না মা। তারচেয়ে বহুমূল্যের হার আমি তোমায় দেবো।

শিবানী। তবে দিন রাণীমা। হারের জন্যে আমার মন কাঁদছে।

সুনয়না। আমার শত্রুজিৎ তোমার কণ্ঠহার মা।

শিবানী। কুমার আমার কণ্ঠহার!

নেপথ্যে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

শিবানী। হাসছে কে?

সুনয়না।' কই; কেউ তো নয়। ও তোমার মনের ভ্রম। প্রাসাদে চল মা।

নেপথ্যে। তুমি খুনীর মেয়ে।

শিবানী। হ্যাঁ হাঁ, আমি খুনীর মেয়ে। আমি প্রাসাদে যাবো না। আমাকে আশ্রয় দিলে নবাবের রোষানলে হয়তো আপনার সৌভাগ্য পুড়ে যাবে। না না, আমার জন্য আপনার সর্ব্বনাশ হ'তে দেবো না। আমি রাজমহলে ফিরে যাবো। [গমনোদ্যোগ]

গীতকণ্ঠে জনাব আলি আসিল।

জনাব।—

গীত।

ফেলে আসা পথে জ্বলিছে আগুন, পথ নাই পথ নাই।
নাগের বিষেতে জ্বলিছে মোদের গৃহ, হ'লো পুড়ে ছাই।

শিবানী। আমাদের ঘর নেই জনাব দাদা। [কাঁদিতে লাগিল]

জনাব।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তোমারে খুঁজিছে নাগের নয়ন,
কামানলে তব নাশিতে ধরম,
যেও না সেথায়, জ্বলিবে জীবন, মিনতি করি গো তাই।

শিবানী। জনাব দাদা, আমার বাবা এই ফতেজঙ্গপুরের দেওয়ান গিরিশঙ্কর। খুন আর কোষাগার লুঠ ক'রে আমার বাবা ফেরার হয়েছে। আমি খুনীর মেয়ে, আমি সবার ঘৃণ্য হেয় অবজ্ঞেয়। হ'লো না, হ'লো না শিবানি, তোর রাজপ্রাসাদে সুখের ঘর বাঁধবার স্বপ্ন সত্য হ'লো না। নিয়তির অভিশাপে ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল।

হা-হা-হা! ওই যে রাজকুমারেরা আমার পরিচয় শুনে হাসছে। কুমার ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। রক্ষীরা থুৎকার দিচ্ছে। প্রজারা পাথর ছুঁড়ছে। ওগো, মেরো না তোমরা, আমাকে মেরো না। আমি প্রাসাদ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি। পিতৃ-পরিচয় না জেনে আমি কুমারকে ভালবেসেছিলুম। আর আমি ভালবাসবো না। আর আমি কুমারের গলায় মালা দিতে যাবো না। আমাকে তোমরা ক্ষমা কর—ক্ষমা কর।

[উন্মাদিনী সমা প্রস্থান।

সুনয়না। যেও না মা, ফিরে এস, ফিরে এস। শান্তজিৎ, শিবানী চ'লে যায়, ওকে ফিরিয়ে আন্ বাবা, ফিরিয়ে আন।

[প্রস্থান।

জনাব। সর্ব্বনাশ হ'লো মহারাজ। পিতৃ-পরিচয় শুনে শিবানী পাগল হ'য়ে গেল। নবাবের ফৌজরা চারিদিকে জাল পেতে আছে। ওকে পেলে তারা নাগের মুখে ফেলে দেবে।

মুকুন্দরাম। তুমি ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে এনে দাও জনাব আলি।

জনাব। যাচ্ছি মহারাজ। রাজমহলে প্রবেশ করবার আগেই যদি দেখা পাই, তাহ'লে যেমন ক'রে পারি আমি ওকে আপনার কাছে ফিরিয়ে আনবো। [সেলাম করিয়া প্রস্থান।

মুকুন্দরাম। দেওয়ান গিরিশঙ্কর, তোমারই জন্য এমন কুসুমকলি আজ বুঝি অকালে ঝরে যায়!

ব্যস্তভাবে শক্রজিৎ আসিল।

শক্রজিৎ। দাদারা রাজমহলের দিকে পালিয়ে গেল পিতা।

মুকুন্দরাম। যাক! তুমি এসেছ ভালই হয়েছে শত্রুজিৎ। শিবানী—

শত্রুজিৎ। মায়ের সঙ্গে প্রাসাদে গেছে পিতা?

মুকুন্দরাম। না, পিতৃ-পরিচয় শুনে পাগলের মত ছুটে গেছে।

শত্রুজিৎ। পিতৃ-পরিচয়! তার পিতার এমন কি পরিচয় আছে যা শুনে শিবানী পাগল হ'য়ে ছুটে গেল! বলুন পিতা, শিবানীর পিতা—

মুকুন্দরাম। খুনী ফেরারী গিরিশঙ্কর।

শত্রুজিৎ। ফেরারী গিরিশঙ্কর! শিবানী ফেরারী গিরিশঙ্করের মেয়ে, তার প্রমাণ কি?

মুকুন্দরাম। 'সই' লেখা তার মায়ের কণ্ঠহার।

শত্রুজিৎ। কণ্ঠহার!

মুকুন্দরাম। ওই হার তোমার মা তাকে উপহার দিয়েছিল। শত্রুজিৎ!

শত্রুজিৎ। বলুন পিতা।

মুকুন্দরাম। খুনীর মেয়েকে আমি গৃহলক্ষ্মীরূপে প্রাসাদে প্রতিষ্ঠা কর্‌বো।

শত্রুজিৎ। পিতা!

মুকুন্দরাম। শিবানীকে ফেরাও শত্রুজিৎ, তাকে বুঝিয়ে দাও জন্মের জন্য সে দায়ী নয়।

[প্রস্থান।

শত্রুজিৎ। জন্মের জন্য মানুষ দায়ী নয়—শিক্ষিত হ'য়েও শিবানী একথা বুঝলে না। পিতৃ-পরিচয় শুনেই পাগলের মত—না না, তাকে ফেরাতেই হবে। রাজমহলে গেলে কালীনাগের ফৌজ তাকে বন্দী

করবে। [প্রস্থানোদ্যত ; অলক্ষ্যে অট্টহাসি] ওকি! কার অট্ট-হাসি? শিবানীর দুঃখকে উপহাস ক'রে কে হাসছে? তবে কি বড়দা? না না, এ তো বড়দার হাসি নয়। এ নিয়তির ক্রূর হাসি। ওগো নিয়তি জননি, অট্টহাসি হেসো না। দৈব, অভিশাপ দিও না। দুর্ভাগ্য, দুঃখের বজ্র হেনে শিবানীকে হত্যা ক'রো না। তাকে বাঁচতে দাও—ফিরিয়ে দাও আমার শিবানীকে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কারাগার।

শৃঙ্খলিত সুন্দর।

সুন্দর। শেষ। জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার সব শেষ। কাল প্রভাতে জল্লাদের খড়্গে হবে আমার জীবনের অবসান। আমি চ'লে যাবো, কিন্তু শিবানীর কি হবে? পিতৃ-পরিচয় শুনে মহারাজ যদি তাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ না করেন, তাহ'লে—না, না, শত্রুজিৎকে না পেয়ে শিবানী বাঁচতে পারবে না। দুঃখে শোকে কেঁদে কেঁদে ম'রে যাবে। ভগবান! আমার কান্নায় তোমার পাষাণ প্রাণ দ্রব হ'লো না; দুঃখিনী শিবানীর দুঃখ তুমি দূর কর দয়াময়। [কাঁদিতে লাগিল]

মুসলমান যুবকের বেশে দৌলত আসিল।

দৌলত। সুন্দর!

সুন্দর। কে? একি! বন্ধু! তুমি কারাগারে কি ক'রে এলে?

দৌলত। এই পাঞ্জার সাহায্যে। [পাঞ্জা দেখাইল]

সুন্দর। নবাবের পাঞ্জা—

দৌলত। আমি চুরি করেছি।

সুন্দর। আমার জন্যে কেন চুরি করলে বন্ধু?

দৌলত। আমি তোমাকে ভালবাসি সুন্দর। তাই কৌশলে

নবাবের পাঞ্জা চুরি ক'রে তোমাকে মুক্ত করতে এসেছি। [শৃঙ্খল খুলিয়া দিল]

সুন্দর। তোমার জীবনের বিনিময়ে আমি মুক্তি চাই না বন্ধু।

দৌলত। আমার চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রো না সুন্দর। রাত্রি এখন দ্বিপ্রহর। প্রভাতেই জল্লাদ তোমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবে। তুমি পালাও।

সুন্দর। কোথা যাবো বন্ধু? নবাবের রোষানল হ'তে কে আমাকে রক্ষা করবে?

দৌলত। রাজা মুকুন্দরাম। শুনেছি মোঘলশত্রু নবাব কতলু খাঁর হাত হ'তে ফতেয়াবাদের পাঠান প্রজা মোরদ খাঁর পুত্রদের তিনি রক্ষা করেছিলেন। তার মানবপ্রীতি ও রাজভক্তিতে সন্তুষ্ট হ'য়ে রাজা তোডরমল তাঁকে রাজা উপাধি দান করেন। তুমি তাঁর কাছে যাও সুন্দর।

সুন্দর। যাবার সময় একবার বুকে এস বন্ধু। [আলিঙ্গন করিল] কে তুমি?

দৌলত। আমি তোমার বন্ধু।

সুন্দর। না না, তুমি পুরুষ নও। সত্যি বল তুমি কে?

দৌলত। [ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিল]

সুন্দর। সাহাজাদী! [অভিবাদন করিতে গেল]

দৌলত। [হাত ধরিয়া] কাকে অভিবাদন করছো সুন্দর?

সুন্দর। সাহাজাদীকে।

দৌলত। আমার নাম ধ'রে ডাক সুন্দর। লক্ষীটি, একবার নাম ধ'রে ডাক। ডাকবে না? মুসলমান ব'লে আমাকে ঘৃণা হ'চ্ছে বুঝি? বেশ, তাহ'লে ডেকো না।

সুন্দর। দৌলত!

দৌলত। প্রিয়তম।

সুন্দর। কিন্তু দৌলত,—

দৌলত। বল্‌বে—তুমি হিন্দু, আমি মুসলমান। আমি নবাবকন্যা আর তুমি নগণ্য ফৌজদার, এই তো? তোমার আমার মিলন হবে না জেনেই আমি তোমাকে ভালবেসেছি সুন্দর। তোমাকে মুক্তি দিয়ে আমি মরতে চাই।

সুন্দর। তোমার মরা হবে না দৌলত। আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না। মর্‌তে হয় দুজনেই মরবো।

দৌলত। তুমি ম'লে শিবানীর কি হবে সুন্দর?

সুন্দর। শিবানী। আমার কত আদরের ছোট বোন শিবানী। আমি তাকে বুকে ক'রে মানুষ করেছি, তাকে কাঁদিয়ে আমি মরতে পারবো না। আমি মুক্তি নেবো; শিবানীর জন্যে আমি মুক্তি নেবো দৌলত।

দৌলত। প্রিয়তম!

সুন্দর। দৌলত! [আলিঙ্গন] তোমার আমার মিলন এই প্রথম ও শেষ।

দৌলত। না না, শেষ নয়, আবার দেখা হবে। [মুসলমান বেশে সুন্দরকে সাজাইল] ওই বাইরে পদশব্দ। তুমি পালাও, এখানে আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা ক'রো না। আমার জন্য ভেবো না প্রিয়তম। যতদূরেই থাক, মনে রেখো দৌলত তোমার।

সুন্দর। তবে আসি প্রিয়ে,—বিদায়।

[দৌলতের করচুম্বন করতঃ প্রস্থান।

দৌলত। দৌলত, কাঁদছিস কেন? তার তো পরশ পেয়েছিস।

এজন্মে যা চেয়েছিলি তা তো পেয়েছিস দৌলত, তবে মরতে ভয় পাচ্ছিস কেন?

সায়দ খাঁ আসিল।

সায়দ। কই প্রহরী, সেই যুবক কই? একি! দৌলত! তুই আমার পাঞ্জা চুরি ক'রে—[পাঞ্জা কুড়াইয়া লইল]

দৌলত। সুন্দরকে মুক্ত ক'রে দিয়েছি বাবা।

সায়দ। আমার বন্দীকে মুক্ত করেছিস কেন?

দৌলত। তাকে—তাকে আমি ভালবাসি বাবা।

সায়দ। ব্যভিচারিণি!

দৌলত। আমাদের মিলন বৈধ ব'লে খোদাতালা আশীর্ব্বাদ করেছে বাবা। তুমিও আশীর্ব্বাদ কর।

সায়দ। [বজ্রকণ্ঠে] দৌলত!

দৌলত। আশীর্ব্বাদ দেবে না বাবা? তবে অভিশাপ দাও। তোমার বন্দীকে আমি মুক্তি দিয়েছি, আমাকে মৃত্যুদণ্ড দাও বাবা। তুমি তো ন্যায়বিচারক। তোমার কাছে আত্মপর বিচার নেই, সাক্ষী প্রমাণেরও প্রয়োজন নেই। আমার অপরাধের তুমি নিজেই সাক্ষী। দণ্ড দাও বাবা, আমায় তুমি দণ্ড দাও। শয়তানের চক্রান্তে ভুলে সুন্দরকে তুমি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলে, সে চ'লে গেছে। তারজন্য তুমি আমাকে হত্যা কর।

সায়দ। না, তুই আমার একমাত্র সন্তান। আমি তোকে দণ্ড দেবো না। তোর বাঞ্ছিত সুন্দরকে হত্যা ক'রে উজির-পুত্র মসনব আলির সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো।

দৌলত। বিচারক হ'য়ে আইনের জোরে তুমি আমাকে দণ্ড

দিতে পার বাবা, কিন্তু পিতা হ'য়ে গায়ের জোয়ে বিবাহ দিতে পার না।

সায়দ। কঠোর শাসনে বিয়ে করতে বাধ্য করবো।

দৌলত। শাসন ক'রে দেহকে বাধ্য করা যায় বাবা, মনকে যায় না। মন চির স্বাধীন। জোর ক'রে আমার বিয়ে দিতে পারবে না। বিয়ে আমি করবো না। তোমার অবহেলায় মরেও যাবো না। সুন্দরের বিরহানল বুকে নিয়ে আমি বেঁচে থাকবো তোমার ভুল ভাঙবার জন্যে। [প্রস্থানোদ্যত]

সায়দ। আমার ভুল—

দৌলত। একদিন ভাঙবে বাবা। সেদিন বুঝতে পারবে সুন্দর কুৎসিত নয়, ফুলের মতই সুন্দর।

[প্রস্থান।

সায়দ। সুন্দর গুপ্তঘাতক নয়! না না, দৌলতের ধারণা মিথ্যা। আমি নিজের চোখে দেখেছি সুন্দরের জল্লাদ মূর্ত্তি।

কালীনাগ আসিল।

কালীনাগ। জাঁহাপনা!

সায়দ। একি! সিপাহশালার! আপনি এত রাত্রে?

কালীনাগ। এক দুঃসংবাদ নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলুম। প্রহরী বললে আপনি কারাগারে এসেছেন তাই এলুম।

সায়দ। কি সংবাদ?

কালীনাগ। সুন্দরের মৃত্যুদণ্ডের প্রতিশোধে তার ভগ্নী শিবানী দুজন টহলদারী ফৌজকে গুলিবিদ্ধ ক'রে হত্যা ক'রে রাজা মুকুন্দ-রামের প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছে।

সায়দ। নরঘাতিনী শিবানী রাজা মুকুন্দরামের প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছে—এ সংবাদ আপনাকে কে দিল সিপাহশালার?

কালীনাগ। মুকুন্দরামের বঞ্চিত ভ্রাতুষ্পুত্র মহানাদ।

সায়দ। মুকুন্দরামের মরণ-পাখা গজিয়েছে সিপাহশালার।

কালীনাগ। আপনি কারাগারে কেন জাঁহাপনা?

সায়দ। সুন্দর পালিয়েছে সিপাহশালার।

কালীনাগ। সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত কারাগার হ'তে সুন্দর কেমন ক'রে পালাল জাঁহাপনা?

সায়দ। এই পাঞ্জার সাহায্যে। [পাঞ্জা দেখাইল]

কালীনাগ। আপনার পাঞ্জা সুন্দর পেলে কেমন ক'রে জাঁহাপনা?

সায়দ। এক বান্দা পাঞ্জা চুরি ক'রে সুন্দরকে মুক্তি ক'রে দিয়েছে।

কালীনাগ। সেই বান্দা কোথায়?

সায়দ। সুন্দরের সঙ্গে পালিয়েছে। দুঃসংবাদ পেয়েই আমি কারাগারে এসেছি।

কালীনাগ। পলাতক বান্দা ও সুন্দরকে বন্দী করতে আমি এখুনি সৈন্যদের আদেশ দিচ্ছি জাঁহাপনা। যেখানেই থাক্, আমার সৈন্যরা তাকে বন্দী করবে। হ্যাঁ, আর এক সংবাদ—জনাব আলি রাজদ্রোহী।

সায়দ। জনাব রাজদ্রোহী!

কালীনাগ। সে সুন্দরের ভগ্নীকে ফতেজঙ্গপুরে সরিয়ে দিয়েছে।

সায়দ। জনাব আলিকেও বন্দী করুন সিপাহশালার।

কালীনাগ। [কুর্ণিশ করিয়া আদেশ গ্রহণ করিল] আজ বুঝতে পারলেন জাঁহাপনা, জনাব আলি রাজভক্ত নয়। তার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

[প্রস্থান।

সায়দ। হ্যাঁ, মিথ্যা। জনাব আলি আর সুন্দরের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। সিপাহশালার কালীনাগ শয়তান নয়, সত্যিকারের মানুষ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদীর ঘাট।

গীতকণ্ঠে ক্রন্দনরত শিবানী আসিল।

শিবানী।—

গীত।

কেহ নাই মোর ভুবনে।
আছে দুঃখ ঘৃণা কলঙ্ক কালিমা শত মরমজ্বালা মরণে।
আশার বুকেতে জ্বলিছে আগুন,
কেঁদে ফিরে যায় মধুর ফাগুন,
নিরাশা আঁধারে সুর কেঁদে কেঁদে আলো নাই এ জীবনে।

[নদীর জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইল]

নেপথ্যে শত্রুজিৎ। শিবানি!

শিবানী। কুমার ডাকছে, আমি সাড়া দেবো না—আর আমি ফিরে যাবো না।

নেপথ্যে শত্রুজিৎ। শিবানি।

শিবানী। ডেকো না গো। অমন ক'রে তুমি আমাকে আর ডেকো না। আমাকে মরতে দাও।

নেপথ্যে শত্রুজিৎ ! শিবানি !

শিবানী। শ্রবণ, বধির হও; প্রিয়তমের ডাকে হৃদয় তুমি পাগল হ'য়ো না। মৃত্যু, আমাকে গ্রাস কর। [ঝাঁপ দিতে উদ্যত]

সশস্ত্র শত্রুজিৎ আসিয়া ধরিয়া ফেলিল।

শত্রুজিৎ। আত্মহত্যা করছো শিবানি ?

শিবানী। আমাকে ছেড়ে দাও কুমার, আমাকে মরতে দাও।..

শত্রুজিৎ। মরবে কেন শিবানি ?

শিবানী। বেঁচে থেকে আমি কলঙ্ক সইতে পারবো না।

শত্রুজিৎ। কিসের কলঙ্ক শিবানি ?

শিবানী। আমি খুনীর মেয়ে।

শত্রুজিৎ। জন্মের জন্য তুমি দায়ী নও শিবানি।

শিবানী। না হ'লেও দাদাকে হারিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।

শত্রুজিৎ। শিবানি !

শিবানী। আমাকে ছেড়ে দাও কুমার। আমি কালীনাগকে ধরা দিয়ে তার কাছে দাদার জীবন-ভিক্ষা মেগে নেবো।

[হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান।

শত্রুজিৎ। শিবানি—শিবানি—

মুসলমান বেশে সুন্দর আসিল।

সুন্দর। শিবানি—শিবানি ! কোথা গেলি বোন ? এখানেই তো তোর সাড়া পাচ্ছিলুম।

শত্রুজিৎ। সুন্দর, তুমি মুক্তি পেয়েছ ?

সুন্দর। কে, কুমার! বন্ধু! আমার শিবানী কোথায়?

শত্রুজিৎ। শিবানী কালীনাগকে ধরা দিতে গেছে সুন্দর।

সুন্দর। ধরা দিতে গেছে! শিবানীর এই হঠাৎ মত পরিবর্ত্তনের কারণ কি সুন্দর?

শত্রুজিৎ। সে খুনীর মেয়ে ব'লে।

সুন্দর। আমার পিতা খুনী, একথা তাকে কে বল্‌লে কুমার?

শত্রুজিৎ। আমার মা।

সুন্দর। মহারাণী কেমন ক'রে জানলেন আমার পিতা খুনী?

শত্রুজিৎ। 'সই" চিহ্নিত তোমার মার কণ্ঠহার দেখে। ও হার আমার মা তোমার মাকে উপহার দিয়েছিল সুন্দর।

সুন্দর। আমার পিতৃ-পরিচয় শুনে মহারাজ বুঝি তাকে ঘৃণার থুৎকার দিয়েছিল কুমার?

শত্রুজিৎ। না, পিতা তাকে গৃহলক্ষ্মীরূপে প্রাসাদে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল সুন্দর।

সুন্দর। বল, বল কুমার, খুনীর মেয়েকে তুমি—

শত্রুজিৎ। জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করবো সুন্দর।

সুন্দর। তবে শিবানী কালীনাগকে ধরা দিতে গেল কেন?

শত্রুজিৎ। তোমার মুক্তির জন্য। বল সুন্দর, তুমি কি ক'রে মুক্তি পেলে?

সুন্দর। সাহাজাদী আমাকে মুক্ত করেছেন কুমার।

শত্রুজিৎ। সাহাজাদী!

সুন্দর। সেদিন বান্দা ব'লে যে আমাকে বেতন দিয়েছিল, সে বান্দা নয়, নবাবকন্যা দৌলত।

শত্রুজিৎ। সাহাজাদী তোমাকে ভালবাসে সুন্দর?

সুন্দর। তার ভালবাসা আমার জীবনরক্ষা করেছে কুমার। আভিজাত্য ভুলে মর্য্যাদার প্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে জীবনের বিনিময়ে সে আমাকে মুক্তি দিয়েছে। আমি শিবানীকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি কুমার।

শত্রুজিৎ। যেও না সুন্দর!

সুন্দর। বাধা দিও না বন্ধু, শিবানী কাঁদছে,—আমি যাই।

শত্রুজিৎ। তুমি পলাতক আসামী, ধরা প'ড়ে যাবে।

সুন্দর। তবুও আমাকে যেতে হবে বন্ধু। জীবন দিয়েও শিবানীকে রক্ষা করতে হবে।

শত্রুজিৎ। স্বেচ্ছায় জীবন দিয়ে তুমি সাহাজাদীর ভালবাসার অমর্য্যাদা ক'রো না সুন্দর, আমার উপর শিবানীর ভার দিয়ে তুমি আত্মগোপন কর ফতেজঙ্গপুরে।

সুন্দর। ফতেজঙ্গপুর! ফতেজঙ্গপুর! আমার জন্মভূমি—সাধনার পুণ্যতীর্থ ফতেজঙ্গপুর! কৈশোরে জীবন বাঁচাতে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে একদিনের শিবানীকে বুকে নিয়ে—আমি তোমাকে ছেড়ে চ'লে এসেছিলুম মা। আজ শিবানীকে বিপদের মধ্যে ফেলে নিজের জীবন বাঁচাতে আমি তোমার অভয় কোলে আশ্রয় নিতে চলেছি। হতভাগ্য ব'লে তুমি মুখ ফিরিও না। বন্ধু, তোমার আর দৌলতের নির্দ্দেশিত পথে যাত্রা করবার আগে ব'লে যাই—যদি আমি পথিমধ্যে আবার বন্দী হই, তাহ'লে নাগের কবল হ'তে শিবানীকে উদ্ধার ক'রে তুমি তাকে সান্ত্বনা দিও বন্ধু! প্রীতি ভালবাসায় শোকের আগুন নিভিয়ে তুমি তাকে সুখী ক'রো। দেখো বন্ধু, দুঃখে শোকে ঘৃণায় অবজ্ঞায় আমার স্নেহ-উদ্যানের পারিজাত যেন ধূলায় ঝ'রে না যায়। [প্রস্থান।

শত্রুজিৎ। শুনে যাও বন্ধু, বিপদের বালু-ঝঞ্ঝাময় উত্তপ্ত মরুভূমি হ'তে তোমার স্নেহের পারিজাতকে উদ্ধার ক'রে সযত্নে রোপন করবো আমার প্রেম-উদ্যানে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

সশস্ত্র বজ্রজিৎ আসিল।

বজ্রজিৎ। দাঁড়াও শত্রুজিৎ।

শত্রুজিৎ। ছোটদা! এমন সময় তুমি এখানে?

বজ্রজিৎ। নির্জ্জন নদীতীরে আমার পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে এসেছি শত্রুজিৎ। ভাবছো—তরবারি পেলাম কোথায়? শত্রুবধে আমাব হাতে তরবারি তুলে দিয়েছে মহানাদ।

শত্রুজিৎ। বড়দার দুরভিসন্ধি তুমি বুঝতে পারনি ছোটদা। তোমাকে হাতিয়ার ক'রে সে নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে চায়।

বজ্রজিৎ। আর তুই চাস—আমাদের ফাঁকি দিয়ে সমস্ত রাজ্যটা গ্রাস করতে।

শত্রুজিৎ। আমি রাজ্য চাই না ছোটদা, লক্ষ্মণের মত পদতলে ব'সে চিরদিন আমি তোমার সেবা করতে চাই। আমি তোমার শত্রু নই দাদা—সেবক।

বজ্রজিৎ। তোর অভিনয়ে আমি ভুলবো না শত্রুজিৎ।

শত্রুজিৎ। আমি তোমার ভাই ছোটদা।

বজ্রজিৎ। ভায়ের মত শত্রু সংসারে আর নেই।

শত্রুজিৎ। আর ভায়ের তুল্য বন্ধুও সংসারে আর নেই ছোটদা। তার প্রমাণ পঞ্চ পাণ্ডব। বড়দার কথায় আমার উপর বিশ্বাস হারিও না ছোটদা। মনে কর—যে জ্ঞাতি-ভাই দুর্যোধনের জন্য মহাভারত রচিত হয়েছিল, বড়দা আমাদের সেই জ্ঞাতি-ভাই।

বজ্রজিৎ। তোর কোন দৃষ্টান্তই আমাকে নিরস্ত করতে পারবে না শক্রজিৎ। শক্রবধে আমি দৃঢ়সংকল্প।

শক্রজিৎ। বুঝেছি দাদা, তোমার মাথায় আজ দুষ্টা সরস্বতী চেপেছে, তাই সংসারের পরম সত্যকে মিথ্যা ভেবে নিয়তির আকর্ষণে তুমি ছুটে চলেছ স্বেচ্ছাচারের পথে। পাপের বাঁশী আজ তোমার শ্রবণকে বধির করেছে, তাই শুনতে পাচ্ছো না ধ্বংসের ভীষণ গর্জ্জন।

বজ্রজিৎ। তোমার ধ্বংসের কাল সম্মুখে শক্রজিৎ। [তরবারি কোষমুক্ত করিল]

শক্রজিৎ। [অসি নিষ্কাসন করিয়া] এস জল্লাদ, তোমার জিঘাংসার নিবৃত্তি করি।

[যুদ্ধ ; বজ্রজিতের পরাজয়]

বজ্রজিৎ। [ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে] শক্রজিৎ!

শক্রজিৎ। মরতে ভয় হ'চ্ছে ছোটদা? মহাজনেরা বলেছেন—মরণকে যে ভয় করে, জীবনে সে জয়ী হ'তে পারে না। ভয় নেই—তুমি আমার ধ্বংস চাইলেও আমি চাই তোমার প্রতিষ্ঠা। স্বার্থের মোহে আমি ভুলে যাইনি যে, আমরা একই মায়ের ছেলে—তুমি আমার পূজনীয় দাদা।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

বজ্রজিৎ। শক্রজিৎ! [কণ্ঠে স্নেহের স্বর] চ'লে গেল। আঘাতের বিনিময়ে প্রণাম দিয়ে ব'লে গেল—সে আমার প্রতিষ্ঠা চায়। না-না, শক্রজিৎ আমার শত্রু নয়—শত্রু আমার মহানাদ।

মহানাদ আসিল।

মহানাদ। শক্রজিতের ছিন্নশির কই বজ্রজিৎ?

বজ্রজিৎ। আমি তার ধ্বংস চাই না মহানাদ।

মহানাদ। তবে এ পথে এসেছ কেন?

বজ্রজিৎ। আমি ভুল করেছি মহানাদ।

মহানাদ। না, তুমি ঠিক করেছ। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বসুন্ধরার সম্পদ চিরদিন বীরেরাই ভোগ ক'রে এসেছে। তরবারির তীক্ষ্ণতায় তারা প্রমাণ ক'রে গেছে "মাটি বাপের নয়, দাপের।"

বজ্রজিৎ। কিন্তু—

মহানাদ। আর কিন্তু দরকার কি বজ্রজিৎ। কাঙালের বেশে শত্রুজিতের পায়ের তলায় প'ড়ে করুণা ভিক্ষা করগে, আমি চল্‌লুম। [গমনোদ্যোগ]

বজ্রজিৎ। আমি তোমার সঙ্গে যাবো মহানাদ!

মহানাদ। আমি অন্যায়ের পূজারী বজ্রজিৎ। তরবারির জোরে আমি তোমাকে সৌভাগ্যের আসনে বসাতে চাই। তোমার জন্যেই আমি কাকার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। নইলে আমার এত ছুটোছুটির দরকার কি? আমি রাজা হ'তে চাই না বজ্রজিৎ।

বজ্রজিৎ। তুমি আমার আশা পূর্ণ কর মহানাদ। পিতা বর্ত্তমানে রাজ্যে আমার কোন অধিকার নেই।

মহানাদ। তোমার না থাক আমার আছে। নবাবী শক্তির সাহায্যে আমার অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়ে আমি তোমার শিরে পরিয়ে দেবো রাজমুকুট। আমার হাত ধ'রে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চল লক্ষ্যের পথে।

[হাত ধরিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

[কাষ্ঠের তোপায়ার উপরে সুরাপূর্ণ পাত্র, পেয়ালা ও পার্শ্বে কোষবদ্ধ তরবারি ছিল]

সুরামত্ত কালীনাগ আসিল।

কালীনাগ। [প্রাচীর গাত্রে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া] আমার লক্ষ্যের পথে কে? রক্তনেত্র—কণ্ঠে বিদ্রূপ—বক্ষে পরিণামের ভীষণ চিত্র এঁকে আমার অন্তরে ভীতি জাগাতে চাও—কে তুমি? আমি পরিণাম মানি না—পাপ-পুণ্য বুঝি না—ধর্ম্ম ভগবান বিশ্বাস করি না। শয়তান কালীনাগকে পরিণামের ভয় দেখাচ্ছ—কে তুমি? উত্তর দাও। কী, তবুও নীরব? আরে রে মৃত্যু-অভিলাষি— [তরবারি লইয়া বেগে তরবারি কোষযুক্ত করিল]

নর্ত্তকী আসিল।

নর্ত্তকী। কাকে হত্যা করছেন?

কালীনাগ। ওই শত্রুকে।

নর্ত্তকী। ওযে আপনার ছায়া।

কালীনাগ। ছায়া! [তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া তেপায়ার উপর রাখিল]

নর্ত্তকী। সারা রাত সুরাপান ক'রে আপনি মাতাল হ'য়ে গেছেন। তাই নিজের ছায়াকে শত্রু ভেবে হত্যা করতে যাচ্ছেন।

কালীনাগ। সুরা আমাকে মাতাল করতে পারেনি নর্ত্তকী, মাতাল করেছে শিবানীর রূপ।

নর্ত্তকী। শিবানী কে ?

কালীনাগ। অনধিকারচর্চ্চা ক'রো না। নাচ। [উপবেশন ; নর্ত্তকী নৃত্য আরম্ভ করিল। কালীনাগ সুরাপান করিতে লাগিল। নৃত্য শেষ হইলে বলিল] বিদেয় হও।

নর্ত্তকী। আমার পাওনা দিন।

কালীনাগ। তোমার পাওনা—[উঠিয়া নর্ত্তকীকে পদাঘাত করিল]

নর্ত্তকী। উঃ !

[কালীনাগ অট্টহাসি হাসিয়া সুরাপান করত
পেয়ালা তেপায়ার উপর রাখিল]

নর্ত্তকী। আমাকে লাথি মারলেন ?

কালীনাগ। গন্ধহীন ঝরা ফুল চিরদিন পায়েই দলিত হয় নর্ত্তকী, কোনদিন মালা হ'য়ে গলায় উঠতে পারে না। [পেয়ালায় সুরা ঢালিতে লাগিল]

নর্ত্তকী। নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে যারা পতিতা নিয়ে রাত কাটায়— তাদের মুখে ও কথা শোভা পায় না।

[প্রস্থান।

[কালীনাগ সুরাপান করিতে লাগিল]

শিবানী আসিল।

কালীনাগ। [অবাক বিস্ময়ে বলিল] শিবানি, তুমি আমার কক্ষে ?

শিবানী। [কাঁদিতে কাঁদিতে] আমার দাদাকে মুক্তি দিন সিপাহ্‌শালার।

[কালীনাগ সুরাপান করিয়া পেয়ালা রাখিয়া
সুগন্ধি রুমালে মুখ মুছিল]

কালীনাগ। এঁ্যা? কি বল্লে শিবানি? তোমার দাদা—

শিবানী। আপনার চক্রান্তে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। দয়া করুন সিপাহশালার, আমার দাদাকে মুক্তি দিন।

কালীনাগ। কারাগার থেকে তোমার দাদা পালিয়ে গেছে শিবানি।

শিবানী। দাদা পালিয়ে গেছে!

কালীনাগ। [পেয়ালায় সুরা ঢালিতে ঢালিতে বলিল] হ্যাঁ, তুমি ব'সো শিবানি।

শিবানী। না—আমি দাদার সন্ধানে যাবো।

কালীনাগ। [সুরাপান করিয়া পেয়ালা রাখিল] সুন্দরের দেখা আর পাবে না শিবানি। আমার সৈন্যেরা তার সন্ধান করছে। সে যেখানেই থাক, বন্দী হবে।

শিবানী। আমার দাদাকে হত্যা ক'রে আপনার কি লাভ হবে?

কালীনাগ। তুমি।

শিবানী। সিপাহশালার!

কালীনাগ। আমার চেষ্টা আজ সফল হয়েছে। তুমি নিজে ধরা দিয়েছ।

শিবানী। আমাকে ক্ষমা করুন সিপাহশালার।

কালীনাগ। সেদিন আমার হাতে দংশন ক'রে গর্ব্বভরে বলেছিলে না তুমি নাগিনী?

শিবানী। আমি অন্যায় করেছি।

কালীনাগ। আজ অন্যায়ের সাজা নাও।

শিবানী। না।

কালীনাগ। সাজা তোমাকে নিতেই হবে শিবানি। তুমি নবাবের ফৌজকে হত্যা করেছ। তোমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। শোন শিবানি, যদি তুমি আমার প্রমোদসঙ্গিনী হও, তাহ'লে আমি তোমার গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগতে দেবো না। অন্যথায় বন্দী ক'রে নবাবের হাতে তুলে দেবো।

শিবানী। তাই দিন। পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় জীবন দুটি জল্লাদের খড়্গাঘাতেই নিঃশেষ হ'য়ে যাক। আসুন, আমাকে বন্দী করুন।

কালীনাগ। তোমাকে বন্দী করবো শৃঙ্খলে নয়—বাহুডোরে। [হস্ত প্রসারণ]

শিবানী। [ভয়ে পিছাইতে পিছাইতে] না-না, আমাকে স্পর্শ করবেন না। আমি জীবন দেবো, কিন্তু নারীত্ব দিতে পারবো না।

কালীনাগ। [পৈশাচিক অট্টহাসে শিবানীকে ধরিতে গেল]

শিবানী। উঃ, মা গো!

[কালীনাগের ভয়াল অট্টহাসি শুনিয়া শিবানী
মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল]

সহসা ধরণী আসিয়া তাহার পতনোন্মুখ
দেহ ধরিয়া ফেলিল।

ধরণী। ভয় নেই মা!

কালীনাগ। শিবানীকে ছেড়ে দাও ধরণি!

ধরণী। স'রে যাও কামান্ধ পশু!

কালীনাগ। [তীক্ষ্ণস্বরে] ধরণি!

ধরণী। ধরণীর কোলে আজ মূর্চ্ছিত সন্তান। ভাগ্যদোষে ধরণী

আজ মা হ'তে না পারলেও মাতৃমূর্ত্তিতে ভয়ার্ত্ত সন্তানকে সে স্নেহের কোলে তুলে নিয়েছে। তোমার পশুশক্তি তাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

কালীনাগ। তোমাকে হত্যা করবো ধরণি। [অসি লইয়া বেগে অস্ত্র কোষমুক্ত করিল]

শত্রুজিৎ আসিল।

শত্রুজিৎ। সিপাহ্‌শালার!

কালীনাগ। কে?

শত্রুজিৎ। ধরণীর সন্তান মানুষ। মাতৃস্নেহের মর্য্যাদা রক্ষায় মায়ের আকুল আহ্বানে সন্তান ছুটে এসেছে সিপাহ্‌শালার। হত্যার অস্ত্র কোষবদ্ধ ক'রে সন্তানের মাতৃপূজা দেখুন। অট্টহাস্যে তার যোগ-ভঙ্গ করবেন না। [করযোড়ে ধরণীকে প্রণাম করিল]···শিবানি!

শিবানী। [শত্রুজিতের ডাকে শিবানীর মূর্চ্ছা ভাঙিল] কুমার! [ধরণীর বুক হইতে মুক্ত হইল]

শত্রুজিৎ। শিবানি!

শিবানী। কুমার! [শত্রুজিতের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল]

কালীনাগ। শত্রুজিৎ!

শত্রুজিৎ। হা-হা-হা! শত্রুজিৎ শত্রুর কাছে অজেয় সিপাহ্‌শালার। তাই তার ভয়াল মূর্ত্তি দেখে আপনার রক্ষীরা সসম্ভ্রমে দ্বার ছেড়ে দিয়েছে। নরকের দুর্গন্ধে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। শিবানি, নরক হ'তে পালিয়ে এস। দেখছো মা—কামাতুর নারকী লুব্ধদৃষ্টিতে তোমার দিকে চেয়ে আছে। ওর পাপের নিঃশ্বাস গায়ে লাগলে

তোমার নারীত্ব আর আমার মানবত্ব জলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। [ধরণীকে] প্রণাম দেবি। আসি সিপাহশালার—নমস্কার।

[শিবানীকে লইয়া প্রস্থান।

কালীনাগ। এই বিদ্রূপের জবাব আমি দেবো শত্রুজিৎ। দীর্ঘদিনের অপমান আমার অন্তরে পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে। অতি শীঘ্রই এই আগ্নেয়গিরি ধ্বংসের অগ্নি উদ্‌গিরণ করবে। তার অগ্নিস্রোতে ধ্বংসের অতলে বিলীন হ'য়ে যাবে ফতেজঙ্গপুরের রাজবংশ।

ধরণী। সবাই ধ্বংস ক'রে তুমি বুঝি চিরকাল প্রতিষ্ঠার আসনে অমর হ'য়ে ব'সে থাকবে?

কালীনাগ। হ্যাঁ।

ধরণী। ওই দেখ দিনের প্রথমে সূর্য্য উঠছে। মধ্যাহ্নে আগুন ছড়িয়ে ও আবার দিনের শেষে অস্ত যাবে। তোমার আয়ু-সূর্য্য আজ মধ্যাহ্ন পার হ'য়ে অপরাহ্নের পথে। গায়ের জোরে আর তাকে মুছে যাওয়া যৌবনের সীমা রেখায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। গোধূলি আসছে।

কালীনাগ। তোমারও গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে ধরণি। এখুনি আমার তরবারিতে তোমার জীবনে নেমে আসবে কালসন্ধ্যা।

সহসা কালাম আসিল।

কালাম। একি হুজুর! হুজরাইনকে হত্যা করছেন নাকি?

কালীনাগ। বাইরে যা কালাম।

কালাম। না হুজুর। মনের আনন্দে হুজরাইনকে আমি সেলাম দিতে এসেছি।

ধরণী। কালাম!

কালাম। অবাক হ'য়ো না হুজরাইন। আমি শয়তানের চেলা শয়তান হ'লেও তোমার সঙ্গে কখনও শয়তানি করিনি। আমার সব দুয়ারে তালা পড়লেও তোমার দুয়ার খোলা রাখবো হুজরাইন। জীবনে কখনও পুণ্যি-ধম্ম করিনি। আজ তোমার পায়ে সেলাম দিয়ে কিছু পুণ্যি করবো। ঘরে এস হুজরাইন। [সেলাম করিতে করিতে প্রস্থানোদ্যোগ]

কালীনাগ। সুর যে বদলে গেল কালাম?

কালাম। না হুজুর। যে সুরে তুমি কালামের মনের তার বেঁধেছ, সে তার বেসুরো হয়নি।

কালীনাগ। তবে এত ভক্তির ঘটা কেন?

কালাম। ফৌজদারের বোনকে ধরতে গিয়ে পথের ধূলোয় ভক্তিকে কুড়িয়ে পেয়েছি হুজুর। তাই মনটা উনসুরো বল্‌ছে। এস হুজরাইন, দেখছো না ভক্তির ছোঁয়ায় কালামের মনের শয়তানটা ঝিমিয়ে পড়েছে। তাকে চাঙ্গা না করলে হুজুরের আশারথের চাকা একেবারে অচল হ'য়ে যাবে।

ধরণী। দুরাশার রথ আশার দ্বারে পৌঁছাবে না কালাম। ধরণীর অভিশাপে ধরণী গ্রাস করবে তার রথচক্র।

[অগ্রে কুর্ণিশ করিতে করিতে কালাম ধরণীকে লইয়া গেল।

কালীনাগ। বিষ ঢাল কালীনাগ। দংশনে শত্রুর রক্তে বিষ ঢাল। ভক্তির ইন্দ্রজালে নবাবকে যাদু ক'রে নবাবী শক্তির বলে ছিনিয়ে নাও শিবানীকে।

মহানাদ ও বজ্রজিৎ আসিল।

মহানাদ। সিপাহশালার! [উভয়ে অভিবাদন করিল]

কালীনাগ। এস মহানাদ। ওকি! বজ্রজিৎ মাথা নত ক'রে আছে কেন? ও, শক্রজিৎকে বধ করতে পারেনি ব'লে বুঝি লজ্জা হয়েছে? হাঁ—মহানাদ, জনাব আলির সংবাদ পেলে?

মহানাদ। জনাব আলি ফতেজঙ্গপুর গেছে সিপাহশালার। আপনার সৈন্তেরা তার পশ্চাৎধাবন করেছে। মনে হয় পথেই সে বন্দী হবে।

কালীনাগ। পথে প্রাসাদে মসজিদে মন্দিরে জলে অথবা জঙ্গলে যেখানেই থাক, জনাব আলি বন্দী হবে। তুমি দরবারে যাও মহানাদ। নবাবকে তোমার অভিযোগ জানাও।

বজ্রজিৎ। আমিও যাব মহানাদ।

মহানাদ। তোমাকে প্রয়োজন নেই বজ্রজিৎ।

বজ্রজিৎ। আমি তোমার অভিযোগের সাক্ষ্য মহানাদ—

মহানাদ। শক্রকে আমি বিশ্বাস করি না।

বজ্রজিৎ। আমি তোমার শক্র!

কালীনাগ। হ্যাঁ—নিজের কাজ গুছিয়ে নেবার জন্তে মুখোস প'রে তুমি মহানাদের সঙ্গে অভিনয় করছো।

বজ্রজিৎ। বিশ্বাস করুন সিপাহশালার, আমি—

কালীনাগ। মুকুন্দরামের পুত্র, তোমার মৃত্যুর পর মহানাদ যাতে সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর হ'তে পারে, তার জন্য আজ আমি তোমাকে—
[মহানাদের দিকে হাত বাড়াইতেই মহানাদ তাহার ছুরি কালীনাগকে দিল]

বজ্রজিৎ। সিপাহশালার! [ভয়ে পিছাইতে লাগিল]

কালীনাগ। হা-হা-হা—

বজ্রজিৎ। মহানাদ!

[মহানাদ লাথি মারিয়া বজ্রজিৎকে কক্ষতলে ফেলিয়া দিতেই
কালীনাগ বাঘের মত তাহার বুকে বসিয়া ছুরি দিয়া
বজ্রজিতের দুই চক্ষু অন্ধ করিয়া দিয়া ছুরি ফেলিয়া
রক্তমাখা হাতে উঠিল। বজ্রজিতের আর্ত্তনাদে
আকাশ বাতাস কক্ষ কাঁদিয়া উঠিল]

কালীনাগ। মহানাদ! শত্রুর পরিচ্ছদ খুলে নিয়ে স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি দিয়ে পথে বার ক'রে দাও;

[প্রস্থান।

মহানাদ। ওঠ বজ্রজিৎ! [হাত ধরিয়া তুলিল]

বজ্রজিৎ। মহানাদ! শত্রু!

মহানাদ। আমাকে আজ চিনলি বজ্রজিৎ?

বজ্রজিৎ। আজ অন্ধ হ'য়ে আমি তোমাকে চিনেছি মহানাদ। আমার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়ে তুমি আমার জ্ঞান ফিরিয়ে দিয়েছ। দয়া ক'রে যখন জীবনভিক্ষা দিলে, তখন আমার হাতে একটা লাঠি দাও। জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে যষ্টিকে সাথী ক'রে আমি যাত্রা করি প্রায়শ্চিত্তের পথে।

মহানাদ। পথেই তোমার প্রায়শ্চিত্ত হবে বজ্রজিৎ। এস।

[বজ্রজিৎকে লইয়া গেল।

চতুর্থ দৃশ্য।

ফতেজঙ্গপুর—প্রাসাদ।

শিবানীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে শান্তজিৎ আসিল।

শান্তজিৎ। সেজদা—বৌদিকে এনেছি।

শিবানী। আমি এখনও তোমার বৌদি হইনি ভাই।

শান্তজিৎ। হওনি, হবে। মা বলেছে—আর সাত দিন পরে সেজদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

শিবানী। সত্যি?

শান্তজিৎ।—

গীত।

সত্যি হবে স্বপ্ন তোমার ফুটবে মুখে হাসি।
শাঁখের সাথে নহবতে বাজবে মিলন-বাঁশী।

শিবানী। সেদিন তুমি কি করবে?

শান্তজিৎ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

বই দপ্তর ফেলে দূরে,
বেড়াব আনন্দে ঘুরে,
গানের সুরে হাসির আলো জ্বালবো আঁধার নাশি।

শিবানী। কিসের আঁধার ভাই?

শান্তজিৎ।— **পূর্ব্বগীতাংশ।**

বৌদিহারা শূন্ত ঘরে,
শোকের আঁধার বিরাজ করে,
তার বেদনা ভুলবো মোরা তোমায় ভালবাসি।

শিবানী। তোমার গান সত্যি হোক ভাই।

শান্তজিৎ। তুমি ব'স বৌদি, আমি সেজদাকে ডেকে আনি।

শিবানী। তোমার সেজদা প্রাসাদে নেই।

শান্তজিৎ। কোথা গেছে?

শিবানী। শুনলুম উন্টোর সঙ্গে নবাব-দরবারে খাজনা দিতে গেছে।

শান্তজিৎ। এত লোক থাকতে সেজদা গেল কেন?

শিবানী। মহারাজ তাঁকে পাঠিয়েছেন।

সুন্দর আসিল।

সুন্দর। শিবানি!

শিবানী। দাদা!

সুন্দর। চল আমরা পালিয়ে যাই।

শান্তজিৎ। পালাবে কেন?

সুন্দর। নবাবের দূত এসেছে।

শিবানী। দূত এসেছে কেন?

সুন্দর। মহারাজকে নবাব ডেকেছেন। আয় শিবানি, আমরা পালিয়ে যাই।

শান্তজিৎ। তোমরা পালিয়ে গিয়ে সেজদার মনে দুঃখ দিও না বৌদি। তোমরা প্রাসাদে থাকো। বাবা তোমাদের সহায়।

[প্রস্থান।

সুন্দর। শিবানি!

শিবানী। কুমার প্রাসাদে নেই দাদা।

সুন্দর! তাইতো বলছি—চল, আমরা পালিয়ে যাই।

শিবানী। কুমার আমাকে বেঁধে রেখেছে দাদা। সে বাঁধন কেটে চ'লে যাবার শক্তি আমার নেই।

সুন্দর। আমাদের জন্যে রাজবংশ ধ্বংস হ'য়ে যাবে শিবানি।

মুকুন্দরাম আসিল।

মুকুন্দরাম। সৃষ্টির পিছনে ধ্বংস লুকিয়ে আছে সুন্দর। জন্মালে মরণ আছেই। নশ্বর জগতে যা দেখছ, সব ক্ষণস্থায়ী। এই যে সুরম্য প্রাসাদ কালের আঘাতে এও একদিন ধ্'সে পড়বে। তার ভাঙা পাঁজরের উপর ব'সে মহোল্লাসে নৃত্য করবে ধ্বংস।

শিবানী। মহারাজ!

মুকুন্দরাম। ভয় নেই মা! আমি নবাবের সঙ্গে বিবাদ করবো না। দূতকে বলেছি খাজনা দিয়ে শত্রুজিৎ ফিরে এলেই আমি নবাব-দরবারে যাবো। সায়দ খাঁর সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। শুধু পরিচয় নেই নতুন সিপাহশালার কালীনাগের সঙ্গে। তার শয়তানির সমস্ত ইতিহাস নবাবকে ব'লে আমি তোমাদের অপরাধ হ'তে মুক্ত করবো মা।

শিবানী। আমি বড় ভাগ্যহীনা মহারাজ।

মুকুন্দরাম। তোমাদের দুঃখের জন্যে ভাগ্য দায়ী নয় মা—দায়ী তোমাদের বাবা গিরিশঙ্কর। তারই জন্য তোমরা সর্ব্বহারা। যাক্—মঙ্গলময় ভগবান শত্রুজিৎকে উপলক্ষ করে যখন তোমাদের আমার কাছে এনে দিয়েছেন, তখন আর তোমাদের কোথাও যেতে হবে না মা। নবাবের কাছ হ'তে আমি তোমাদের আশ্রয়দানের অনুমতি চেয়ে আনবো। তোমরা আমাদের পর নও মা, আত্মীয়।

সুন্দর। আমরা এখনও আপনাদের আত্মীয় হইনি মহারাজ।

মুকুন্দরাম। তোমরা আমাদের চিরদিনের আত্মীয় সুন্দর। তোমার বাবা আমার সতীর্থ, আর তোমার মা সুনয়নার বন্ধু। সতীর্থ ব'লেই গিরিশঙ্করকে আমি ব্যভিচারের দণ্ড দিতে পারিনি—চরিত্র সংশোধনের জন্য শুধু তাকে পদচ্যুত করেছিলুম।

আহত মরণোন্মুখ উল্টো আসিল।

উল্টো। মহারাজ! মহারাজ!

মুকুন্দরাম। একি! উল্টো, তোকে অস্ত্রাঘাত করলে কে?

উল্টো। ডাকাত।

মুকুন্দরাম। ডাকাত। আমার সৈন্যরা কি করছিল।

উল্টো। সঙ্গেই ছিল। বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, এমন সময় ডাকাতরা হুড়মুড় ক'রে আমাদের ঘাড়ের উপর পড়লো। হাতিয়ার ধরবার আগেই দুজন সৈন্য পথের উপর রক্তমাখা হ'য়ে প'ড়ে গেল। বাকী সৈন্যেরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল। গুলি খেয়ে আমি পথের ধূলোয় জ্ঞান হারালুম। আর লালবাবুর যে কি হ'লো জানি না।

গীতকণ্ঠে জনাব আলি আসিল।

জনাব।—

গীত।

লাগের বিষেতে জীবনে নামিল দুঃখের যবনিকা।

মুকুন্দরাম। জনাব আলি, আমার শত্রুজিৎ—

জনাব।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আঁধার কারায় রুদ্ধ হয়েছে তোমার দীপের শিখা।

মুকুন্দরাম। শত্রুজিৎ বন্দী!

সুন্দর ও শিবানী। কুমার বন্দী!

জনাব।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

অট্টহাস্যে সেই কালরাহু,
তনয়ে গ্রাসিতে বাড়ায়েছে বাহু,
ঢালিছে গরল মুছে দিতে তব ললাটের রাজটিকা।

শিবানী। [কাঁদিতে কাঁদিতে] জনাব দাদা!

জনাব।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কাঁদ গো ভগিনি, গাঁথ অশ্রুমালা,
উঠিয়াছে ঝড়, নিভু নিভু আলা,
ছুটিয়া আসিছে শত মরুজ্বালা দুঃখ ললাটে লিখা।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

সুন্দর। তুমি কোথা যাচ্ছ জনাব আলি?

জনাব। কালীনাগের ভয়ে আমি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি ফৌজদারমশাই। সেলাম। [প্রস্থান।

উল্টো। আমিও চ'লে যাচ্ছি মহারাজ। একটু পায়ের ধূলো দাও। [মুকুন্দরামের পদতলে পড়িল]

মুকুন্দরাম। উল্টো! [তুলিল]

উল্টো। রাণীমাকে আমার প্রণাম দিও মহারাজ! কাঁদছো রাজাদিদিমণি! দুঃখের কপাল নিয়ে জন্মেছ—তাই তোমার আকাশে আর সুখের চাঁদ উঠল না। দম্‌কা ঝড়ে প্রদীপ নিভে গেল।

[যন্ত্রণায় টলিতে টলিতে প্রস্থান।

শিবানী। নিভ্‌তে দেবো না উল্টো। আমার জন্মে রাজবংশের দীপ নিভতে দেবো না। মৃত্যুর ফাঁসি গলায় নিয়ে আমি তাকে জালিয়ে রাখব। [প্রস্থানোদ্যোগ]

মুকুন্দরাম। কোথা যাচ্ছ মা?

শিবানী। নবাবের কাছে।

মুকুন্দরাম। যেও না মা। শত্রুজিৎকে আমি মুক্ত ক'রে আনবো।

শিবানী। পারবে না মহারাজ! সমস্ত রাজশক্তি দিয়েও কালীনাগের দংশন হ'তে কুমারকে আপনি বাঁচাতে পারবেন না। কালীনাগ জনাব আলিকে পিতৃহারা করেছে—আমার জীবনকে করেছে ছন্দহারা—দাদাকে সাজিয়েছে গুপ্তঘাতক। ব্যর্থতার প্রতিশোধে কুমারকে করেছে বন্দী। আমার জন্যই কুমার বন্দী হয়েছে—আমিই তাকে মুক্ত করবো।

সুন্দর। শিবানি!

শিবানী। পালিয়ে এস দাদা। দেখছো না রাজপ্রাসাদে কান্নার হাট বসেছে—অশ্রুর বান নেমে এসেছে—দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছে পুত্রশোকের আগুন। দেরী হ'লে ওই আগুনে রাজবংশ ধ্বংস হ'য়ে যাবে। এস দাদা—আমাদের রক্ত দিয়ে আগুন নিভিয়ে দিই। [গমনোদ্যোগ]

[সুন্দর গমনোদ্যত। শিবানীর হাত ধরিতেই শিবানী পাগলের মত হাসিয়া উঠিল]

সুন্দর। শিবানি! বোন! অমন ক'রে হাসছিস কেন?

শিবানী। হাসছি? আমি হাসছি? হা-হা-হা! না না না—আমি কান্নার ব্রত নিয়ে সংসারে এসেছি—আমার হাসবার অধিকার নেই। ভুল ক'রে জীবন-বীণায় হাসির সুর বেঁধেছিলুম, ভাগ্য-দেবতার

অভিশাপে তাই আজ সুরের তার ছিঁড়ে গেল। সুখের স্বপ্ন ভুলে দুঃখের ডাকে আমি চলেছি দাদা কান্নার ব্রত উদ্‌যাপন করতে।

[দ্রুত প্রস্থান।

মুকুন্দরাম। শিবানি! মা! যেও না।

[সুন্দর পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল]

সুনয়না আসিল।

সুনয়না। শিবানি! মা! কই সুন্দর, শিবানী কোথা গেল? আমি যে তাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছি।

সুন্দর। শিবানী পাগলিনী হ'য়ে রাজমহলে ছুটে গেল রাণীমা। জ্বালাময় জীবনে শিবানী আমার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল, আজ দুর্ভাগ্য তাকেও কেড়ে নিলে। দুঃখের পৃথিবীতে আজ আমি একা।

[প্রস্থান।

সুনয়না। মহারাজ, তুমি এখনও ভাবছো? কামানে আগুন দাও—নবাবের কারাগার ধূলিসাৎ ক'রে আমার শত্রুজিৎকে মুক্ত কর। নবাব সায়দ খাঁকে শত্রুতার জবাব দাও—

[মহানাদ আসিয়া অন্তরাল হইতে উহাদের
কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল]

মুকুন্দরাম। নবাব সায়দ খাঁ আমার শত্রু নয় রাণি, শত্রু সিপাহশালার কালীনাগ।

সুনয়না। কালীনাগ তোমার শত্রুতা করছে কেন?

মুকুন্দরাম। সে কথা আমিও ভাবছি রাণি!

সুনয়না। ভাববার সময় নেই মহারাজ! পুত্র কারাগারে বন্দী। হয়তো কালীনাগ তাকে—না না, তুমি জাগো মহারাজ, জাগো!

মুকুন্দরাম। আমি জাগ্রত রাণি। আমার প্রেরিত রাজস্বের টাকা লুঠ হয়েছে। আবার আমি অর্থ নিয়ে নবাব-দরবারে যাবো, কালীনাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবো। কর দিয়ে যুক্তকরে প্রার্থনা করবো শত্রুজিতের মুক্তি। [অগ্রসর; সহসা মহানাদকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া] কে ওখানে ? রক্ষি, গুপ্তশত্রু পালিয়ে যায়—বন্দী কর।

[নেপথ্যে অশ্বপদধ্বনি শোনা গেল]

নেপথ্যে গুলি করিয়া তোরাব আসিল।

তোরাব। পারলুম না ছোটরাজা। শত্রু অনেক দূরে চ'লে গেল—গুলি লাগলো না।

সুনয়না। শত্রুকে চিনতে পারলে ওস্তাদ বাবা ?

তোরাব। হঁ্যা, বুড়ো হ'লেও নজর আমার বুড়ো হয়নি ছোটমা ! তোমাদের গোপন কথা শুনছিল বড়বাবু।

সুনয়না। [সবিস্ময়ে] মহানাদ !

মুকুন্দরাম। আমি রাজমহলে যাচ্ছি তোরাব।

সুনয়না। না না, তোমার যাওয়া হবে না।

তোরাব। বল তো ছোটমা, তোরাব থাকতে ছোটরাজা খাজনা দিতে যাবে কেন ?

মুকুন্দরাম। শুধু খাজনা দিতে নয় তোরাব।

তোরাব। জানি সেজবাবুকে খালাস করবে। কিন্তু যম শুনে গেল ; নিশ্চয়ই পথের মাঝে ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। সব জেনে শুনে তোমাকে আমি যমের মুখে পাঠাতে পারবো না ছোটরাজা।

মুকুন্দরাম। কিন্তু তোরাব—

তোরাব। তোমার আবেদন নিবেদন সব লিখে দেবে চল। আমি নবাবকে দেবো। আর ওই সঙ্গে কালীনাগকেও ভাল ক'রে দেখে আসবো। হুকুম দাও ছোটরাজা, আমি ঘোড়া ঠিক করি।

সুনয়না। হুকুম দাও মহারাজ।

মুকুন্দরাম। তোমাকে হুকুম দিতে পারবো না তোরাব।

তোরাব। তাহ'লে আমি তোমাকে হুকুম করবো ছোটরাজা।

মুকুন্দরাম। তোরাব!

তোরাব। আমি তোমার গুরু।

মুকুন্দরাম। শুধু আমার নও—তুমি এই রাজবংশের অস্ত্রগুরু।

তোরাব। তাহ'লে টাকা আর চিঠি আমাকে দেবে চল।

সুনয়না। ওস্তাদ বাবা, কালীনাগ তোমাকেও যদি বন্দী করে?

তোরাব। তাহ'লে ছোটরাজার হাত দুটো খোলা থাকবে ছোটমা। রাজাকে আমি বুকে ক'রে মানুষ করেছি—হাত ধ'রে যুদ্ধ শিখিয়েছি—জয়ধ্বনি দিয়ে সিংহাসনে বসিয়েছি—লক্ষ্মীর মত তোমাকে প্রাসাদে এনেছি, আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের মরণ দেখতে পারবো না। মরতে হয় আমি আগে মরবো। [প্রস্থানোদ্যোগ]

সুনয়না। ওস্তাদ বাবা।

তোরাব। তুমি রাজাকে পাঠিয়ে দাও ছোটমা; আর শুনে রাখ—তোমাদের ওস্তাদ মরবে, তবু বাঙ্গালী হ'য়ে মোঘলের শেকল পরবে না।

[প্রস্থান।

মুকুন্দরাম। তুমিও শুনে রাখ তোরাব, নবাব যদি আমার শত্রুজিৎকে মুক্তি না দেয়, তাহ'লে মুকুন্দরাম কর দিয়ে মোঘলের পায়ে আর সেলাম দেবে না। বাংলার বারভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া

মুকুন্দরাম রাজা তোডরমলের মহান দানের মর্য্যাদা রক্ষায়—মোঘলের অধীনতা স্বীকার ক'রে সর্ব্বাঙ্গে যে কলঙ্কের কালী মেখেছে—সে কালী ধৌত করবে মোঘলের বক্ষ-শোণিতে।

[প্রস্থান।

সুনয়না। নিষ্ঠুর ভগবান! তুমি হাসছো? বিপদের সময় শত্রুর মত মুখ ফিরিয়ে আমার দুঃখে তুমিও হাসছো? হাস ভগবান! আমি কাঁদি—আর তেত্রিশ কোটি দেবতার সঙ্গে তুমি হাস। কর্ণের পতনে সতী পদ্মাবতীর কান্নাকে উপহাস ক'রে তুমি হেসেছিলে। অভিমন্যুকে কেড়ে নিয়ে সুভদ্রার বুকে তুমিই হেনেছিলে বাজের আঘাত। বৃন্দাবন ছেড়ে এসে যশোমতীর নয়নে তুমিই বইয়ে ছিলে অশ্রুর সাগর। তাদের মত আমাকেও কাঁদাও নিষ্ঠুর। যত পার আমাকে দুঃখ দাও।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পথ।

কালবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া চাবুক হাতে মহানাদ আসিল।

মহানাদ। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রি। গাঢ় অন্ধকারে পৃথিবীর বুক আচ্ছন্ন। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। ঝিঁঝির ঝিল্লিরব আর পেচকের কর্কশ চিৎকার অন্তরে ভীতি জাগিয়ে তুলছে। আমাকে আদেশ দিয়ে সিপাহশালার সুখের পালঙ্কে ঘুমের কোলে অচেতন। তাঁর চক্রান্তে পথিমধ্যে নবাবের দূতকে হত্যার অপরাধে শত্রুজিৎ কারাগারে বন্দী। তার বিশ্বাসী অনুচর কালাম বারাঙ্গনালয়ে সুরার নেশায় বিভোর। আজ আমিই তার একমাত্র সহায়। কে? [পিস্তল বাহির করিল] ওঃ, অন্ধ বজ্রজিৎ! সিপাহশালারের কৌশল-জালে আবদ্ধ হ'য়ে সে এখানে আসছে। আজ বুঝতে পাচ্ছি, সেদিন সিপাহশালার বজ্রজিৎকে, হত্যা না ক'রে অন্ধ করেছিলেন কেন? সিপাহশালার বলেছে— অন্ধ বজ্রজিৎকে হাতিয়ার ক'রে আজকের সমরে জয়লাভ করলে তবে পাবো আমি ফতেজঙ্গপুরের রাজসিংহাসন। নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান সিপাহশালার। মহানাদ বিজয় উল্লাসে ফিরে গিয়ে আপনাকে অভিবাদন দেবে।

হাতড়াইতে হাতড়াইতে অন্ধ বজ্রজিৎ আসিল।

বজ্রজিৎ। শত্রুজিৎ! শত্রুজিৎ! তুমি কোথা? একজন বল্লে তুমি আমাকে খুঁজছো। আমি অন্ধ—তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না ভাই। তুমি—[মহানাদের অঙ্গে হাত লাগিল] এই যে শত্রুজিৎ! তুমি

—তুমি কথা বলছ না কেন? রাগ করেছ ভাই। [মহানাদ চাবুক মারিল] উঃ! শত্রুজিৎ, তুমি আমাকে চাবুক মারলে? ক্ষমা কর ভাই, আমাকে ক্ষমা কর। [মহানাদ চাবুক মারিল] উঃ! শত্রুজিৎ— ভাই, আমি অন্যায় করেছিলুম, তার শাস্তি আমি ভোগ করছি। আজ অন্ধ হ'য়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছি। কেউ আমাকে দয়া করে না ভাই; কেউ আমাকে ভিক্ষা দেয় না। অনাহারে ক্ষিধের জ্বালায় আমি পথের পাশে ব'সে চিৎকার করি—পথিক শুনে বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে চ'লে যায়। তারা পর, তাই করুণা করে না। তুমি তো আমার সহোদর ভাই—[মহানাদ চাবুক মারিল] ওঃ! আর মেরো না শত্রুজিৎ! তোমার পায়ে ধরি ভাই, আর আমাকে চাবুক মেরো না। [পদধারণ, মহানাদের চাবুক প্রহার; বজ্রজিৎ মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল—মহানাদ পুনঃ পুনঃ চাবুক মারিতেছিল] উঃ! প্রাণ যায়—প্রাণ যায়। ওগো, কে আছ— আমাকে বাঁচাও।

নেপথ্যে তোরাব। ভয় নেই—ভয় নেই।

[তোরাবের কণ্ঠস্বর শুনিয়া মহানাদ চাবুক বামহাতে লইয়া দক্ষিণ হাতে ছুরি বাহির করিয়া বজ্রজিতের বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল]

[বজ্রজিৎ যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া উঠিল]

তোরাব আসিল।

তোরাব। কি হয়েছে? কি হয়েছে? [হাত ধরিয়া তুলিল]

বজ্রজিৎ। আমাকে ছুরিকাঘাত ক'রে শত্রুজিৎ পালিয়ে গেল।

তোরাব। তুমি কে?

বজ্রজিৎ। মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র বজ্রজিৎ।

তোরাব। মেজবাবু—তুমি?

বজ্রজিৎ। তুমি ওস্তাদ না? ওস্তাদ—ওস্তাদ! [হাতড়াইতে লাগিল]

তোরাব। তুমি অমন করছো কেন মেজবাবু?

বজ্রজিৎ। আমি অন্ধ হ'য়ে গেছি ওস্তাদ।

তোরাব। কি ক'রে অন্ধ হ'লে মেজবাবু?

বজ্রজিৎ। কালীনাগ আমায় অন্ধ ক'রে দিয়েছে।

তোরাব। তাহ'লে কালীনাগই তোমাকে ছুরি মেরেছে মেজবাবু।

বজ্রজিৎ। না না, শত্রুজিৎ আমাকে ছুরিকাঘাত করেছে।

তোরাব। সেজবাবু তো বন্দী।

বজ্রজিৎ। শত্রুজিৎ বন্দী!

তোরাব। আমি তার উদ্ধারের জন্যে ছোটরাজার চিঠি আর খাজনা নিয়ে নবাব-দরবারে যাচ্ছি।

বজ্রজিৎ। যাও ওস্তাদ, শত্রুজিৎকে মুক্ত কর। সে পিতার সুসন্তান, আমি কুপুত্র; তাই শত্রুর মত শত্রুজিৎকে হত্যা করতে উদ্যত হ'য়ে পিতামাতার বুকে বাজের আঘাত দিতে চেয়েছিলুম। পাপের সাজা নিয়ে আমি চ'লে যাচ্ছি। চিরবিদায়ের কালে আমার শেষ প্রণাম নাও ওস্তাদ।

[প্রস্থান।

তোরাব। মেজবাবু! মেজবাবু! [প্রস্থানোদ্যোগ]

[নেপথ্য হইতে সহসা মহানাদের নিক্ষিপ্ত পিস্তলের গুলি আসিয়া তোরাবের পৃষ্ঠে বিদ্ধ হইল]

তোরাব। ওঃ! কে রে! [পতন]

মহানাদ আসিল।

মহানাদ। টাকা আর থলি দে।

[এক হাতে গলা চাপিয়া অন্য হাতে টাকা ও চিঠি ছিনাইয়া লইয়া দ্রুত প্রস্থান।

তোরাব। [যন্ত্রণায় চিৎকার করিতে লাগিল]

সুরাপাত্রহস্তে টলিতে টলিতে কালাম আসিল।

কালাম। রাস্তায় প'ড়ে চেঁচাচ্ছ তুমি কে বাবা?

তোরাব। আমি রাজা মুকুন্দরামের রণসর্দ্দার তোরাব।

কালাম। [অনুচ্চ স্বরে] তোরাব! [হাতের বোতল পড়িয়া গেল] একি! খুন! কে তোমাকে খুন করেছে ওস্তাদ?

তোরাব। জানি না। আমাকে তুমি চেন?

কালাম। হ্যাঁ—না—চিনি না! কিন্তু তোমার নাম শুনেছি।

তোরাব। তুমি কে?

কালাম। তোমার চেলা ব'লেই মনে কর।

তোরাব। তোমার গায়ে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে।

কালাম। আমি মদ খেয়েছি।

তোরাব। তুমি মাতাল?

কালাম। একটু আগে ছিনু—এখন আমি ভাল মানুষ। এতরাত্রে তুমি কোথা যাচ্ছিলে ওস্তাদ?

তোরাব। ছোট রাজার চিঠি আর টাকা নিয়ে সেজবাবু শত্রুজিৎকে উদ্ধার করতে নবাবের দরবারে যাচ্ছিলুম।

কালাম। কুমার শত্রুজিৎ বন্দী!

তোরাব। হ্যাঁ, সে খাজনা দিতে আসছিল—কালীনাগ তাকে বন্দী করেছে।

কালাম। তোমার কাছে অস্ত্র আছে ওস্তাদ?

তোরাব। হ্যাঁ, পিস্তল আছে।

কালাম। আমাকে দেবে?

তোরাব। কি কর্‌বে?

কালাম। কুমারকে উদ্ধার কর্‌বো।

তোরাব। সে তো নবাবের কারাগারে বন্দী।

কালাম। যমের বন্দী থাকলেও আমি তাকে মুক্ত ক'রে রাজ-বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবো ওস্তাদ।

তোরাব। পারবে বাবা? রাজবংশের মাণিককে তুমি মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিতে পারবে?

কালাম। আশীর্ব্বাদ কর ওস্তাদ। [পদতলে বসিতেই তাহার নয়ন হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু তোরাবের পায়ের উপর পড়িল]

তোরাব। তুমি কাঁদছো? কাঁদবে বৈকি। সেজবাবু যে বড্ড ভাল ছেলে। তাকে দেশের সবাই ভালবাসে। তার উদ্ধারের জন্যে বিশ্বাস ক'রে আমি তোমার হাতে পিস্তল তুলে দিলুম বাবা। [পিস্তল দিল] পথের উপর আমার ঘোড়া আছে; সেজবাবুকে উদ্ধার ক'রে ঘোড়ায় তুলে দিও। দেখো বাবা যেন বেইমানি ক'রো না।

কালাম। তোমার পা ছুঁয়ে দিব্বি কচ্ছি ওস্তাদ, আমি বেইমানি করবো না। কুমার শত্রুজিৎকে মুক্ত ক'রে আমার দেনা শোধ করবো।

তোরাব। তার কাছে তোমার কিসের দেনা বাবা?

কালাম। হিসেব দেবার সময় নেই ওস্তাদ। কারাগারে দু-পহরের

ঘণ্টা পড়ল। দুনিয়ার বুকে অন্ধকার থাকতে থাকতে কাজ হাসিল করতে না পারলে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। তাই যাবার আগে তোমার পায়ে দিয়ে যাচ্ছি আমার চোখের জল আর সেলাম।

[প্রস্থান।

তোরাব। খোদা, মুখ তুলে চাও। ছোটমার চোখের মণি কেড়ে নিও না। দোয়া কর মেহেরবান, দোয়া কর। তোমার পায়ে বুড়ো তোরাবের এই শেষ প্রার্থনা। সোরাব—না না, তোমার নাম এ সময় আর করবো না। তুই ডাকাত—বদমাস—শয়তান! তুই আমার কেউ নয়, কেউ নয়, কেউ নয়।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

[নেপথ্যে শিবানী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতেছিল—কুমার !]

মহানাদ আসিল।

মহানাদ। নির্ব্বিঘ্নে কাজ শেষ করেছি। চারজন ফৌজ বজ্রজিৎ আর তোরাবের মরা দেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে গেছে। শিবানী কেঁদে কেঁদে শক্রজিৎকে ডাকছে। ওই যে এই পথেই আসছে। এস শিবানি, আমি পথে তোমারই প্রতীক্ষা করছি।

উন্মাদিনী শিবানী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতে ডাকিতে আসিল।

শিবানী। কুমার! [মহানাদকে দেখিয়া] ওগো তুমি কুমারকে দেখেছ? আমি তাকে কত ডাকছি, কত খুঁজছি, তবু তার দেখা পাচ্ছি না। সবাই বলছে, কালীনাগ তাকে বন্দী ক'রে রেখেছে। মিছে কথা। সব মিছে কথা। কুমার সারাক্ষণ আমার কাছে

বসেছিল। তাকে পরাব ব'লে ফুলের মালা গাঁথছু—আমারে গান গাইতে ব'লে সে যে কোথায় গেল আর তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি তাকে দেখেছ?

মহানাদ। দেখেছি।

শিবানী। তবে তার কাছে আমাকে নিয়ে চল না গা। সে আমার গান শুনতে ভালবাসে—আমি তাকে গান শোনাবো। ওই যে কুমার আসছে। আমার কান্না শুনে কুমার ছুটে আসছে। কুমার—কুমার! [অগ্রসর] ওই যাঃ। অন্ধকারে হারিয়ে গেল। কি হবে? কুমার হারিয়ে গেল, আমার কি হবে? কে আমার গান শুনবে—কে নেবে আমার বরমাল্য?

মহানাদ। আমি নেবো।

শিবানী। না। মালা আমি কাউকে দেবো না। কুমার আমার বর। তার গলায় আমি মালা দেবো। আমার গলায় সে মালা দেবে। রাণীমা বলেছে—বিয়ের সময় আমাকে হার দেবেন। সে কিসের হার জানো? হীরে, সোনা, মণি, মুক্তোর হার নয়। কুমার হার আমার কণ্ঠহার। হা-হা-হা! কি আনন্দ! কি আনন্দ! [হাততালি দিল]

মহানাদ। আমার সঙ্গে এস—শত্রুজিতের গলায় মালা দেবে।

শিবানী। ও—তুমি বুঝি পুরুত ঠাকুর? আমার বিয়ের মন্ত্র পড়বে বুঝি? আজই কি আমার বিয়ের লগ্ন? তাইতো, মালাটা কোথায় রাখলুম? [মহানাদের হাত ধরিয়া] দাদা! দাদা! আমার মালাটা কোথা গেল খুঁজে দাও না? ও, তুমি বুঝি রাগ করেছ? না না, রাগ ক'রো না দাদা। তুমি রাগ করলে আমি কার কাছে যাবো? সংসারে তুমি ছাড়া আমার যে কেউ নেই। [কাঁদিল]

মহানাদ। শিবানি! [হাত ধরিতে গেল]

উদ্যত পিস্তলহস্তে ধরণী আসিল।

ধরণী। সাবধান পিশাচ!

মহানাদ। কে তুমি?

ধরণী। প্রাণ নিয়ে পালা শয়তান, নইলে আমি গুলি করবো।

মহানাদ। আমাকে ক্ষমা কর—আমি চ'লে যাচ্ছি। [প্রস্থান।

শিবানী। ওগো, আমি তোমার সঙ্গে যাবো। [গমনোদ্যোগ]

ধরণী। না। [হাত ধরিল]

শিবানী। ছেড়ে দাও—আমাকে ছেড়ে দাও।

ধরণী। নিশুতি রাতে তোমার কান্নার ডাক শুনে তোমাকে আমি পিশাচের কবল হ'তে বাঁচাতে এসেছি। এস।

শিবানী। না না, তুমি শত্রু। আমাকে ধরতে এসেছ। কুমার! কুমার! তুমি কোথায়, আমাকে বাঁচাও—শত্রু আমাকে খুন করলে।

ধরণী। সত্যি বলছি, আমি তোমাকে বাঁচাতে এসেছি। আমাকে বিশ্বাস কর।

শিবানী। বিশ্বাস? হা-হা-হা! জগতে সত্য নেই, বিশ্বাস নেই, ধর্ম্ম ভগবান সব মিথ্যে, সব ধাপ্পা। জগৎটা শয়তানের লীলাক্ষেত্র। এখানে মানুষ নেই, সত্য নেই, আছে শুধু স্বার্থের হানাহানি। স্বার্থপর শয়তান কালীনাগ আমার কণ্ঠহার ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে পাগল ক'রে দিয়েছে। দুঃখে আমি কাঁদছি—আর সে আনন্দে হাততালি দিয়ে হাসছে। হা-হা-হা, কি মজা! কণ্ঠহারের শোকে শিবানী পাগল হ'য়ে গেছে—পাগল হ'য়ে গেছে। হা-হা-হা!

[প্রস্থান।

ধরণী। শিবানী পাগল হ'য়ে গেছে। তাইতো, সেই কণ্ঠহার কি তবে শিবানীর? যেমন ক'রে হোক হারটা শিবানীকে দেখাতে হবে। রাত্রি ভোর হ'তে এখনও অনেক বাকী। তার ঘুম ভাঙতে ভাঙতেই আমি প্রাসাদে ফিরবো। [গমনোদ্যোগ]

সম্মুখে কালীনাগ আসিল।

কালীনাগ। আমার চোখে ঘুম নেই ধরণি।

ধরণী। তুমি!!

কালীনাগ। অবাক হ'লে ধরণি! রাত্রির অন্ধকারে স্বামীর শয্যা ছেড়ে পিস্তল চুরি ক'রে নিয়ে তুমি এসেছ অভিসারে।

ধরণী। স্বামি!

কালীনাগ। ধরণি! [পিস্তল কাড়িয়া লইল]

ধরণী। বিশ্বাস কর আমি দ্বিচারিণী নই।

কালীনাগ। চুপ।

ধরণী। আমাকে ক্ষমা কর স্বামি।

কালীনাগ। ক্ষমা? হা-হা-হা! [চোখ দুটি রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের মত জ্বলিয়া উঠিল]

ধরণী। স্বামি! [পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল]

কালীনাগ। ধরণীটাকে একবার ভাল ক'রে দেখে নাও ধরণি। [পিস্তল ধরিতে উদ্যত]

[এমন সময় বহুদূরে বন্দুকের পুনঃ পুনঃ গুলির শব্দ হইল]
ও ভীষণ কোলাহল উঠিল]

কালীনাগ। [নিরস্ত হইয়া] ওকি! কারাগারের দিকে গুলির শব্দ আর কোলাহল হ'চ্ছে কেন? তবে কি মুকুন্দরাম কারাগার

আক্রমণ করেছে? আজ রাত্রিটা বেঁচে থাকে ধরণি। আমার হাতে রইল তোমার মৃত্যুবাণ।

[দ্রুত প্রস্থান ;

ধরণী। জীবনের পথ শেষ হ'য়ে এল ধরণি। মরণ শিয়রে এসেছে, পাপের বাঁশী ডাকছে। মনের সাধ মিটিয়ে নে। হিসেব নিকেশ শেষ ক'রে আঁচলে পাথেয় বেঁধে পাড়ি দে সেই সীমাহীন পথে।,

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কারাগারপার্শ্বস্থ পথ।

[নেপথ্যে বন্দুকের গুলি হইল এবং কারাগারের
পাগলাঘণ্টা বাজিতেছিল]

শত্রুজিৎকে লইয়া আহত কালাম আসিল।

কালাম। পাগলাঘণ্টা বাজছে কুমার। রক্ষীরা ছুটে আসছে। আমার যাবার সময় হ'য়ে এলো।

শত্রুজিৎ। গুলি কোথায় লেগেছে কালাম?

কালাম। বুকে। [বুক দেখাইল]

শত্রুজিৎ। আশ্চর্য্য! এমন অবস্থায় আমাকে পিঠে ক'রে তুমি কারাগারের উচ্চপ্রাচীর লঙ্ঘন করলে কি ক'রে?

কালাম। আমি ডাকাত।

শত্রুজিৎ। ডাকাত!

কালাম। হ্যাঁ—ডাকাতির মাল নিয়ে সঙ্গীকে পিঠে ক'রে আমি এমন কত দোতলার ছাদ হ'তে লাফিয়ে প'ড়ে পালিয়ে এসেছি। অন্যায় ক'রে কোনদিন আঘাত পাইনি, কিন্তু আজ—না না, আমি ভুল বলছি। জীবনভোর আমি পাপ করেছি। আমি পাপী—মহাপাপী। এ আমার সেই মহাপাপের সাজা। কুমার, আর দেরী ক'রো না, পালাও। তোমার দাদা আর ওস্তাদ শত্রুর হাতে প্রাণ দিয়েছে—তুমি পালাও।

শক্রজিৎ। আমার জন্তে তুমি কেন জীবন দিলে কালাম?

কালাম। আমার মুনের দেনা শোধ করতে কুমার।

শক্রজিৎ। আমাদের কাছে তোমার—

কালাম। অনেক দেনা। আর কথা বলতে পাচ্ছি না কুমার। এখুনি আমার মরণ হবে। পিস্তল নিয়ে তুমি পালাও। ওই তোমার ঘোড়া। আমার সেলাম নাও। [পিস্তল দিয়া গমনোদ্যোগ]

শক্রজিৎ। ব'লে যাও কালাম, তুমি আমাদের—

কালাম। [যাইতে যাইতে] গোলাম সোরাব খাঁ।

[প্রস্থান।

শক্রজিৎ। [সবিস্ময়ে] তুমি ওস্তাদের ছেলে সোরাব! সোরাব! সোরাব! ধূলার ধরণীতলে পাপের জীবন শেষ ক'রে চ'লে যাচ্ছো! সোরাব, তুমি ডাকাত শয়তান পিশাচ যাই হও, তুমি আমার জীবনদাতা। যাত্রাকালে গ্রহণ কর আমার শ্রদ্ধার সেলাম।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে অশ্বের পদধ্বনি]

কালীনাগ আসিল।

কালীনাগ। কালামকে হত্যা ক'রে অশ্বারোহণে শক্র পালিয়ে গেল জাঁহাপনা।

সায়দ খাঁ আসিল।

সায়দ। অপদার্থের দল। একজন ডাকাতকে হত্যা করতে পারলে না।

কালীনাগ। আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি জাঁহাপনা, আপনার এত-

গুলো বন্দুকধারী প্রহরীর চোখে ধূলো দিয়ে দ্বারের প্রহরীকে হত্যা ক'রে উচ্চপ্রাচীর লঙ্ঘনে বন্দীকে নিয়ে দস্যু পালিয়ে গেল কেমন ক'রে ?

সায়দ। থাক্। আপনি ফতেজঙ্গপুর ধ্বংসে অভিযান সজ্জিত করুন।

কালীনাগ। যুদ্ধের জন্য আমার সৈন্যেরা সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে জাঁহাপনা।

সায়দ। মুকুন্দরামের দম্ভ আমি ধূলোয় মিশিয়ে দেবো সিপাহ্‌-শালার। সে আমার আহ্বান উপেক্ষা করেছে—দূতকে হত্যা করেছে—বন্দীকে আশ্রয় দিয়েছে—রাজস্ব বন্ধ ক'রে ঘোষণা করেছে স্বাধীনতা। কামানের গোলায় আমি তার স্বাধীনতার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার ক'রে দেবো।

দৌলত আসিল।

দৌলত। আবার ভুল কর্‌ছো বাবা ?

সায়দ। না না, আমি ভুল করিনি।

দৌলত। তুমি মহাভুল কর্‌ছো বাবা।

কালীনাগ। জাঁহাপনা ভুল করেন নি সাহাজাদি। বিদ্রোহী-দমনে জাঁহাপনা কঠোর নীতি অবলম্বন করেছেন। আপনি জানেন না সাহাজাদি, মুকুন্দরাম বাংলার দ্বাদশ ভূঁইয়ার এক ভূঁইয়া।

দৌলত। জানি সিপাহ্‌শালার। আরও জানি মোঘল-পাঠানের যুদ্ধে এই মুকুন্দরাম সসৈন্যে সম্রাটের সাহায্য করেছিলেন। তাঁর বীরত্ব ও রাজভক্তিতে মুগ্ধ হ'য়ে রাজা তোডরমল তাঁকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন।

কালীনাগ। মুকুন্দরামের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে তিনি ভুল করেছিলেন সাহাজাদি। আজ তার আসল রূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে। তাই জাঁহাপনা তার ধ্বংস চান। [প্রস্থান।

সায়দ। এই বৃষবৃক্ষকে আমি আর বাড়তে দেবো না। তার মূল উৎপাটন করবো। আর সেই নরঘাতক শত্রুজিৎকে বন্দী ক'রে—

উন্মাদিনী শিবানী আসিল।

শিবানী। হত্যা করলে—ঘাতক কুমারকে হত্যা করলে। না না, আমি হত্যা করতে দেবো না। কিছুতেই দেবো না। ওই যাঃ, সব ভুল হ'য়ে গেল। হা-হা-হা—

সায়দ। কে তুমি উন্মাদিনি?

দৌলত। ফৌজদারের ভগিনী।

সায়দ। তুই একে চিনিস দৌলত?

দৌলত। চিনি বাবা।

শিবানী। ওঃ—তুমিই নবাব? তুমিই বাংলার ভাগ্যবিধাতা? তুমিই আমাদের রক্ষক? বলি, এই বুঝি তোমার প্রজাপালন? প্রজার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে প্রহরী বেষ্টিত রাজপ্রাসাদে তুমি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছ—আর প্রজারা শয়তানের হাতে জীবন, মান, ইজ্জৎ, বিষয়-সম্পত্তি, ঘর-বাড়ী সব খুইয়ে সর্ব্বহারা হ'চ্ছে! বাঃ! বাঃ! কি সুন্দর তোমার প্রজাপালন। না না, কি বলছি আমি? ও যে বিচারক। ও যে আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। আমি কুমারের শোকে পাগল হ'য়ে গেছি। ওগো বিচারক, তুমি আমার বিচার কর। তোমার ফৌজদের আমি হত্যা করেছি। কুমার কোন দোষ

করেনি। আমার জীবনের বিনিময়ে তাকে মুক্তি দাও—মুক্তি দাও।

[সায়দ খাঁর সম্মুখে পতন ও মূর্চ্ছা]

সায়দ। খোদা তোমাকে দণ্ড দিয়েছে উন্মাদিনি, তাই আমি তোমাকে ক্ষমা করলুম।

[প্রস্থান।

দৌলত। ওঠ শিবানি! [ধরিয়া তুলিল]

শিবানী। [উঠিয়া] শিবানী ব'লে কে ডাকলে? কুমার? নবাবের আদেশে বুঝি তোমার বলিদান হ'চ্ছে? জল্লাদ—জল্লাদ, কুমারকে হত্যা করো না, আমাকে হত্যা কর।

দৌলত। [হাত ধরিয়া] শিবানি!

শিবানী। কুমারকে ওরা কেটে ফেললে, আমাকে ছেড়ে দাও। ওগো, আমাকে ছেড়ে দাও।

দৌলত। কুমার শত্রুজিৎ পালিয়ে গেছে শিবানি।

শিবানী। পালিয়ে গেছে! না না, সব মিথ্যে—সব মিথ্যে। শিবানি, তুই বিশ্বাস করিস্‌নি। এরা সবাই তোর শত্রু। সবাই তোকে কাঁদাতে চায়।

দৌলত। বিশ্বাস কর, কুমার পালিয়ে গেছে।

শিবানী। তবে আমিও পালিয়ে যাবো। রাজমহল ছেড়ে আমিও ফতেজঙ্গপুরে পালিয়ে যাবো। [নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি] একি! কিসের শব্দ!

দৌলত। আনন্দে তূর্য্যধ্বনি ক'রে সিপাহশালার ফতেজঙ্গপুর ধ্বংস করতে যাচ্ছে। আমিও যাচ্ছি—তুমিও এস। জন্মের মত দুজনে প্রিয়তমকে শেষ দেখা দেখে নিই। দেরী করলে হয়তো আর দেখা হবে না! [প্রস্থান।

শিবানী। হা-হা-হা! পাগলীটা কি সব ব'লে গেল। পাগল—পাগল। কুমারের শোকে গোটা দেশটা আজ পাগল হ'য়ে গেছে। হা-হা-হা! এঁ্যা—আমার হার? এইতো গলায় ছিল, কোথা গেল? বুঝেছি—কালীনাগ কেড়ে নিয়েছে। ওগো, তোমার পায়ে ধরি, আমার কণ্ঠহার ফিরে দাও—ফিরে দাও—ফিরে দাও।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

মুকুন্দরামের হাত ধরিয়া সুনয়না আসিল।

মুকুন্দরাম। ছেড়ে দাও রাণি, আমি শত্রুজিতের উদ্ধারে যাবো। শিবানীকে ফিরিয়ে আনবো। আমাকে ছেড়ে দাও।

সুনয়না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর মহারাজ। ওস্তাদ বাবা ফিরে আসুক।

মুকুন্দরাম। আমি আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করবো না রাণি, এখুনি রাজমহলে যাবো। দরবারে পৌছাতে না পারি, বান্দার সাহায্যে আমি নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।

ডাকিতে ডাকিতে শত্রুজিৎ আসিল।

শত্রুজিৎ। মা—মা!

সুনয়না। শত্রুজিৎ! এসেছিস বাবা!

শত্রুজিৎ। এসেছি মা। [পদধূলি লইল]

সুনয়না। তুই ফিরে এলি, বজ্রজিৎ আর ওস্তাদ বাবা কই?

শত্রুজিৎ। তারা শত্রুহস্তে নিহত মা।

মুকুন্দরাম ও সুনয়না। নিহত!

শত্রুজিৎ। সায়দ খাঁ আমারও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিল পিতা।

মুকুন্দরাম। সায়দ খাঁ তোমাকে বিনা দোষে প্রাণদণ্ড দিলে শত্রুজিৎ!

শত্রুজিৎ। দূতকে হত্যা করার অপরাধে তিনি আমাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন পিতা।

সুনয়না। দূতকে তুই হত্যা করেছিলি শত্রুজিৎ?

শত্রুজিৎ। না মা! কালীনাগ হত্যা ক'রে আমাকে নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল।

সুনয়না। কারাগার হ'তে কে তোকে মুক্ত কর্‌লে?

শত্রুজিৎ। ওস্তাদের ছেলে সোরাব।

মুকুন্দরাম। ফেরারী সোরাব বেঁচে আছে?

শত্রুজিৎ। আমাকে পিঠে নিয়ে কারাপ্রাচীর লঙ্ঘন করবার সময় রক্ষীদের গুলীতে সোরাব মারা গেছে পিতা। শিবানী কোথা মা?

সুনয়না। তোর বন্দীর সংবাদ পেয়ে সে পাগলিনীর মত রাজ-মহলে ছুটে গেছে বাবা।

শত্রুজিৎ। আমি সুন্দরের কাছে যাচ্ছি মা। [গমনোদ্যোগ]

[নেপথ্যে তোপধ্বনি]

মুকুন্দরাম। একি! তোপধ্বনি করে কে?

শত্রুজিৎ। নবাব সায়দ খাঁ।

মুকুন্দরাম। বিনা অপরাধে সায়দ খাঁ আমায় ধ্বংস কর্‌তে আসছে?

সুনয়না। শত্রুজিৎ! বাবা!

শত্রুজিৎ। আমাদের মৃত্যু ছুটে আসছে মা। শিবানীর সন্ধান আর হ'লো না, সাধের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। দুঃখের পথে হারিয়ে গেল আমার প্রাণের সাথী। অদূরে মৃত্যু গর্জ্জন করছে। আমি যাচ্ছি তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন পিতা। [পদধূলি লইল]

মুকুন্দরাম। আশীর্ব্বাদ করি পুত্র—সমরে শত্রু সংহার ক'রে তোমার মায়ের দেওয়া শত্রুজিৎ নাম সার্থক কর। আমার সঙ্গে এস। আমি সৈন্যদের জানিয়ে দিচ্ছি, এ যুদ্ধের সেনাপতি তুমি। [প্রস্থানোদ্যোগ]

সুনয়না। [কাঁদিতে কাঁদিতে] মহারাজ!

মুকুন্দরাম। চোখের জল মুছে ফেল রাণি। বীরের জননী তুমি। সুভদ্রার মত বীরপুত্রকে রণসাজে সাজিয়ে হাসিমুখে সমরে বিদায় দাও। সুখ-দুঃখ, ভয়-ভাবনা, জয়-পরাজয় স্বামী-সন্তান সব অর্পণ কর সেই মঙ্গলময় শ্রীভগবানের রাতুল চরণে।

[প্রস্থান।

শান্তজিৎ আসিল।

শান্তজিৎ। মা—মা, সেজদা ফিরে এসেছে?

শত্রুজিৎ। এসেছি ভাই। [বুকে তুলিল]

শান্তজিৎ। নবাব আমাদের জন্মভূমি আক্রমণ করেছে দাদা।

শত্রুজিৎ। তার জবাব দিতে আমিও যাচ্ছি ভাই। তুমি মায়ের কাছে থাকো।

শান্তজিৎ। [শত্রুজিতের কোল হইতে নামিয়া] কেঁদো না মা!

দাদাকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দাও। আমি বাবার কাছে তরবারি চেয়ে নিয়ে প্রাসাদদ্বার প্রহরা দিই।

[প্রস্থান।

শত্রুজিৎ। আশীর্ব্বাদ দাও মা। [পদধূলি লইল]

সুনয়না। শত্রুজিৎ, তুমি আমার বীর সন্তান। পরাজয়ের কলঙ্ক তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। শক্তি ও বীরত্বে দেশের বুকে তুমি অমর হবে। বাংলার ইতিহাস তোমার বীরত্বের সাক্ষ্য দেবে। বাংলার অধিবাসীর কণ্ঠে যুগ যুগ ধ্বনিত হবে তোমার বীরত্বের জয়গান।

[মস্তক চুম্বন করিয়া প্রস্থান।

[নেপথ্যে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল]

শত্রুজিৎ। বাজাও সমরবাদ্য, রণন্মোত্তে নেচে ওঠ বাঙ্গালী বীরগণ, অসির ঝনৎকারে শত্রুর বুক কম্পিত কর, পদাঘাতে চূর্ণ কর শত্রুর অহঙ্কার, দুর্জ্জয় শক্তিতে শত্রু সংহার ক'রে বাংলার অম্বরে ওড়াও বাঙ্গালীর বিজয়-কেতন।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থল।

[নেপথ্যে কামানগর্জ্জন]

সায়দ খাঁ ও কালীনাগ আসিল।

সায়দ। যুদ্ধের সংবাদ কি সিপাহ্‌শালার?

কালীনাগ। ফলাফল এখনও বুঝতে পাচ্ছি না জাঁহাপনা।

সায়দ। কেন?

কালীনাগ। সুন্দর আর শত্রুজিতের হাতে অসংখ্য মোঘল-সৈন্য প্রাণ দিয়েছে।

সায়দ। আমার সেনাপতিরা কি করছে?

কালীনাগ। প্রাণপণে যুদ্ধ করছে জাঁহাপনা—কিন্তু জয়ী হ'তে পাচ্ছে না।

সায়দ। তবে কি আমায় পরাজয়ের কলঙ্ক নিয়ে ফিরে যেতে হবে সিপাহ্‌শালার?

কালীনাগ। না জাঁহাপনা, জয়ের গৌরব নিয়েই ফিরে যাবেন। কালীনাগ জীবিত থাকতে মোঘলের পরাজয় হবে না। সুন্দর আর শত্রুজিৎ বন্দী হ'লেই যুদ্ধের গতি অন্য দিকে ঘুরে যাবে।

সায়দ। সেনাপতিরা দুর্ব্বল, ভীরু; শত্রুদের বন্দী করবে কে?

কালীনাগ। এই কালীনাগ।

[কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান।

সায়দ। ওকি! উৰ্দ্ধশ্বাসে রণস্থলে ছুটে আসছে ও কে? দৌলৎ নয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, দৌলত। সুন্দরকে দেখবার জন্যে সুদূর রাজমহল হ'তে রণক্ষেত্রে ছুটে আসছে। হবে না দৌলত—তোর দুরাশা পূর্ণ হবে না।

[প্রস্থান।

অগ্রে মহানাদ পশ্চাতে শক্রজিৎ আসিল।

শক্রজিৎ। গৃহশত্রু বিভীষণ! রাজ্যের লোভে তুমি আমাদের অনেক শত্রুতা করেছ, আজ আমার তরবারি তোমার সব আশার সমাধি দেবে। [আক্রমণ]

মহানাদ। সাবধানে অস্ত্র ধর শক্রজিৎ। মহানাদ মানুষ নয়—শয়তান।

[যুদ্ধ; পরাজিত হইয়া মহানাদ পলায়নে উদ্যত হইতেই
কালীনাগ আসিয়া মহানাদের বক্ষে অস্ত্র বিদ্ধ করিল]

মহানাদ। ওঃ, সিপাহশালার—আপনি—

কালীনাগ। তোমাদের ধ্বংসের কালরাহু।

মহানাদ। আজ তোমাকে চিনেছি কালীনাগ। তুমি আমাদের ধ্বংস ক'রে চাও ফতেজঙ্গপুরের রাজসিংহাসন। শক্রজিৎ! ভাই! লোভ আর হিংসা আমাকে দানব সাজিয়েছিল, তাই আমি এই শয়তানের আদেশে ওস্তাদ আর বজ্রজিৎকে হত্যা করেছি। তোমাদের ধ্বংস করতে মৃত্যুকে আমন্ত্রণ ক'রে এনেছি। আমি বংশের কলঙ্ক—তোমাদের অভিশাপ।   [প্রস্থান।

শক্রজিৎ। সিপাহশালার!

কালীনাগ। আমি কৈফিয়ৎ দিতে এসেছি কুমার।

শত্রুজিৎ। কৈফিয়ৎ নিতে পরীক্ষার অস্ত্র হাতে আমিও রণক্ষেত্রে আপনার প্রতীক্ষা করছি সিপাহশালার। আমাদের পরীক্ষার ফলাফল দেখবার জন্যে বিশ্ব আজ অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছে। আসুন—পরীক্ষা নিন, বিশ্বের সম্মুখে প্রমাণ হোক—জয়ী হয় কে—মানুষ না শয়তান। [উভয়ের যুদ্ধ]

নেপথ্যে শিবানী। [কাতরকণ্ঠে ডাকিল] কুমার!

শত্রুজিৎ। শিবানি! শিবানি!

কালীনাগ। শিবানী তোমার নয় শত্রুজিৎ—আমার।

শত্রুজিৎ। লম্পট—পিশাচ!

[কালীনাগকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল]

নেপথ্যে শিবানী। [কাতর কণ্ঠে ডাকিল] কুমার!

[তাহা শুনিয়া শত্রুজিৎ আনমনা হইল, আর সেই সুযোগে কালীনাগ বাম হাতে তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া বক্ষে তরবারি স্পর্শ করাইল]

কালীনাগ। শত্রুজিৎ!

শত্রুজিৎ। কালীনাগ!

কালীনাগ। হা-হা-হা! কৈফিয়ৎ পেলে শত্রুজিৎ? বুঝলে—কালীনাগ কত ভীষণ—ভয়ঙ্কর? এস, শির দেবে। [টানিয়া লইয়া যাইতেছিল]

নেপথ্যে শিবানী। কুমার!

শত্রুজিৎ। বিদায় শিবানি—বিদায়—

[কালীনাথ শত্রুজিৎকে লইয়া গেল।

উন্মাদিনী শিবানী আসিল।

শিবানী। কুমার—কুমার—[অদূরে তোপধ্বনি] ওই যাঃ, কালীনাগ

আমার পথে আগুন ছড়িয়ে দিলে। কুমারকে বন্দী ক'রে নিয়ে গেল। শয়তান! তুমি আমাকে চেন না। আমি নাগিনী। তোমাকে আমি এমন দংশন করবো—হা-হা-হা—পালিয়ে গেছে—আমার ভয়ে কালীনাগ পালিয়ে গেছে। যাই—যাই, এবার কুমারের কাছে যাই। [অগ্রসর]

ধরণী আসিল।

ধরণী। একটু দাঁড়াও মা!

শিবানী। দাঁড়াবার সময় নেই। আজ আমার বিয়ে। শুনছ না—বেহাগ আলাপন করছে তূর্য্য—কামান করছে শঙ্খধ্বনি—উলুধ্বনি দিচ্ছে মরণোন্মুখ সৈন্যগণ। ওই যে, কুমার বর সেজে দাঁড়িয়ে আছে। এখুনি আমাদের মালা বদল হবে। মহারাণী আমার গলায় পরিয়ে দেবেন অমূল্য কণ্ঠহার। ওকি! আমার হার তোমার গলায় কেন?

ধরণী। সই চিহ্নিত হার তোমার?

শিবানী। হ্যাঁ, ও আমার মায়ের হার। আমাকে দাও।

ধরণী। কালাম আমাকে কুড়িয়ে এনে দিয়েছিল। হার পর মা। [শিবানীর গলায় হার পরাইয়া দিল]

শিবানী। মায়ের হার পেয়েছি—এবার মহারাণীর দেওয়া কণ্ঠহার পেলেই শিবানীর স্বপ্ন আর সাধনা সার্থক হবে। যাই—যাই—কুমারকে বলিগে আমি মায়ের হার পেয়েছি।

[প্রস্থান।

ধরণী। শিবানীকে হার পরিয়ে দিয়েছি—এতক্ষণে ভাবনা দূর হ'ল। এইবার সুন্দরের সঙ্গে—ওই যে সুন্দর মত্ত-হস্তীর ন্যায় শত্রু-

সৈন্য দলিত মথিত ক'রে মোঘলের কামান অধিকার করতে ছুটে আসছে। সুন্দর—সুন্দর! একটু দাঁড়াও বাবা। আমার শেষ সাধ পূর্ণ কর। [প্রস্থান।

[নেপথ্যে তোপধ্বনি]

গোলার আগুনে সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধাবস্থায় তরবারিতে ভর করিয়া সুন্দর আসিল।

সুন্দর। ওঃ, পারলুম না—মাকে বাঁচাতে পারলুম না। আমাকে দেখেই মা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল, আর কামানের গোলায়—ওঃ—

দৌলত আসিয়া সুন্দরের পতনোন্মুখ দেহ ধরিয়া ফেলিল।

দৌলত। সুন্দর!

সুন্দর। কে? কে তুমি?

দৌলত। আমি দৌলত।

সুন্দর। তুমি এসেছ দৌলত? আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। [দৌলত সুন্দরকে তুলিল] একি! কাঁদছো? আমি চ'লে যাব ব'লে কাঁদছো?

দৌলত। তোমাকে হারিয়ে আমি বাঁচতে পারবো না সুন্দব। আমিও তোমার সঙ্গে যাব। [সুন্দরের তরবারি লইয়া নিজ বক্ষে বিদ্ধ করিতে উদ্যত]

এমন সময় সায়দ খাঁ আসিয়া হাত ধরিয়া ফেলিল।

সায়দ। দৌলত!

দৌলত। বাবা!

সায়দ। ব্যভিচারিণি! ব্যভিচারের সাথীকে দেখবার জন্যে তুই রণক্ষেত্রে ছুটে এসেছিস? উঠে আয়। [টানিল]

দৌলত। না না, আমি যাব না, সুন্দরকে ছেড়ে আমি যাব না। সুন্দর—সুন্দর—

[সায়দ দৌলতকে টানিয়া লইয়া গেল।

সুন্দর। দৌলত—দৌলত—[উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না]

মুকুন্দরাম আসিল।

মুকুন্দরাম। সুন্দর—সুন্দর! একি!

সুন্দর। [তরবারিতে ভর করিয়া মুকুন্দরামের সাহায্যে অতি কষ্টে উঠিল] মহারাজ! কুমার বন্দী।

মুকুন্দরাম। শত্রুজিৎ বন্দী।

কালীনাগ আসিল।

কালীনাগ। জল্লাদ তার ছিন্নশির নিয়ে আসছে মুকুন্দরাম।

মুকুন্দরাম। কে তুমি?

সুন্দর। আমার দুঃখদাতা—

কালীনাগ। কালীনাগ।

মুকুন্দরাম। তুমি বাঙ্গালীর কলঙ্ক!

কালীনাগ। অস্বীকার করি না। এস বাঙ্গালীর গৌরব—তোমাকে রণস্থলে ঘুম পাড়িয়ে আমার প্রতিহিংসা পূর্ণ করি।

[যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রে মুকুন্দরাম ও পশ্চাতে কালীনাগের প্রস্থান। নেপথ্যে মুকুন্দরামের মরণ-আর্ত্তনাদ]

সুন্দর। মহারাজ—মহারাজ—

উন্মাদিনী শিবানী আসিল।

শিবানী। দাদা—দাদা—

সুন্দর। শিবানি বোন, এসেছিস—

কালীনাগ আসিল।

কালীনাগ। আমিও এসেছি সুন্দর। শিবানি! [হাত ধরিতে উদ্যত] একি—তোমার গলায় সই চিহ্নিত কণ্ঠহার কেন?

শিবানী। হা-হা-হা! লোকটা পাগল দাদা। জানে না এ আমার মায়ের হার।

কালীনাগ। কি বললে? এ তোমার মায়ের হার!

সুন্দর। হ্যাঁ সিপাহ্‌শালার। মহারাণীর দেওয়া এ আমার মায়ের হার।

কালীনাগ। ওঃ! বজ্র—বজ্র, কোথায় তুমি, আমার মাথায় ভেঙে পড়। ভেঙে পড়।

সায়দ খাঁ আসিল।

সায়দ। কি হ'লো সিপাহ্‌শালার, অমন করছেন কেন?

কালীনাগ। সুন্দর শিবানী আমার পুত্র-কন্যা জাঁহাপনা।

সুন্দর। তুমি আমার পিতা? না না, তুমি শয়তান—তুমি শয়তান! [টলিতে টলিতে প্রস্থানোদ্যত হইয়া পতন ও মৃত্যু]

কালীনাগ। ওঃ, সব শেষ!

শিবানী। দাদা—দাদা, পালিয়ে চল! শয়তানটা আবার শয়তানি আরম্ভ করেছে! আমাদের এত দুঃখ দিয়েও ওর আশা মেটেনি।

দাদা! দাদা! হা-হা-হা! আমার দাদা নেই—আমার দাদা নেই—আমার কেউ নেই।

কালীনাগ। বিশ্বাস কর, আমি তোমার পিতা ফেরারী গিরিশঙ্কর রায়।

সায়দ। তুমি মুকুন্দরামের দেওয়ান গিরিশঙ্কর রায়? তাহ'লে মুকুন্দরাম—

কালীনাগ। নিবপরাধ। সুন্দব শিবানী আর শত্রুজিৎ কেউ অপরাধী নয় জাঁহাপনা—অপরাধী আমি।

সায়দ। কালীনাগ! শয়তান।

আহত দৌলত আসিল।

দৌলত। ভুল ভাঙ্গল বাবা?

সায়দ। দৌলত! মা!

দৌলত। বাবা! তোমার ভুল ভেঙেছে—আমি সুন্দরের সঙ্গে চ'লে যাচ্ছি। সুন্দর! একটু দাঁড়াও প্রিয়তম—আমি যাচ্ছি।

[গমনোদ্যতা]

সায়দ। দৌলত! মা!

দৌলত। সেলাম নাও বাবা।

[প্রস্থান।

সায়দ। দৌলত—দৌলত—

ছিন্নশিরহস্তে জল্লাদ আসিল।

জল্লাদ। ছিন্নশির এনেছি জাঁহাপনা! [ছিন্নশির ফেলিয়া দিল]

শিবানী। কুমার—কুমার! [ছিন্নশিরের উপরে পতন]

সায়দ। জল্লাদ, শয়তানকে বন্দী কর।

[জল্লাদ কালীনাগকে বন্দী করিয়া প্রস্থান করিল।

শিবানী। [ছিন্নশির তুলিয়া লইয়া] হা-হা-হা! কুমার—কুমার! শুনছ, সিপাহশালার কালীনাগ বলছে—সে আমার বাবা। না না, আমি বিশ্বাস করি না। বাবা হ'লে কি কখনও মেয়ের নারীত্ব হরণে হাত বাড়াতে পারে? বাবা হ'লে কি ছেলেদের এত দুঃখ দিতে পারে? সব ধাপ্পা—সব শয়তানি—হা-হা-হা—

কালীনাগ। হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমি শয়তান, আমি লম্পট, আমি স্বার্থপর জল্লাদ। ওই যে অন্ধকার আমাকে গ্রাস করতে ধেয়ে আসছে—তেত্রিশ কোটী দেবতা অভিশাপ দিচ্ছে। ভগবানের ন্যায়দণ্ড সগর্জ্জনে ধেয়ে আসছে আমাকে ধ্বংস করতে। কোথা যাই, কোথায় লুকাই এই কালীমাখা মুখ। শিবানি! মা! আমাকে মার্জ্জনা কর—একবার বাবা ব'লে ডাক্ মা।

শিবানী। না না। শয়তানকে আমি বাবা বলবো না। পিতা মাতা ভ্রাতা—জীবনের সুখ সাধ শান্তি আনন্দ সব ডালি দিয়ে আমি পেয়েছি আজ এই কণ্ঠহার—অমূল্য কণ্ঠহার। হা-হা-হা—

[দ্রুত প্রস্থান।

—যাত্রাদলে অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী—

গন্ধর্ব্বের মেয়ে—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি প্রণীত পৌরাণিক নাটক। প্রসিদ্ধ নট্ট-কোম্পানীর বিজয়কেতন। স্মরণাতীত যুগের এক বিস্ময়কর কাহিনী নিপুণ তুলিকায় রূপায়িত। রাক্ষসরাজ সত্রাজিতের প্রতিহিংসা, বীর বাসবের মহত্ত্ব ও কর্তব্যে সংঘর্ষ, মহাপ্রাণ গন্ধর্ব্বরাজ যুবনাশ্বের আশ্রিত-বাৎসল্যের মনোরম আলেখ্য। তাছাড়া নারীদ্বেষী মেঘবর্ণ, প্রভুভক্তিপরায়ণা সংজ্ঞা, কলকণ্ঠ কোকিল বিপুল প্রভৃতি নব নব কুসুমসম্ভারে নটরাজের কি অপূর্ব অর্ঘ সাজানো হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করুন। সহজে সুন্দর অভিনয়োপযোগী। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

সতীর ঘাট—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি প্রণীত। অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর বিজয়-পতাকা। লক্ষ লক্ষ দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসাধন্য এই পঞ্চাঙ্ক নাটক নাট্যসাহিত্যের কোহিনূর, যাত্রা-জগতের বিস্ময়! ঈশা খাঁর পুত্র মুশা খাঁর প্রজানুরঞ্জন, দুঃখিনী মলুয়ার অশ্রুর বন্যা—জটাধরের অনমনীয় বীরত্ব—আলি ফজলের নৃশংসতা—দলনীর স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের ফল্গুধারা—সব মিলিয়া এক অভিনব ঐক্যতান রচনা হইয়াছে। সৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনয়ের নির্ভরযোগ্য নাটক। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

দানযজ্ঞ—ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত। গণেশ অপেরাপার্টির মহা যশের অভিনয়। ইহাতে দেখিবেন—দোর্দণ্ডপ্রতাপ বীরসাধক অনুহ্লাদের অভিনব সাধনা। বলির অত্যাশ্চর্য দানব্রত, প্রহ্লাদ ও নারায়ণের সংঘর্ষ, প্রেমিক সাধক বিরোচনের নির্বাণ, বিন্ধ্যার পাতিব্রত্য, লক্ষ্মী ও পুষ্পের করুণ সঙ্গীত, তর্ক ও মীমাংসার ভাবপূর্ণ নৃত্যগীত। তারপর সেই শ্বেতাঙ্গ, কালিন্দী, লাল মহানাদ প্রভৃতি তো আছেই। বহু সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

ভারত-সম্রাট—শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী রচিত ঐতিহাসিক নাটক। নিউ চণ্ডী অপেরায় সগৌরবে অভিনীত। মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্বিপ্লবের এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কূট ষড়যন্ত্র, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও নানাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে মেবার সর্দারদের সাহায্যে পিতৃবিরোধী সাজাহান কর্তৃক ভারত-সিংহাসন অধিকারের বিস্ময়কর কাহিনী। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সমস্নেহে বর্ধিত সাজাহানের কর্মময় দীপ্ত জীবনের ইতিহাস ভারত-সম্রাটকে করেছে মহীয়ান। অভিনয়ক্ষেত্রে এমন ঘটনাবহুল নাটক বহুদিন দেখা যায় নাই। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

—যাত্রাদলে অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী—

বীর হাম্বীর—কানাইবাবুর রচিত ঐতিহাসিক নাটক। বাসন্তী অপেরায় অভিনীত। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূঁইয়া বীর হাম্বীরের প্রহেলিকাময় জীবন-নাট্য! পিতৃহারা রাজ্যহারা দস্যুগৃহে পালিত হাম্বীর নিজ বাহুবলে কিভাবে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করলেন, আবার শক্তিসাধক হাম্বীর মদনমোহনের কৃপা লাভ ক'রে মুক্তিপথের পথিক হলেন, তা সত্যি সত্যিই বিস্ময়কর! এতে দেখবেন মল্লভূমাধিপতি সুধীরথ মল্লের সরলতা, কুটবুদ্ধি সুরথমল্লের ষড়যন্ত্র, গোলাম মহম্মদের মহানুভবতা, রণলালের প্রতিযোগিতা, ধাত্রীমাতার স্নেহোন্মাদনা। ছায়াচিত্রে রূপায়িত অপূর্ব নাটক। মূল্য ২·৭৫

উত্তরা (অভিমন্যু বধ)—শ্রীপূর্ণচন্দ্র কবিরঞ্জন প্রণীত নূতন পৌরাণিক নাটক। নিউ নারায়ণ অপেরার গৌরবময় অভিনয়। সুখসুপ্ত ভারত মাতার শান্তিময় বুকের উপর উঠলো প্রবল ঝড়—জ্বললো ভ্রাতৃবিরোধের অনল, তাতে ইন্ধন যোগালে এক লাঞ্ছিতা কুলনারীর তপ্ত অশ্রু। পাপের অস্তিত্ব লোপ ক'রে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাড়া দিলে এক নব-পরিণীতা বালিকা। তার যৌবনের স্বপ্ন, কামনার সম্পদ, এমন কি সিঁথির সিন্দুরটুকু পর্যন্ত মুক্তিযজ্ঞে আহুতি দিয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখে দিলে হিন্দুনারীর বীরত্ব পূর্ণ ত্যাগের কাহিনী ভারতের পৃষ্ঠায়। সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ২·৭৫।

মহিষাসুর—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত। দানবসম্রাট বম্ভাসুরের শোচনীয় মৃত্যু, মহিষাসুরের দুর্জয় অভিমান ও দুরন্ত বীরপণা, রক্তাসুরের সকরুণ জীবন-ইতিহাস, দেবাসুরের ভীষণ যুদ্ধ, কাত্যায়নের মুখে চণ্ডীর অভিনব ব্যাখ্যা মেধসের সুমধুর সঙ্গীত। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

বর্গী এল দেশে—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক। নবরঞ্জন অপেরার গৌরব-নিশান। যাদের বিভীষিকাময় নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিখ্যাত ঘুম পাড়ানীর গান, সেই মারাঠী পঙ্গপাল বর্গীর লোমহর্ষণ অত্যাচার নাটকাকারে রূপায়িত। সদাশয় প্রজাপালক নবাব আলিবর্দী খাঁর মহত্ত্ব, মোহনলাল ও সিরাজ-উদ্দৌলার বীরত্ব, আফগান সেনানী নেমকহারাম মোস্তাফার কুটিল চক্রান্ত কী সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছে দেখুন। শুধু তাই নয়, তার উপর আছে কাকলীর গান আর বাঙ্গালী চাষার ঘরের বুলবুল মেহের-উন্নিসা। অপূর্ব এই চরিত্র সমাবেশ। অভিনয় ক'রে যশোলাভ করুন। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

—যাত্রাদলে অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী—

সম্রাট নাদির শাহ্—শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক। সুপ্রসিদ্ধ নিউ গণেশ অপেরার কীর্তি-স্তম্ভ। দরিদ্র এক চাষার ছেলে হ'লো প্রজাপালক আদর্শ ব্দদী দরদী সম্রাট। কেন? কি তার কারণ? কার সে উত্তেজনা—প্ররোচনা? আবার কেনই বা সেই মরমী দেশপ্রাণ সম্রাট পরিণত হলো এক অত্যাচার নিষ্ঠুর নরঘাতক নৃশংস দস্যুতে? এই মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে এবং মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কাবণ নির্দ্দেশেই এই নাটক। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

সত্যাশ্রয়ী—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি প্রণীত নূতন কাল্পনিক নাটক। নট্ট কোম্পানীর দলের নীলকান্তমণি। সত্যরক্ষার জন্য দশরথ রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়েছিলেন, কলির মানুষও যে সত্যরক্ষার জন্য কত বড় ত্যাগ করতে পারে, এই "সত্যাশ্রয়ী"ই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। খড়্গপাণির অসাধারণ মনোবল ও সত্যরক্ষায় সর্ব্বস্ব পণ নাটকের পত্রে পত্রে শিহরণ জাগায়। যদি সত্যের আসল রূপ দেখতে চান, সত্যাশ্রয়ী পড়ুন। সামান্য মন্দির-রক্ষকের মহত্ত্ব, মন্ত্রিকন্যাব বিচিত্র স্বদেশপ্রেম প্রাণে আনন্দের লহর তোলে। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য—শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক। নিউ গণেশ অপেরার কোহিনূর। অবাঙালী হিন্দুমুসলমানের বাঙালী বিদ্বেষণ, রাজকরের নামে নির্ব্বিচারে বাংলা শোষণ, বাঙালী নারী মর্য্যাদা হরণের প্রতিবাদে বাঙলার ছেলে বাঙালী প্রতাপের মোগলসম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, বাঙলাব স্বাধীনতা রক্ষায় সূর্য্যকান্ত, হায়দাব খাঁ, রডা সাহেব, মতিয়া বিবির জীবন দান। স্বার্থান্ধ শয়তান ভবানন্দের শয়তানি চক্রে বাঙলার পতন। "যে জাতির মনে স্বজাতি-প্রীতি নাই, সে জাতির কাছে স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই" এই কথাটাই নাটকের প্রাণ। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

স্বামীর ঘর—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ বি-টি প্রণীত দেশাত্মবোধক নাটক প্রভাস অপেরায় অভিনীত। ধনীর দুহিতা সতীর স্বামিসেবা-ব্রতে অবজ্ঞা—পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ। মাতুলালয়ে ঐশ্বর্য্য-বিলাসে বিকর্ণের জন্ম। দশ বৎসর পরে পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ—পিতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ, দীনদরদী সত্যকামের দেশের সেবায় সর্বস্ব ত্যাগ। অল্পলোকে জমজমাট অভিনয় হয়। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

নাট্যভারতী কানাইলালের সাফল্যমণ্ডিত নাটকাবলী

বীরপূজা—ঐতিহাসিক নাটক। আর্য অপেরায় সগৌরবে অভিনীত। ভারত চিরকাল বীরের সম্মান দিয়েছে—বীরপূজা তারই সুষ্ঠু সম্মানিত নাট্যরূপ। অপূর্ব সুন্দরী ষোড়শী রত্নাবতী বৃদ্ধবীর কর্ণসেনের পায়ে দিয়েছিল আত্মাহুতি। তার আত্মাহুতিতে তাই মহানন্দ স্বার্থচ্যুত হ'য়ে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। যুবক রাজা দেবদত্ত হয়েছিল উত্তেজিত। আবার একদিকে রাজকুমারী যমুনার প্রেম ও স্বার্থবলি, কালু ডোমের প্রভুভক্তি, লক্ষ্মীর বীরত্ব, রাণী ভানুমতীর কর্তব্যপরায়ণতা নাট্যগতিতে অপূর্ব সংযোগ সাধন করেছে। সকল সম্প্রদায়ের অভিনয় উপযোগী। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

মুক্তিতীর্থ—পৌরাণিক নাটক। ভাণ্ডারী অপেরার বিজয়-নিশান। শ্রীভগবান ভক্তের কাতর ক্রন্দনে নূতন মূর্তিতে ভক্তকে মুক্তি দিতে দেখা দেন জগন্নাথ রূপে। তাই তাঁর আবির্ভাবক্ষেত্র মুক্তিক্ষেত্র মুক্তিতীর্থ। অবন্তীপতি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের কঠোর সাধনা, রুদ্রদ্যুম্নের ভ্রাতৃভক্তি, কর্তব্যনিষ্ঠ রত্নবাহু, রক্তপিয়াসী কাপালিক, শবররাজ বিশ্বাবসু, হাস্যরসিক দিগ্‌গজ, করুণারূপিণী সতী মালাবতী, প্রতিহিংসাময়ী সুষমা, বীরবালা নন্দা প্রভৃতি প্রত্যেকটি চরিত্র মাধুর্যে ও বৈশিষ্ট্যতায় অপূর্ব্ব। মূল্য ২'৭৫

নিয়তি—পৌরাণিক নাটক। বীণাপাণি অপেরার যশের অভিনয়। নিয়তিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করল দুর্বাসা। প্রতিযোগিতা চলল দুজনে। হরিভক্তরাজা অম্বরীষ দুর্বাসার অভিশাপে চণ্ডালত্ব পেল। অনার্য যুধাজিৎ অধিকার করল অযোধ্যা। যুধাজিতের অত্যাচারে জর্জরিত হ'য়ে উঠল প্রজারা; যুধাজিৎ-পত্নী অরুন্ধতী দিল আত্মবলি। রাজপুত্র পুণ্ডরীক পিতৃরাজ্য অযোধ্যা আবার অধিকার করল। নিয়তি ও দুর্বাসার প্রতিযোগিতায় দুর্বাসার হ'ল পতন—জয়ী হ'ল নিয়তি। নাটকের ভাব, ভাষা আর গানের মাধুর্য সকলকেই মুগ্ধ করে। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

ব্রহ্মতেজ—পৌরাণিক নাটক। আর্য অপেরায় অভিনীত। সাধনায় ব্রহ্মতেজের শক্তি উপলব্ধি ক'রে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন, এ তারই ইতিহাস। বশিষ্ঠের তপোবনে বিশ্বামিত্রের আতিথ্য গ্রহণ, কামধেনু লাভার্থে বশিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধ ও পরাজয়, শক্তির অপূর্ব ক্ষমা, ব্রহ্মশাপে সৌদাসের রাক্ষসত্ব প্রাপ্তি, বশিষ্ঠের শত পুত্র ধ্বংস, মদনিকার আত্মত্যাগ প্রভৃতি ঘটনা অভিনেতা ও দর্শকের প্রাণে যুগপৎ আনন্দের শিহরণ জাগায়। মূল্য ২'৭৫ টাকা।